বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

অডিট রিপোর্ট

২০১১-২০১২

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর

বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

(পেট্রোবাংলা ও এর অধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ)

অর্থ বছর ঃ ২০১০-২০১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত

-ঃ সূচীপত্র ঃ-

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১	বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২	মহাপরিচালক এর বক্তব্য	খ
৩	প্রথম অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)	১
	অডিট অনুচ্ছেদের সার সংক্ষেপ	৩-৪
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৫
	অডিট পদ্ধতি	৬
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৬
	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৬
	অডিটের সুপারিশ	৬
৪	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৭-৫১
৫	তৃতীয় অধ্যায় (চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্যসমূহ)	৫৩-৬৫
৬	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৬৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখঃ ৩০/০৯/১৪২১ বঃ
১৩/০১/২০১৫ খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত
মাসুদ আহমেদ
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

মহাপরিচালকের বক্তব্য

বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীন পেট্রোবাংলা এবং এর অধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের আর্থিক কর্মকান্ড নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হয়েছে। এ রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা বিবেচ্য সময়ের অথবা পূর্ববর্তী সময়ের সমগ্র লেনদেনের যে ক্ষুদ্র অংশ নিরীক্ষা করা হয়েছে তারই প্রতিফলন মাত্র। এ রিপোর্টের আপত্তি ও মন্তব্য উদাহরণমূলক এবং তা কোনমতেই উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের আর্থিক শৃঙ্খলার মান সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। রিপোর্টটি দুই খন্ডে প্রণীত হয়েছে। প্রথম খন্ডের প্রথম অধ্যায়ে ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ও অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ এবং তৃতীয় অধ্যায়ে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের চুড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য প্রদান করা হয়েছে। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও বিস্তারিত পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) পৃথক একটি খন্ডে অর্থাৎ দ্বিতীয় খন্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মগুলো পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না হওয়ায় অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে। অনিয়মসমূহ দূরীকরণের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তারিখঃ ২৪/১২/২০১৪ খ্রিঃ, ঢাকা।

স্বাক্ষরিত
মোঃ আফতাবুজ্জামান
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
ঢাকা।

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

২—

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১	জাতীয় বেতন স্কেলভুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের মধ্যে কোম্পানীর মুনাফায় শ্রমিকের অংশগ্রহণ তহবিল হতে অনিয়মিতভাবে মুনাফা/ লভ্যাংশ বন্টন করায় ক্ষতি।	১৪৬,০৩,২৪,৯৩৬
২	GPSA (Gas Purchase And Sales Agreement) নীতিমালা অনুসরণ না করে গ্যাসের মূল্য পরিশোধ করায় ক্ষতি।	৩৬২,৪০,৬৯,৮৩৩
৩	দরপত্রের **Specification** বহির্ভূত অচল জেনারেটর সরবরাহ নেয়ায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ।	১,৫৩,৩১,৭৩৬
৪	অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে ০২ (দুই) মাসের মূল বেতনের সমান উৎসাহ বোনাস প্রদানের পর আবার সম্মানী ভাতা পরিশোধ করায় ক্ষতি।	২,৩৭,৪৭,১৪৯
৫	চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী মেসার্স লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিঃ এর নিকট থেকে তাপ উৎপাদন বাবদ এডজাস্টেড চার্জ (Adjusted Charge) আরোপ/আদায় না করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ।	৬,৬৫,০২,৩৮০
৬	পেট্রোবাংলা'র পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদিত নীতিমালা উপেক্ষা করে সিএনজি গ্রাহকদের নিকট হতে নির্ধারিত নিরাপত্তা জামানত গ্রহণ না করায় ক্ষতির সম্ভাবনা।	৪২,১৪,২৪,৮৩৯
৭	বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের ব্যত্যয় ঘটিয়ে অবৈধ গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পাওনা এককালীন পরিশোধ ব্যতিরেকে গ্যাস পুনঃসংযোগ প্রদান করায় সংস্থার ক্ষতি।	১,৪৪,০৫,৭২৫
৮	সিএনজি ফিলিং ষ্টেশন কর্তৃক মিটারে অবৈধ হস্তক্ষেপ করা সত্ত্বেও গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করে পুনরায় গ্যাস কারচুপি করার সুযোগ করে দেয়ায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ।	১,১৮,৮৪,৪৬৯
৯	করপূর্ব মুনাফা থেকে বিধি বহির্ভূতভাবে Workers Participation in Profit Fund এ অর্থ স্থানান্তর করায় আয়কর কম পরিশোধজনিত রাজস্ব ক্ষতি।	১,৫৭,২০,০৮৯
১০	কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে প্রাপ্যতা বহির্ভূত ভাতাদি/ আর্থিক সুবিধা প্রদানজনিত ক্ষতি	৩৪,৫১,৪৭,৬০৮
১১	গ্যাস সংযোগ বন্ধ থাকার পরও গ্যাস সংযোগ প্রদানকারী বিপণন বিভাগের হিসাবের চেয়ে সিডিউল অনুযায়ী অবৈধভাবে ১২,৮৬০টি চুলায় গ্যাস সংযোগ প্রদান এবং সিডিউল ও রাজস্ব বিভাগের হিসাব অনুযায়ী অবৈধভাবে গ্যাস সংযোগ প্রদান।	-
১২	প্রদত্ত জামানতের অতিরিক্ত গ্যাস বিল বকেয়া থাকা সত্ত্বেও সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করায় গ্যাস বিপণন নীতিমালা লংঘন এবং গ্যাস বিল অনাদায়জনিত ক্ষতি।	৫১,৮৭,৪৪,৫০৫
১৩	ওয়ার্ক ওভার কাজ সম্পাদনের জন্য অনিয়মিতভাবে কর্মকর্তা/কর্মচারীগনকে সম্মানী ভাতা বাবদ পরিশোধ।	৩,৫৮,২৯,৬৫৯
১৪	সংগৃহীত লভ্যাংশ সরকারী কোষাগারে জমা হয়নি।	৩৪৪,১৫,৭৮,২৪০
১৫	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা আপত্তির অর্থ কর্তন না করে Provisional Payment অব্যাহত রাখায় সংস্থার ক্ষতি।	৩৭০,১৯,০৩,১৭০
১৬	Profit গ্যাস ও কনডেনসেট এর বিক্রয় লব্দ অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করা হয়নি।	২৫৬৫,৭১,৮৬,২৮৬
১৭	গ্যাস সংযোগ বন্ধ থাকার পরও মাত্রাতিরিক্ত বলভাল্ব ও ইনসুলেটিং জয়েন্ট ক্রয় করায় প্রতিষ্ঠানের মূলধন আটক ।	৩,২৮,১২,৫০০
১৮	গ্যাস বিপণন নীতিমালা-২০০৪ অনুযায়ী কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করা এবং ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়ন করতে ব্যর্থ হওয়ায় ক্ষতি।	২,৮২,৫১,১০২
১৯	গ্যাস বিপণন নীতিমালা-২০০৪ ও বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত লংঘন করে শতভাগ নিরাপত্তা জামানত বাবদ শতভাগ ব্যাংক গ্যারান্টি গ্রহণ ব্যতিরেকে সিএনজি ফিলিং স্টেশনে গ্যাস সংযোগ প্রদান এবং সময়মত বিল পরিশোধ না করা সত্ত্বেও সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করায় ক্ষতি।	২,০৪,৯৬,৮০৮
২০	গ্যাস বিপণন নীতিমালা-২০০৪ অনুযায়ী যথাযথ ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় সংস্থার ক্ষতি।	১,৫৩,০৯,৭২২

২১	সিএনজি ফিলিং স্টেশন স্থাপনের ছাড়পত্র না থাকা সত্ত্বেও সিএনজি স্টেশন স্থাপনের অনুমতি প্রদান এবং গ্যাস বিপণন নীতিমালা-২০০৪ লংঘন এবং ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়ন করতে ব্যর্থ হওয়ায় ক্ষতি।	১,৩০,১৮,১৮৩
২২	গ্যাস বিপণন নীতিমালা-২০০৪ লংঘনপূর্বক ব্যাংক গ্যারান্টি ব্যতীত শিল্পে গ্যাস সংযোগ প্রদান করায় ক্ষতি।	১,৬৯,৭৪,৫৯১
২৩	সরকারি স্বার্থ বিবেচনা না করে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে চুক্তির শর্ত পরিবর্তন করায় ক্ষতি।	৯৯,৮৪,৬০০
২৪	বিধিবহির্ভূতভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে জামানত প্রদান এবং অনিয়মিতভাবে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে চিকিৎসা বিল পরিশোধ করায় ক্ষতি।	৫৯,২০,৬৮৯
২৫	সরেজমিন যাচাইয়ে স্টোরে বিভিন্ন সাইজের টেপ ও পাইপ কম/ ঘাটতি হওয়ায় সংস্থার ক্ষতি।	৪৩,৮৪,৫৯৯
	মোট =	৩৯৫০,০৯,৫৩,৪১৮

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বছর ঃ

- ২০১০-২০১১

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ

- নিয়মানুসরণ নিরীক্ষা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ও নিরীক্ষার সময় ঃ

ক্র: নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	সময়কাল
১	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোং লিঃ,ঢাকা।	২২-০৬-২০১২ খ্রিঃ হতে ২৬-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
২	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এ্যান্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিঃ (বাপেক্স), ঢাকা।	১৫-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ০৮-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৩	মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোং লিঃ,পার্বতীপুর,দিনাজপুর।	২৩-১০-২০১১ খ্রিঃ হতে ২২-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৪	বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস লিঃ, বি-বাড়িয়া।	১৫-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ২৫-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৫	বাখরাবাদ গ্যাস সিস্টেম লিঃ, কুমিল্লা।	১৫-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ১১-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৬	গ্যাস ট্রান্সমিসন কোং লিঃ, ঢাকা।	২২-০১-২০১২ খ্রিঃ হতে ১৫-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৭	বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোং লিঃ,পার্বতীপুর,দিনাজপুর।	২৩-১০-২০১১ খ্রিঃ হতে ২২-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৮	রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোং লিঃ, ঢাকা।	১৫-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ০৭-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৯	বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা), পেট্রোসেন্টার, ঢাকা।	২২-০১-২০১২ খ্রিঃ হতে ০৫-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
১০	সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ, চিকনাগুল, সিলেট।	১৫-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ১৮-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
১১	জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিঃ,সিলেট।	১৫-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ১১-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
১২	পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোং লিঃ, নলকা,সিরাজগঞ্জ।	১৪-১১-২০১১ খ্রিঃ হতে ১২-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
১৩	কর্ণফুলী গ্যাস ট্রান্সমিসন কোং লিঃ, চট্টগ্রাম।	১৫-০৪-২০১২খ্রিঃ হতে ১২-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত

অডিট পদ্ধতি ঃ

- প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে আলোচনা ;
- বরাদ্দকৃত বাজেটের বিপরীতে খাত ভিত্তিক খরচ যথাযথভাবে করা হয়েছে কিনা তা বিল, ভাউচার নিরীক্ষার মাধ্যমে নিরূপণ করা ;
- সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রাদি পরীক্ষা করা ;
- প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করা।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ ঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি বিধান এবং সরকার ও যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত আদেশ-নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা প্রতিপালন না করা;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার না করা।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি বিধান এবং সরকার ও যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা ইত্যাদি যথাযথভাবে অনুসরণ করা আবশ্যক ;
- প্রাপ্ত বরাদ্দের মধ্যে ব্যয় সীমিত রাখা প্রয়োজন ;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন ;
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায় এবং একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি বন্ধ করা আবশ্যক ;
- আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়মসমূহের পুনরাবৃত্তি রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ-০১।

শিরোনাম ঃ জাতীয় বেতন স্কেলভুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের মধ্যে কোম্পানীর মুনাফায় শ্রমিকের অংশগ্রহণ তহবিল হতে অনিয়মিতভাবে মুনাফা/ লভ্যাংশ বন্টন করায় ক্ষতি ১৪৬,০৩,২৪,৯৩৬ টাকা।

বিবরণ ঃ

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোং লিঃ, নলকা, সিরাজগঞ্জ এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব ১৪-১১-২০১১ খ্রিঃ হতে ১২-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ, তিতাস গ্যাস টি এ্যান্ড ডি কোং লিঃ, ঢাকা এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব ২২-০৬-২০১২ খ্রিঃ হতে ২৬-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ, সিলেট গ্যাস ফিল্ডস্ লিঃ, সিলেট এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব ১৫-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ১৮-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখ; বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোং লিঃ, বি-বাড়ীয়া এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব ১৫-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ২৫-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখ; বড় পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোং লিঃ এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব ২৩-১০-২০১১ খ্রিঃ হতে ২২-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখ; জালালাবাদ গ্যাস টি এ্যান্ড ডি সিস্টেম লিঃ এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব ১৫-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ১১-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখ, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এ্যান্ড প্রোডাকশন কোং লিঃ (বাপেক্স) এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব ১৫-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ০৮-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ ; রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোং লিঃ, ঢাকা এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব ১৫-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ০৭-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখ; গ্যাস ট্রান্সমিসন কোং লিঃ, ঢাকা এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব ২২-০১-২০১২ খ্রিঃ হতে ১৫-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত এবং কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোং লিঃ এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব ১৫-০৪-২০১২খ্রিঃ হতে ১২-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে চূড়ান্ত হিসাব, কোম্পানির মুনাফায় শ্রমিকের অংশগ্রহণ তহবিল হিসাব, লভ্যাংশ বিতরণ বিবরণী ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়,

- কোম্পানির মুনাফার ৫% নিজস্ব সিদ্ধান্তে , অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনহীনভাবে কোম্পানির মুনাফায় শ্রমিকের অংশ গ্রহণ তহবিলে স্থানান্তরপূর্বক জাতীয় বেতন স্কেলভুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের মধ্যে বন্টন করায় ক্ষতি ১৪৬,০৩,২৪,৯৩৬ টাকা। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট " ক " তে দেখানো হলো)।
- কোম্পানিগুলোতে শ্রম আইন এবং মজুরী কমিশনের অধীনে বেতনভাতা গ্রহণকারী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সুযোগ সুবিধার আওতায় কোম্পানির মুনাফায় শ্রমিকের অংশগ্রহণ তহবিল গঠন করে, তহবিলে কোম্পানির মুনাফার নির্দিষ্ট অংশ স্থানান্তরকরত: উক্ত মুনাফা কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত অর্থের ২০% কল্যাণ তহবিলে জমা রাখা হয়েছে।
- বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ৬৫ ধারা মোতাবেক " শ্রমিক " অর্থ শিক্ষাধীনসহ কোন ব্যক্তি, তার চাকুরীর শর্তাবলী প্রকাশ্য বা উহ্য যে ভাবেই থাকুক না কেন যিনি কোন প্রতিষ্ঠানে বা শিল্পে সরাসরিভাবে বা কোন ঠিকাদারের মাধ্যমে মজুরী বা অর্থের বিনিময়ে কোন দক্ষ, অদক্ষ, কায়িক, কারিগরী, ব্যবসা উন্নয়নমূলক অথবা কেরানীগিরির কাজ করার জন্য নিযুক্ত হন। কিন্তু প্রধানতঃ প্রশাসনিক বা ব্যবস্থাপনামূলক কাজে দায়িত্ব প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি এর অন্তর্ভুক্ত হবেন না।
- উক্ত আইনের পঞ্চদশ অধ্যায়ে কোম্পানির মুনাফায় শ্রমিকের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত ধারা ২৩৩(জ) তে বলা হয়েছে যে, কোন কোম্পানীর " শ্রমিক " বলতে ঐ ব্যক্তিকে বুঝাবে যিনি পদমর্যাদা নির্বিশেষে উক্ত কোম্পানীতে অন্যূন ছয় মাস যাবত চাকুরীতে নিযুক্ত রয়েছেন, তবে নিম্নোক্ত কোন ব্যক্তি এই আইনের আওতায় শ্রমিক সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবেন না (১) ব্যবস্থাপনা কিংবা প্রশাসনিক দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তি (২) তদারকির কর্তৃত্বে নিযুক্ত ব্যক্তি যিনি পদাধিকার বলে বা তার উপর অর্পিত ক্ষমতা বলে ব্যবস্থাপনা/প্রশাসনিক ধরনের কাজ করে থাকেন।
- কিন্তু কোম্পানিগুলোর অর্গানোগ্রাম ও বেতন বিল যাচাই করে দেখা যায় , কোম্পানিগুলোতে শ্রম আইনের সংজ্ঞা অনুযায়ী শ্রমিকের কোন পদ নেই। তাছাড়া গ্যাস উৎপাদন ও বিতরণ সংক্রান্ত উক্ত কোম্পানীসমূহের কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী শ্রম আইনে সংজ্ঞায়িত কোন শ্রমিক নিয়োগের প্রয়োজন দেখা যায় না। এ সকল প্রতিষ্ঠানে প্রকৃতপক্ষে জাতীয় মজুরী কমিশনের আওতায় মজুরীভুক্ত কোন শ্রমিক কর্মরত নেই। বরং কর্মরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীই জাতীয় বেতন স্কেলের আওতায় বেতন ভাতাদি পেয়ে থাকেন। তাই তারা কোম্পানী মুনাফায় শ্রমিকের অংশ গ্রহণ তহবিল হতে মুনাফা/ লভ্যাংশ প্রাপ্য নয়। তবুও উল্লিখিত ৮ (আট) টি প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট তহবিল গঠনপূর্বক লভ্যাংশ স্থানান্তর করে তা কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের মধ্যে বন্টন করেছে।
- তাছাড়া ৫ম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি শ্রমিক অংশীদারী লভ্যাংশ তহবিলের চাঁদা প্রদানের বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

৩—

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, শ্রম আইন-২০০৬ এর অনুচ্ছেদ নং -২৩৩(১)(ছ) অনুযায়ী পদ মর্যাদা নির্বিশেষে ৬(ছয়) মাস চাকুরী করলে শ্রমিক হিসেবে গণ্য হবে এবং কোম্পানী আইন অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যতীত অত্র কোম্পানীতে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী পদ মর্যাদা নির্বিশেষে শ্রমিক হিসেবে গণ্য হবে। তহবিলের ট্রাষ্টি বোর্ড কর্তৃক তাদেরকে বিধি মোতাবেক উল্লিখিত অর্থ প্রদান করা হয়েছে।
- কোম্পানী আইন-১৯১৩ এর বিধান মোতাবেক তিতাসসহ পেট্রোবাংলার অধীন অন্যান্য কোম্পানীসমূহে ১৯৬৮ সালের কোম্পানীর মুনাফায় শ্রমিক অংশ গ্রহণ আইন কার্যকর থাকায় এবং অনুরূপ আইনের শর্তাদি পূরণ হওয়ায় বাপেক্সে ডব্লিউপিপিএফ ও ওয়েলফেয়ার ফান্ড প্রচলিত আছে।
- বাংলাদেশ গেজেট (অতিরিক্ত সংখ্যা) অক্টোবর/১১, ২০০৬ এর পঞ্চদশ অধ্যায়ে কোম্পানির মুনাফার শ্রমিকের অংশ গ্রহণ নামে একটি অধ্যায় সংযোজন করা আছে। উক্ত অধ্যায়ের ২৩৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী উল্লিখিত টাকার প্রভিশন ব্যালেন্স শীটে রাখা হয়েছে।
- শ্রম আইনের বিধান মোতাবেক কোম্পানীর কর্মচারীগণ শ্রম আইনের আওতাভুক্ত। শ্রম আইন- ২০০৬ মোতাবেক গৃহীত কার্যক্রম যথাযথ রয়েছে। শ্রম আইন ও বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক ডব্লিউপিপিএফ খাতে অর্থ স্থানান্তর করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- কোম্পানীগুলোতে কোন শ্রমিক কর্মরত নেই। কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ জাতীয় বেতন স্কেলের আওতায় বেতন ভাতা গ্রহণ করে থাকেন। তাছাড়া একমাত্র ব্যবস্থাপনা পরিচালকই ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত, এই ধরনের ব্যাখ্যা যথাযথ নয়।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক বিভিন্ন তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হলে জানানো হয়, কোন কোম্পানীতে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা একশত জন হলে, পরিশোধিত মূলধন এককোটি টাকা হলে এবং বছরের শেষে স্থায়ী সম্পদের পরিমাণ অন্যূন দু'কোটি টাকা হলে শ্রম আইন-২০০৬ এর ২৩২ ধারা অনুযায়ী কোম্পানীর মুনাফায় শ্রমিকের অংশগ্রহণ সম্বলিত পঞ্চম অধ্যায় প্রয়োগযোগ্য হবে। তাছাড়া উক্ত আইনের অনুচ্ছেদ-২৩৩ এর 'ছ' এর ৪ ও ৫ উপধারায় শিল্প সম্পর্কিত কাজকর্ম বলতে "তেল এবং গ্যাস মিশ্রণ, পরিশোধন বা শোধনসহ খনি তেল কুপ বা খনিজ মজুদের অন্যান্য উৎসে কাজ; তেল অথবা গ্যাস বিতরণ ও বিপণন" কে বুঝাবে। রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিঃ কর্তৃক আলোচ্য শ্রম আইনের উপরোক্ত ধারাসমূহ যথাযথ পূরণ করে কোম্পানির নির্ণীত বার্ষিক নীট লাভের ৫% অর্থ শ্রমিক অংশীদারিত্ব তহবিলে স্থানান্তরপূর্বক যোগ্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে। কোম্পানীগুলোতে ওয়েজ বোর্ডের আওতায় বেতন গ্রহনকারী কোন শ্রমিক কর্মরত নেই বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৫-০৭-২০১২ খ্রিঃ, ১৯-০৯-২০১২ খ্রিঃ ০১-১০-২০১২ খ্রিঃ, ১৮-১০-২০১২ খ্রিঃ এবং ০৭-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ২৯-১১-২০১২ খ্রিঃ কেজিডিসিএল এর জবাব মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পাওয়া যায়। জবাবে উল্লিখিত Vendor Agreement সম্পন্ন হওয়ার পর নিরীক্ষা আপত্তিতে বর্ণিত চূড়ান্ত হিসাব সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ পুনঃ জবাব প্রদানের জন্য কোম্পানিকে বলা হয়েছে। ১৭-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখে জিটিসিএল এর জবাব পাওয়া যায়, কিন্তু উক্ত অনুচ্ছেদের কোন জবাব প্রদান করেনি। ১৪-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোং লিঃ, ১৬-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডের, ১৩/১১/২০১২ খ্রিঃ তারিখে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস্ লিঃ, ১২-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এ্যান্ড প্রোডাকশন কোং লিঃ, ১৪-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোং লিঃ, ২৩-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোং লিঃ, ২২-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোং লিঃ এর এর জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ ধারা ২৩২ ও ২৩৩ অনুযায়ী কোম্পানীর মুনাফায় শ্রমিকের অংশগ্রহণ অত্র কোম্পানীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। জবাব গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ ৫ম জাতীয় সংসদের পিএ কমিটির সিদ্ধান্ত রয়েছে সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত পে-কমিশন/মজুরী বোর্ডের সুপারিশ বহির্ভূত কোন আর্থিক সুবিধা প্রদানের সুযোগ নেই।
- অনিয়মিতভাবে জাতীয় বেতন স্কেলভুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের মধ্যে কোম্পানীর মুনাফায় শ্রমিকের অংশগ্রহণ তহবিল বন্টন করায় জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত অর্থ গ্রহণকারী ব্যক্তিগণের নিকট হতে আদায় এবং কোম্পানীর মুনাফা হতে কোম্পানীর মুনাফায় শ্রমিকের অংশগ্রহণ তহবিলে বিপুল পরিমাণ অর্থ স্থানান্তরপূর্বক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে বন্টনের বিধি বহির্ভূত প্রক্রিয়া অবিলম্বে বন্ধ করা আবশ্যক। তাঁছাড়া সরকারের অনুমোদন গ্রহণ না করে নিজস্ব সিদ্ধান্তে শ্রম আইনের ভুল ব্যাখ্যা করে প্রতি বছর কোম্পানীর কোটি কোটি টাকা সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে সর্বনিম্ন পর্যায় পর্যন্ত বিতরণের বিষয়টি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে যাচাইপূর্বক দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ - ০২।

শিরোনাম ঃ GPSA (Gas Purchase And Sales Agreement) নীতিমালা অনুসরণ না করে গ্যাসের মূল্য পরিশোধ করায় ক্ষতি ৩৬২,৪০,৬৯,৮৩৩ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) ঢাকা এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব ২২-০১-২০১২ খ্রিঃ হতে ০৫-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে শেভরণ বিবিয়ানা, শেভরণ জালালাবাদ গ্যাস ক্ষেত্রের সেলস ইনভয়েস, ব্যাংক রেমিটেন্স এ্যাডভাইস, GPSA পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- **GPSA (Gas Purchase And Sales Agreement)** নীতিমালা অনুসরণ না করে গ্যাসের মূল্য পরিশোধ করায় ক্ষতি ৩৬২,৪০,৬৯,৮৩৩ টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট " খ " এ দেয়া হলো)।
- GPSA অনুযায়ী Quality Gas না হওয়া সত্ত্বেও GPSA শর্ত অনুসরণ না করে গ্যাসের বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- GPSA এর Appendix-১ অনুযায়ী Quality Specification for Gas শেভরণ বিবিয়ানা এবং শেভরণ জালালাবাদের সরবরাহকৃত গ্যাস GTCL এর Certification অনুযায়ী Quality Gas নয়।
- GPSA এর Appendix-১ অনুযায়ী সরবরাহকৃত গ্যাসে Liquifible Hydrocarbon এর পরিমাণ সর্বোচ্চ ২ gallon/mmscf গ্রহণযোগ্য।
- মে/২০১১ মাসের গ্যাস বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে নোট অনু-২৪৯ এ উল্লেখ আছে যে, Gas Analysis Report এর ০১-০১-২০০৯, ১০-০১-২০০৯ ও ২০-০১-২০০৯ তারিখ অনুযায়ী Liquifible Hydrocarbon এর পরিমাণ যথাক্রমে ১৭২, ১৯০ ও ১৮৪ gallon/mmscf. সুতরাং GPSA এর ধারা ১৫.৩ অনুযায়ী গ্যাসের মূল্য ১৫% হ্রাস হবে।
- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ GPSA এর শর্ত অনুসরণ না করে অর্থাৎ শেভরণ জালালাবাদ ও বিবিয়ানার গ্যাস Quality Gas না হওয়া সত্ত্বেও ১৫% মূল্য কর্তন না করে সমুদয় অর্থ পরিশোধ করায় সরকারের ৩৬২,৪০,৬৯,৮৩৩ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক কোন জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- GPSA অনুযায়ী Quality Gas না হওয়া সত্ত্বেও GPSA শর্ত অনুসরণ না করে গ্যাসের বিল পরিশোধ করায় প্রতিষ্ঠান/ দেশের আর্থিক ক্ষতি করা হয়েছে।
- অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৩-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। কোন জবাব পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৯-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- উক্ত ক্ষতির জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করে ক্ষতির সমুদয় অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৩।

শিরোনাম ঃ দরপত্রের Specification বহির্ভূত অচল জেনারেটর সরবরাহ নেয়ায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ১,৫৩,৩১,৭৩৬ টাকা।

বিবরণ ঃ

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ, চিকনাগুল, সিলেট এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব ১৫-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ১৮-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে, দরপত্র,কার্যাদেশ, ও ফাইলে উপস্থাপিত মন্তব্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে,

- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ উদাসীনতা ও দায়িত্বহীনতা প্রদর্শনপূর্বক দরপত্রের Specification বহির্ভূত অচল জেনারেটর সরবরাহ নেয়ায় প্রতিষ্ঠানের বর্ণিত ক্ষতি হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট " গ " এ দেয়া হলো)।
- বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, বিয়ানীবাজার গ্যাস ফিল্ডের জন্য ৩৫০-৪০০ অশ্ব শক্তি ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাস জেনারেটর সরবরাহের লক্ষ্যে প্রথমে স্থানীয়ভাবে দরপত্র ২০/১০/২005 খ্রিঃ আহবান করা হয়। দরপত্রে ০১ জন মাত্র দরদাতা দরপ্রস্তাব দাখিল করেন এবং দাখিলকৃত দর প্রাক্কলিত দর হতে বেশী হওয়ায় মূল্যায়ন কমিটি উহা বাতিল করে আন্ত-র্জাতিক দরপত্র আহবানের পক্ষে মত প্রকাশ করে। পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক দরপত্র ০৪/০১/২০০৬ খ্রিঃ আহবান করা হয় এবং ০৪ জন দরদাতা দরপত্র দাখিল করেন। মূল্যায়ন কমিটি সর্বনিম্ন দরদাতা M/S Countryman Power System Pvt. LTD. Singapore কে কার্যাদেশ প্রদানের লক্ষ্যে মত প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য,সর্বনিম্ন দরদাতা ৩৬০ অশ্ব শক্তি ক্ষমতাসম্পন্ন জেনারেটর Installation, Tie in, Commissioning and Testing সহ সরবরাহ করতে মোট ১,৪২,১৭,৬৯৪ টাকার দর দাখিল করেন।
- সর্বনিম্ন দরদাতা M/S Countryman Power System Pvt. LTD. ২৪/০৫/২০০৬ কার্যাদেশ পাওয়ার পর নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে জেনারেটর সরবরাহে অপারগতা প্রকাশ করে বার বার সময় বর্ধিত করতে থাকে এবং কর্তৃপক্ষও বারবার সময় অনুমোদন করতে থাকেন। পরবর্তীতে ঠিকাদার ২২/১১/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে পত্র মারফত জানায় যে জেনারেটরটি shipment করার সময় ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং মেরামতের জন্য সময়ের প্রয়োজন জানিয়ে পুনরায় সময় বর্ধিত করার জন্য আবেদন করেন। M/S Countryman Power System Pvt. LTD. বিভিন্ন কৌশল ও প্রতারণার পর পরিশেষে পুরাতন অচল জেনারেটর Shipment করে। Purchese Order এর ৩৬ নং শর্তে উল্লেখ করা হয়েছে যে জেনারেটরটি চট্টগ্রাম বন্দরে পৌছার পর ক্রেতা তার নিজ খরচে ক্রয়কৃত জেনারেটরের গুনগত মান নিশ্চিত হওয়ার জন্য এজেন্ট নিয়োগের মাধ্যমে শিপমেন্টের পূর্বে অথবা চূড়ান্ত গন্তব্যস্থলে পৌছার পর প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য অধিকার সংরক্ষণ রাখেন। সে অনুযায়ী inspection করার কথা। কিন্তু তা না করে স্থানীয় এজেন্ট এর সুপারিশে ঠিকাদার কে তার দাখিলকৃত ৮০% বিল পরিশোধ করা হয়।
- Inspection ছাড়াই জেনারেটরটি বন্দর হতে খালাস করে বিয়ানীবাজার ফিল্ডে আনা এবং লোকাল এজেন্টসহ জেনারেটর Installation, Tie in , Commissioning and Testing এর কাজ শুরু করে। উল্লেখ্য যে, জেনারেটরটি ফিল্ডে পৌছার পর প্রতিষ্ঠানের ইঞ্জিনিয়ারগণ জেনারেটর পরীক্ষা করে জেনারেটরটি ৪ পোল এর স্থলে ৩ পোল বিশিষ্ট দেখতে পান। তাছাড়া জেনারেটরটিতে অনেক ত্রুটি থাকায় ইহা চালু হবে কি না তা নিয়ে তারা সন্দেহ পোষণ করেন । ঠিকাদারের বিশেষজ্ঞ দলও জেনারেটরটি চালু করতে ব্যর্থ হয় এবং চালু না করে স্থান ত্যাগ করেন।
- পরবর্তীতে কর্তৃপক্ষ জেনারটরটি চালু করার জন্য ঠিকাদারের সাথে যোগাযোগ করেন। কিন্তু ঠিকাদার আর কোন যোগাযোগ না করায় তার P.G ১৯/১১/২০০৮ খ্রিঃ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে নগদায়ন করা হয়।
- সরবরাহকৃত অচল জেনারেটরটি সচল করার জন্য কর্তৃপক্ষ পুনরায় দরপত্র আহবান করেন। দরপত্রে সর্বনিম্ন দরদাতা M/s Nirman Associate Limited, Dhaka এবং BTRC, BUET এর বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে জেনারেটরটি Commissioning, Testing এর কাজ সম্পন্ন করে জেনারেটরটি চালু করে যাতে ব্যয় হয় সর্বমোট (৩০,০১,১৪৪+৯,৫৭,৭৯২) বা ৩৯,৫৮,৯৩৬ টাকা।
- জেনারেটরটি কিছুদিন চলার পর পুনরায় নষ্ট হয়ে যায়। নিরীক্ষাদল কর্তৃক বিয়ানী বাজার ফিল্ড পরিদর্শনকালে জেনারেটরটি বন্ধ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখতে পায়। কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে জানা যায় যে, জেনারেটরটি চালু হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।
- দরদাতা জেনারেটর সরবরাহে অপারগতা, বারবার সময়বর্ধন, Shipment করার আগে জেনারেটর ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার কথা জেনেও উহা মেরামতের পর সরবরাহ নিতে সম্মতি জ্ঞাপন করা ইত্যাদি কার্যকলাপ কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা ও দায়িত্বহীনতার পরিচায়ক।

- তাছাড়া এত ব্যর্থতার পরও সরবরাহকারীকে কালো তালিকাভূক্ত না করে এখনও বিভিন্ন কাজের দরপত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে বিধি বহির্ভূতভাবে আনুকূল্য প্রদর্শন করা হচ্ছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন রিপোর্টে উক্ত জেনারেটরটির কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল না। বিরূপ মতামত পাওয়া যায়নি। তাই এলসি, মূল্যের ৮০% অর্থ সরবরাহকারীকে প্রদান করা হয়েছে। ক্রয়াদেশে ইনস্টলেশন, কমিশনিং এবং টেস্টিং এর পর জেনারেটরটি গ্রহণের শর্ত থাকায় চট্টগ্রাম বন্দরে ইন্সপেকশন করানো হয়নি। বিটিআরসি বিশেষজ্ঞ এর সহযোগিতায় জেনারেটরটি চালু করার পর কোম্পানীর কমিটি কর্তৃক গ্রহণ করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- প্রতিষ্ঠানের জবাব বাস্তব অবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। কারণ জেনারেটরটি Shipment এর পূর্বে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার কথা জানার পরও উহা ইনস্টলেশন, কমিশনিং এবং টেস্টিং না করে মূল্যের ৮০% পরিশোধ করা এবং নতুন জেনারেটরের মূল্যে মেরামতকৃত/পুরাতন জেনারেটর সরবরাহ নেয়ার সিদ্ধান্ত কোন অবস্থাতেই সুচিন্তিত এবং সুবিবেচনাপ্রসূত ছিলনা।

  সর্বোপরি জেনারেটরটি চালু না করে সরবরাহকারীর লোকজনকে স্থান ত্যাগ করার সুযোগ দেয়া এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক নথির নোটাংশে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জেনারেটরটি ৩ পোল বিশিষ্ট কিন্তু কোম্পানীর স্পেসিফিকেশনে ছিল ৪ পোল বিশিষ্ট। এছাড়াও জেনারেটরটি হালকা মানের ছিল। নথির নোটাংশে পৃষ্ঠা-৪৩ অনুঃ ২১২ হতে দেখা যায় যে, প্রি-শিপমেন্টের লোকজন খ্রীস্টমাস এবং নববর্ষের ছুটিতে থাকায় প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন করা হয়নি। কাজেই অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব সঠিক নয়। এত কিছুর পরও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে কালো তালিকাভূক্ত না করে এবং আমদানির সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করে জেনারেটরটি চালু করার জন্য পুনরায় দরপত্র আহবান করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত জেনারেটরটি কিছু দিন চলার পর বন্ধ হয়ে যায়।

- অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৩-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। কোন জবাব পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৮-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ১৩-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয়েছে যে Pre-shipment Inspection রিপোর্টের কপি এবং জেনারেটরের সর্বশেষ অবস্থা উল্লেখ পূর্বক পুনঃজবাব দেয়ার জন্য কোম্পানিকে বলা হয়েছে। জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ জেনারেটরটি shipment এর পূর্বে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার কথা জানার পর ইনস্টলেশন, কমিশনিং এবং টেস্টিং না করে মূল্যের ৮০% পরিশোধ করা হয়। এছাড়া সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে কালো তালিকাভূক্ত না করে এবং আমদানির সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করে জেনারেটরটি চালু করার জন্য পুনরায় দরপত্র আহবান করা হয়, যা অনিয়ম।

নিরক্ষার সুপারিশ ঃ

- বিষয়টি তদন্ত পূর্বক দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে ক্ষতির অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচেছদ- ০৪।

শিরোনাম ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে ০২ (দুই) মাসের মূল বেতনের সমান উৎসাহ বোনাস প্রদানের পর আবার সম্মানী ভাতা পরিশোধ করায় ক্ষতি ২,৩৭,৪৭,১৪৯ টাকা ।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিঃ, বি-বাড়ীয়া এর ২০১০-১১ অর্থ বছরের হিসাব ১৫-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ২৫-০৬ ২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে প্রতিষ্ঠানের খরচের লেজার , বোনাস ও সম্মানী প্রদানের ভাউচার পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে ০২(দুই) মাসের মূল বেতনের সমান উৎসাহ বোনাস প্রদানের পর আবার বিধি বহির্ভূতভাবে সম্মানী ভাতা পরিশোধ করায় বর্ণিত ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত পরিশিষ্ট **“ ঘ ”** তে দেয়া হলো।

- সংজ্ঞা অনুযায়ী সম্মানী ভাতা হলো কোন শ্রমসাধ্য বা বিশেষ দক্ষতা বিশিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য দেয় পারিশ্রমিক বা ভাতা। এরূপ বিশেষ কাজের জন্য যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সম্পৃক্ত থাকবেন কেবলমাত্র তারাই উক্ত ভাতা প্রাপ্য হবেন। যারা উক্ত কাজে সম্পৃক্ত নন তারা সম্মানী ভাতা প্রাপ্য হবেন না । বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী কর্তৃক বিশেষ কাজের জন্য সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে দুই মাসের মূল বেতনের সমান উৎসাহ বোনাস প্রদান করার পরও পুনরায় সম্মানী ভাতা প্রদানের কোন অবকাশ নেই।
- কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে ২ মাসের মূল বেতনের সমান উৎসাহ বোনাস প্রদান করার পরও অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে আবার সম্মানী ভাতা প্রদান করায় কোম্পানীর আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ২,৩৭,৪৭,১৪৯ টাকা ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, ০২-০৮-২০১০ খ্রিঃ, ০৭-১০-২০১০ খ্রিঃ এবং ০৬-০২-২০১১ খ্রিঃ তারিখের বোর্ড সভার ৫০৯, ৫১৩ ও ৫১৮ এর সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সম্মানী ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- এ ধরনের আর্থিক সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন প্রয়োজন।
- অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৭-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। কোন জবাব পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৮-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও সন্তোষজনক কোন জবাব পাওয়া যায়নি। ১৬-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, বিজিএফসিএল এর নিজস্ব লোকবল দ্বারা প্রকল্প বাস্তবায়ন করায় আর্থিক সাশ্রয় হয়েছে। বোর্ড কর্তৃক কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে ২১ দিনের মূল বেতনের সমপরিমাণ সম্মানী প্রদান করা হয়েছে। উৎসাহ বোনাস প্রদানের পরও অতিরিক্ত সম্মানী প্রদান করায় জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত অর্থ গ্রহণকারী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ০৫।

শিরোনাম ঃ চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী মেসার্স লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিঃ এর নিকট থেকে তাপ উৎপাদন বাবদ এডজাস্টেড চার্জ (Adjusted Charge) আরোপ/আদায় না করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ৬,৬৫,০২,৩৮০ টাকা ।

বিবরণ ঃ

জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিঃ, সিলেট এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব ১৫-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ১১-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে চুক্তিপত্র এবং সংশ্লিষ্ট নথি হতে দেখা যায় যে,

- অনিয়মিতভাবে চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী মেসার্স লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিঃ এর নিকট থেকে তাপ উৎপাদন বাবদ এডজাস্টেড চার্জ (Adjusted Charge) আরোপ/আদায় না করায় প্রতিষ্ঠানের বর্ণিত ক্ষতি হয়েছে।
- জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিঃ এবং আঞ্চলিক বিতরন কার্যালয় ছাতক, সুনামগঞ্জ এর শিল্প শ্রেণীর গ্রাহক মেসার্স লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিঃ এর মধ্যে ১৯ জানুয়ারী ২০০৩ খ্রিঃ তারিখে গ্যাস বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হয়। লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিঃ এর সংলগ্ন স্থানে CMS (Customer Metering Station) স্থাপন করে অক্টোবর ২০০৬ হতে গ্যাস সরবরাহ শুরু করা হয়। চুক্তিপত্রের ধারা ৮(ক) তে উল্লেখ করা হয়েছে প্রকৃত তাপ উৎপাদন ক্ষমতা প্রতি Standard ঘনফুটে ৯২৫ BTU (British Thermal Unit) এবং এর মান প্রতি Standard ঘনফুটে ২৫ BTU কমবেশী হতে পারে। তাপ উৎপাদন ক্ষমতার মান Standard ক্যালরি মিটারের মাধ্যমে পরিমাপ করা হবে। উক্ত মান ৯০০ BTU থেকে ৯৫০ BTU হলে সপ্তাহে একবার এবং ৯৫০ BTU এর বেশী হলে প্রতিদিন পরিমাপ করতে হবে ।
- গ্যাসের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে সম্পাদিত চুক্তিপত্রের ধারা ৩.৪ এ বর্ণিত আছে। ধারা ৮.১(ক) অনুসারে নির্ণীত প্রকৃত তাপ উৎপাদনের পরিমাণ ৯০০ BTU হতে ৯৫০ BTU এর মধ্যে থাকলে প্রতি Standard ঘনফুটে গ্যাসের মূল্য সমন্বয়যোগ্য হবে না। ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারী, মার্চ এবং এপ্রিল মাসে প্রকৃত তাপ উৎপাদনের পরিমাণ ৯৫০ BTU থেকে বেশী হওয়ায় যথাক্রমে ৬,৮৩,৯১৫ টাকা, ১৭,৭৫,০৩৬ টাকা এবং ৮,৬৬,১৬৮ টাকা অতিরিক্ত বিল তাপ উৎপাদনের বিপরীতে আদায় করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে তাপ উৎপাদন বাবদ এডজাস্টেড চার্জ আরোপ/আদায় করার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তাপ উৎপাদনের পরিমাণ যন্ত্র নষ্ট থাকলে (এতদসংশিষ্ট তথ্যাদি পাওয়া যায়নি) সেক্ষেত্রে পূর্ববর্তী মাসের গড় হিসাব করে এডজাস্টেড চার্জ নেয়া যেত (যেমন ৫১ মেগাওয়াট বিদুৎ কেন্দ্রে গড় হিসাব করে এডজাস্টেড চার্জ নেয়া হচ্ছে)। এক্ষেত্রে উল্লিখিত ৩ মাসের গড় বিলের পরিমাণ দাড়ায় ১১,০৮,৩৭৩ টাকা। ফলে মে/২০০৭ হতে এপ্রিল/ ২০১২ পর্যন্ত ৬০ মাসের এডজাস্টেড চার্জ বাবদ প্রতিষ্ঠানের (১১,০৮,৩৭৩×৬০) অর্থাৎ ৬,৬৫,০২,৩৮০ টাকা ক্ষতি হয়েছে। এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরবরাহকৃত নথিটি অসম্পূর্ণ এবং বিস্তারিত তথ্যাদি পাওয়া যায়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, গ্যাস সেল্‌স এগ্রিমেন্ট (GSA) অনুযায়ী লাফার্জ সুরমা সিএমএস-এ গ্যাসের হিটিং ভ্যালু পরিমাপ এবং গ্যাস বিলিং এর জন্য স্থাপিত ক্রোমটোগ্রাফ এবং ফ্লো-কম্পিউটার এ ত্রুটি দেখা দেয়ায় তা মেরামতের পর গ্যাস ক্রোমটোগ্রাফ হতে প্রাপ্ত হিটিং ভ্যালু GSA এর শর্তানুযায়ী ৯০০-৯৫০ BTU এর মধ্যে থাকায় হিটিং ভ্যালু এডজাস্টমেন্ট এর প্রয়োজন হয়নি। পরবর্তীতে যন্ত্রটিতে পুনরায় ত্রুটি দেখা দেয়ায় তা সচল করার উদ্যোগ অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- যন্ত্রটি কত তারিখ হতে কত তারিখ পর্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ ছিল তা উল্লেখ করা হয়নি। ত্রুটি মেরামতের পর হিটিং ভ্যালুর মান ৫-৬ মাস ৯০০-৯৫০ BTU এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এক্ষেত্রেও সুনির্দিষ্ট তারিখ এবং প্রমাণক উপস্থাপন করা হয়নি। প্রতিষ্ঠানটিতে ২০০৬ সালের অক্টোবর মাসে গ্যাস সরবরাহ শুরু হলেও মাত্র ৩(তিন) মাস এডজাষ্টমেন্ট চার্জ আরোপ করা হয়েছে যা অস্বাভাবিক। গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রটি কয়েক বৎসরের মধ্যে মাত্র কয়েকমাস চালু থাকার বিষয়টি সন্দেহজনক।

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৩-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। কোন জবাব পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৮-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ১৪-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয়েছে যে নিরীক্ষা আপত্তির আলোকে প্রমাণকসহ পুনঃজবাব প্রদানের জন্য কোম্পানীকে বলা হয়েছে কিন্তু অদ্যাবধি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কোম্পানীর জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তি অনুযায়ী দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা এবং ভবিষ্যতে হিটিং ভ্যালু এডজাষ্টেড বিল তৈরীর বিষয়টি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৪—

অনুচ্ছেদ- ০৬।

শিরোনাম ঃ পেট্রোবাংলার পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদিত নীতিমালা উপেক্ষা করে সিএনজি গ্রাহকদের নিকট থেকে নির্ধারিত নিরাপত্তা জামানত আদায় না করায় ক্ষতি ৪২,১৪,২৪,৮৩৯ টাকা।

বিবরণ ঃ

জালালাবাদ গ্যাস টি এ্যান্ড ডি সিস্টেম লিঃ এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব ১৫-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ১১-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে এবং বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ, চাঁপাপুর, কুমিল্লা এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব ১৫-০৪-২০১২খ্রিঃ হতে ১১-০৬-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে শিল্প ও বাণিজ্যিক এবং সিএনজি গ্রাহকদের জামানত আদায় সংক্রান্ত নথি হতে দেখা যায় যে,

- পেট্রোবাংলা পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদিত নীতিমালা উপেক্ষা করে সিএনজি ফিলিং ষ্টেশন গ্রাহকদের নিকট থেকে নির্ধারিত নিরাপত্তা জামানত আদায় না করায় বর্ণিত ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট **"৬/১ ও ৬/২"** এ দেয়া হলো)।
- বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) এর ১৮-০৫-২০০৮ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-৪১.০১.১১(৩) /২৭৪ হতে দেখা যায় যে, ১২-০৫-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত পেট্রোবাংলার পরিচালনা পর্ষদের ৩৮৪তম সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, গ্যাসের ট্যারিফ একবারে বা একাধিকবারে ক্রমপুঞ্জিভূতভাবে (CUMMULATIVE) ১০% বা এর অধিক বৃদ্ধি পেলে তৎপ্রেক্ষিতে যে তারিখ হতে ট্যারিফ বৃদ্ধি পাবে সেই তারিখের পরবর্তী ৪৫ দিনের মধ্যে নতুন হারে জামানত পুনঃনির্ধারণ করতঃ উহার চাহিদাপত্র গ্রাহকের নিকট সরবরাহ করতে হবে এবং তা পরবর্তী সর্বোচ্চ ৬(ছয়) মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ সমান ২(দুই) কিস্তিতে আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- নিরাপত্তা জামানত নির্ধারণের ফর্মূলা হল ঃ নিরাপত্তা জামানত (টাকা) = মাসিক অনুমোদিত লোড × গ্যাস ট্যারিফ রেট (টাকা/ঘনমিটার) × মাস (ভাড়াকৃত স্থানে হলে ৩মাস)।
- কিন্তু পেট্রোবাংলা কর্তৃক বাণিজ্যিক/শিল্প গ্রাহকদের ট্যারিফ আগস্ট/০৯ হতে এবং সিএনজি গ্রাহকের ট্যারিফ সেপ্টেম্বর/১১ হতে বৃদ্ধি করা হলেও বর্ণিত গ্রাহকদের নিকট হতে অতিরিক্ত নিরাপত্তা জামানত আদায় না করায় প্রতিষ্ঠানগুলোর বিপুল পরিমাণ টাকা ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে এবং এর মাধ্যমে পেট্রোবাংলার সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে ১মে ২০১১ রাত ১২ টার পর হতে বর্ধিত ট্যারিফ নির্ধারণ করার পরও সিএনজি ষ্টেশনগুলোর নিকট থেকে বর্ধিত জামানত আদায় করা হয়নি। যা প্রকারান্তরে প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শনের শামিল।
- পরিচালনা পর্ষদের উল্লিখিত সিদ্ধান্তের ক্রমিক নং ৭.১.৪ এ সিএনজি শ্রেণীর গ্রাহকের জন্য বিল ইস্যুর তারিখ হতে পরবর্তী ২০(বিশ) দিনের মধ্যে গ্যাস বিল পরিশোধ ও অন্যান্য পাওনা পরিশোধ না করলে বিনা নোটিশে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার কথা থাকলেও এক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি।
- এভাবে জালালাবাদ গ্যাস টি এ্যান্ড ডি সিস্টেম লিঃ এর ২২,৫৪,৮৩,১২৫ টাকা এবং বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ এর ১৯,৫৯,৪১,৭১৪ টাকা মোট (২২,৫৪,৮৩,১২৫+১৯,৫৯,৪১,৭১৪) বা ৪২,১৪,২৪,৮৩৯ টাকা অনাদায়ী বা বকেয়া রয়েছে যা ক্ষতির শামিল।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তৎক্ষণিক জবাবে জালালাবাদ গ্যাস টি এ্যান্ড ডি সিস্টেম লিঃ কর্তৃক পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে মর্মে জানানো হলেও বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ কর্তৃক কোন জবাব প্রদান করা হয়নি ।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৩-০৯-২০১২ খ্রিঃ ও ১২-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। কোন জবাব পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৮-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা

সরকারি পত্র জারি করা হয়। ১৪-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয়েছে যে পুনঃনির্ধারিত লোড অনুযায়ী সমুদয় নিরাপত্তা জামানত আদায়পূর্বক পুনঃজবাব প্রদানের জন্য কোম্পানীকে বলা হয়েছে । অদ্যাবধি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কোম্পানীর জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত নিরাপত্তা জামানত অনতিবিলম্বে আদায় করা অথবা দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ- ০৭।

শিরোনাম ঃ বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের ব্যত্যয় ঘটিয়ে অবৈধ গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পাওনা এককালীন পরিশোধ ব্যতিরেকে গ্যাস পুনঃসংযোগ প্রদান করায় সংস্থার ক্ষতি ১,৪৪,০৫,৭২৫ টাকা।

বিবরণ ঃ

তিতাস গ্যাস টি এ্যান্ড ডি কোং লিঃ, কাওরান বাজার, ঢাকা এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব ২২-০১-২০১২ খ্রিঃ হতে ২৬ ০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে জোবিঅ (জোনাল বিক্রয় অফিস) জয়দেবপুর, চন্দ্রা, গাজীপুর এর গ্যাস সংযোগ, পুনঃ সংযোগ সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত বহির্ভূতভাবে অবৈধ গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পাওনা এককালীন পরিশোধ ব্যতিরেকে গ্যাস পুনঃসংযোগ প্রদান করায় সংস্থার বর্ণিত ক্ষতি হয়েছে।
- বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, মিটারে অবৈধ হস্তক্ষেপের কারণে থার্মেক্স ট্রেড লিঃ (গ্রাহক সংকেত নং- ৭৩২০৯৯২/৮৩২০৯৯২) এর গ্যাস সংযোগটি ১৭-০৮-২০১০ খ্রিঃ তারিখে বিচ্ছিন্ন করা হয়। এছাড়াও ২৯-০৪-২০১০ খ্রিঃ তারিখে কম্প্রেসার রানে ইভিসি মিটার প্রতিস্থাপনের কারণে কারখানা হতে অপসারিত মিটার পরীক্ষান্তে মিটারের ইনডেক্স কভারের উপর আচড়ের দাগ এবং ইনডেক্স কভারের পিছনে ছিদ্র পাওয়ায় অতিরিক্ত বিল বাবদ ৩২,৭৪,৪২০ টাকা, জরিমানা বাবদ ১৬,৩৭,২১০ টাকা, ক্ষতিগ্রস্থ ৩টি মিটারের মূল্য বাবদ ৫,৩৮,৮৪৬ টাকা এবং বকেয়া গ্যাস বিল (জুলাই/১০, ফেব্রুয়ারী/১১, মার্চ/১১) ২৯,০১,৩৭৪ টাকাসহ মোট আদায়যোগ্য ৯১,৮৩,৩৫৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়।
- ৫৯৯ তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত ছিল, যে সকল গ্রাহকের সংযোগ অবৈধ গ্যাস ব্যবহারের কারণে বিচ্ছিন্ন করা হবে, তাদেরকে পুনঃসংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে সমুদয় পাওনা অর্থ এককালীন আদায়পূর্বক পুনঃসংযোগ প্রদান করতে হবে। কিন্তু উক্ত সিদ্ধান্তের ব্যত্যয় ঘটিয়ে বকেয়া গ্যাস বিল, অতিরিক্ত বিল ও জরিমানার ৫০% তাৎক্ষণিক ও বাকী বকেয়া ৬(ছয়) টি সমমাসিক কিস্তিতে এবং ব্যাংক গ্যারান্টি ১ (এক) মাসের মধ্যে পরিশোধের শর্তে গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ ২০-০৯-২০১০ খ্রিঃ তারিখে পুনঃসংযোগ প্রদান করা হলেও গ্রাহক কিস্তিও ব্যাংক গ্যারান্টি অদ্যাবধি প্রদান করেনি।
- বর্তমানে গ্রাহকের নিকট গ্যাস বিল বকেয়া কম্প্রেসার রান (জুলাই/১০, এপ্রিল/১১ হতে জুলাই/১১) ৪১,৬৭,০৭৮ টাকা, জেনারেটর রান (৬/১০, ০২/১১ হতে ০৭/১১) ৪,৬৯,৬৩৫ টাকা; কম্প্রেসার রানে-ব্যাংক গ্যারান্টি ৬৭,০৪,২৫০ টাকা (বর্তমান ট্যারিফ রেট অনুযায়ী) জেনারেটর রান নগদ জামানত ২৩,৫০০ টাকা, ব্যাংক গ্যারান্টি ৪৬,৬০০ টাকা, অতিরিক্ত বিল বাবদ ১৬,৩৭,২০৬ টাকা, জরিমানা বাবদ ৮,১৮,৬০৯ টাকা এবং মিটারের মূল্য বাবদ ৫,৩৮,৮৪৭ টাকাসহ সর্বমোট ১,৪৪.০৫,৭২৫ টাকা অনাদায়ী রয়েছে। গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ অদ্যাবধি চালু রয়েছে এবং অনাদায়ী টাকা আদায়ের কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে অডিটি প্রতিষ্ঠান জানায় যে, বকেয়া গ্যাস বিল কিস্তির মাধ্যমে পরিশোধ করার জন্য অত্র কোম্পানির বোর্ড চেয়ারম্যান এর বরাবরে আবেদনের প্রেক্ষিতে চেয়ারম্যান বিষয়টিকে সহানুভূতির সাথে দেখার জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালককে নির্দেশ প্রদান করেন। আবিবি-গাজীপুর কর্তৃক নির্দেশিত বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নিকট উথাপন করা হলে ব্যবস্থাপনা পরিচালক সমুদয় বকেয়া বিলের ৫০% তাৎক্ষণিক আদায় এবং অবশিষ্ট বকেয়া ৬টি কিস্তিতে মাসিক বিলের সাথে এবং জামানত বাবদ ধার্যকৃত ব্যাংক গ্যারান্টি জমাদানের জন্য ১ মাস সময় প্রদান সাপেক্ষে পুনঃসংযোগ প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। গ্রাহকের নিকট বর্তমানে মিটার মূল্য বাবদ ৫,৩৮,৮৪৬ টাকা, অতিরিক্ত বিল ১৬,৩৭,২১০ টাকা, জরিমানা বিল ৮,১৮,৬০৫ টাকা, ব্যাংক গ্যারান্টি বাবদ ৬৭,০৪,২৫০ টাকা, জেনারেটর রানে নগদ ২৩,৫০০ টাকা, বিজি টাকা ৪৬,৬০০ অদ্যাবধি অনাদায়ী রয়েছে। উল্লিখিত বকেয়া আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব যথাযথ নয়। কারণ বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সংস্থার এমডি এর নির্দেশে যে সকল শর্তে পুনঃসংযোগ প্রদান করা হয়েছিল গ্রাহক সে সকল শর্ত পরিপালন না করার অর্থাৎ বকেয়ার কিস্তি ও সংশোধিত জামানত পরিশোধ না করার পরও গ্রাহকের সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করে ইচ্ছাকৃতভাবে গ্রাহককে অবৈধ আনুকূল্য প্রদান করা হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৩-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। কোন জবাব পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৭-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ২৩-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয়েছে যে নিরীক্ষা আপত্তিতে বর্ণিত অর্থ আদায়ের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক পুনঃজবাব প্রদানের জন্য কোম্পানীকে বলা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের মন্তব্যের আলোকে বকেয়া অর্থ আদায়পূর্বক অনিয়মের জন্য দায়ী ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রমাণক প্রেরণের জন্য ১৯-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হলেও অদ্যাবধি তার জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বকেয়া অর্থ জরুরীভিত্তিতে আদায়পূর্বক অনিয়মের জন্য দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহন করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ- ০৮।

শিরোনাম ঃ সিএনজি ফিলিং ষ্টেশন কর্তৃক মিটারে অবৈধ হস্তক্ষেপ করা সত্ত্বেও গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করে পুনরায় গ্যাস কারচুপি করার সুযোগ করে দেয়ায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ১,১৮,৮৪,৪৬৯ টাকা ।

বিবরণ ঃ

বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ, চাঁপাপুর, কুমিল্লা এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব ১৫-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ১১-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে মেসার্স মিয়াবাজার সিএনজি ফিলিং ষ্টেশন, মিয়াবাজার, কুমিল্লা (গ্রাহক সংকেত নং ১৬ সিএনজি-০৫) এর গ্রাহক নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে ,

- মিটারে অবৈধ হস্তক্ষেপ করা সত্ত্বেও সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করে পুনরায় মিটারে অবৈধ হস্তক্ষেপের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে গ্যাস কারচুপি করার সুযোগ করে দেয়ায় বর্ণিত ক্ষতি হয়েছে।বিস্তারিত পরিশিষ্ট " চ " এ দেয়া হলো।
- মেসার্স মিয়াবাজার সিএনজি ফিলিং ষ্টেশনের কম্প্রেসার-এ মিটার-৪"∅ নং-২৫৭২২০/২০০৯/সি/২০০৮ এ গ্যাস ইঞ্জিন-এ মিটারে ৪"∅ নং-৮০০৭৮১০২/২০০৭ স্থাপিত থাকাবস্থায় ভিজিলেন্স টীম কর্তৃক ১৫-০৬-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শনকালীন সময়ে বর্ণিত উভয় মিটারে ফ্লাঞ্জে বিজিএসএল কর্তৃক স্থাপিত সিকিউরিটি পেপার সীল ছেঁড়া ও বিজিএসএল কর্তৃক সম্পাদিত সিকিউরিটি পেপার সীল অপসারণ করে তদস্থলে ডুপ্লিকেট সীল সংযোজন করা অবস্থায় পাওয়া যায়।
- অবৈধভাবে গ্যাস কারচুপি করার কারণে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত গ্রাহকের ৯৫,১২,৭৪৬ টাকার (সিএনজি ও ক্যাপটিভ খাতে) দায়-দেনা নির্ধারণ করা হয়।
- গ্রাহক উক্ত দায়-দেনা পরিশোধ না করে ২৫-০৩-২০১০ খ্রিঃ তারিখে আদালতে মামলা দায়ের করেন। কিন্তু বাখরাবাদ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মিটারে অবৈধ হস্তক্ষেপের কারণে গ্রাহকের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা না করায় প্রায় ১০ মাস পর গ্রাহক আদালতে মামলা দায়ের করেন।
- আদালত কর্তৃক ৪ সপ্তাহের জন্য সংযোগ বিচ্ছিন্ন স্থগিত করার আদেশ ২৭-০৪-২০১০খ্রিঃ তারিখে শেষ হওয়ার পরও সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়নি। পরবর্তীতে ২৭-১০-২০১০ খ্রিঃ তারিখে ভিজিল্যান্স টীম কর্তৃক বর্ণিত সিএনজি ষ্টেশন পরিদর্শনকালে সিএনজি গ্যাস ভোগের কাজে ব্যবহৃত মিটারে অবৈধ হস্তক্ষেপের আলামত দেখতে পান এবং মিটার পরীক্ষণ পর্যবেক্ষণ কমিটি কর্তৃক মিটারে অবৈধ হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ৫টি ফ্যান ব্লেড ভেঙ্গে মিটার নষ্ট করা হয়েছে বলে মতামত প্রদান করা হয়।
- পুনরায় মিটারে অবৈধ হস্তক্ষেপের কারণে ৭৬,৭১,৭২৩ টাকার দায়-দেনা নির্ধারণ করা হয়। তন্মধ্যে ২৯-০৫-২০১১ খ্রিঃ হতে ২৬-০৪-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে ৫৩,০০,০০০ টাকা গ্রাহকের নিকট হতে আদায় করা হয়। ফলে গ্রাহকের নিকট মোট বকেয়া দাঁড়ায় (৯৫,১২,৭৪৬+৭৬,৭১,৭২৩-৫৩,০০,০০০) বা ১,১৮,৮৪,৪৬৯ টাকা যা আদায় করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক কোন জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- মিটারে অবৈধ হস্তক্ষেপ করা সত্ত্বেও সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করে পুনরায় অবৈধ হস্তক্ষেপের মাধ্যমে গ্যাস কারচুপির সুযোগ সৃষ্টির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ হওয়া প্রয়োজন।
- অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৩-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। কোন জবাব পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৮-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ০৬-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয়েছে যে মেসার্স মিয়াবাজার সিএনজি ষ্টেশনে স্থাপিত মিটারে গ্রাহক অবৈধ হস্তক্ষেপের মাধ্যমে গ্যাস কারচুপি করায় ১ম দফায় প্রযোজ্য খাত সমূহের উপর ৯৫,১২,৭৪৬ টাকা দায় দেনা আরোপ করে উক্ত অর্থ পরিশোধের জন্য গ্রাহককে পত্র দেয়া হলে গ্রাহক বর্ণিত অর্থ পরিশোধ না করে মহামান্য হাইকোর্টে রিট মামলা নং ২৩৮৫/২০১০ দায়ের করেন, যা বিচারাধীন আছে। মামলার অগ্রগতি ও অবশিষ্ট অর্থ আদায় পূর্বক পুনঃজবাব প্রদানের জন্য কোম্পানীকে বলা হয়েছে। অদ্যাবধি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কোম্পানীর জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক নিরীক্ষা কার্যালয়কে জানানো প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ-০৯ ।

শিরোনাম ঃ করপূর্ব মুনাফা থেকে বিধি বহির্ভূতভাবে Workers Participation in Profit Fund এ অর্থ স্থানান্তর করায় আয়কর কম পরিশোধজনিত রাজস্ব ক্ষতি ১,৫৭,২০,০৮৯ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এ্যান্ড প্রোডাকশন কোং লিঃ (বাপেক্স) প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব ১৫-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ০৮-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বার্ষিক প্রতিবেদন, বহিঃ নিরীক্ষকের প্রতিবেদন, চূড়ান্ত হিসাব ও অন্যান্য রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয়,

- কর পূর্ব মুনাফা থেকে বিধি বহির্ভূতভাবে ডব্লিউপিপিএফ এ অর্থ স্থানান্তর করায় কর পূর্ব মুনাফা কমে যায়। উক্ত কম মুনাফার ওপর আয়কর কম পরিশোধ করায় সরকারের বর্ণিত ক্ষতি হয়েছে।
- বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায়, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এ্যান্ড প্রোডাকশন কোং লিঃ (বাপেক্স) এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে কর পূর্ব মুনাফা দাঁড়ায় ৮৮,০৩,২৫,০০২ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর সেকশন-২ ধারা মোতাবেক উক্ত মুনাফার উপর ৩৭.৫০% হিসেবে প্রদানযোগ্য আয়কর দাঁড়ায় (৮৮০৩২৫০০২ টাকার ৩৭.৫০%) বা ৩৩,০১,২১,৮৭৬ টাকা । কিন্তু করপূর্ব মুনাফা হতে ৪,১৯,২০,২৩৮ টাকা Workers Participation in Profit Fund এ স্থানান্তরপূর্বক অবশিষ্ট অর্থের উপর আয়কর হিসাব করায় ৪,১৯,২০,২৩৮ টাকার ৩৭.৫০% হারে ১,৫৭,২০,০৮৯ আয়কর কম পরিশোধ করা হয়েছে। ফলে সরকারের ১,৫৭,২০,০৮৯ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানায় যে, শ্রমিক অংশীদারিত্ব তহবিল ও কল্যাণ তহবিল বাবদ অর্থ পরিশোধ কোম্পানীর একটি রাজস্ব ব্যয় যা কোম্পানীর বাৎসরিক আয় ব্যয় খাতে ব্যয় হিসাবে চার্জ করা হয়। তাছাড়া শ্রমিক অংশিদারিত্ব তহবিল ও কল্যাণ তহবিলে অর্থ পরিশোধ সংক্রান্ত একাউন্টিং প্রক্রিয়াটি বাংলাদেশ একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড সম্মত।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব যথাযথ নয়। কারণ একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড এর ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করা হয়নি। বরং নীট মুনাফা হতে বিধি বহির্ভূতভাবে এ অর্থ স্থানান্তরের ফলে স্থানান্তরিত অর্থের ওপর পরিশোধযোগ্য রাজস্ব হতে সরকার বঞ্চিত হওয়ার বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৩-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। কোন জবাব পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৭-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ১২-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয়েছে যে কোম্পানীর আয়কর পূর্ববর্তী নিট মুনাফার ৫% শ্রমিক অংশীদারিত্ব বিষয়টি বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর সংশ্লিষ্ট ধারার কোন লংঘন হয়নি । প্রতিষ্ঠানটি করপূর্ব মুনাফা হতে ৪,১৯,২০,২৩৮ টাকা WPPF এ স্থানান্তরপূর্বক অবশিষ্ট অর্থের উপর আয়কর হিসাব করায় সরকারকে আয়কর কম পরিশোধ করা হয়েছে। জবাব সন্তোষজনক হিসাবে বিবেচিত হয়নি কারণ, নীট মুনাফা হতে বিধি বহির্ভূতভাবে এ অর্থ স্থানান্তরের ফলে স্থানান্তরিত অর্থের উপর পরিশোধযোগ্য রাজস্ব হতে সরকার বঞ্চিত হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- নিয়ম বহির্ভূতভাবে করপূর্ব মুনাফা হতে WPPF এ অর্থ স্থানান্তরের কারণে কম পরিশোধিত আয়কর সরকারি কোষাগারে জমা করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ -১০।

শিরোনাম ঃ কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে প্রাপ্যতা বহির্ভূত ভাতাদি/আর্থিক সুবিধা প্রদানজনিত ক্ষতি ৩৪,৫১,৪৭,৬০৮ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোং লিঃ, বি-বাড়ীয়া এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোং লিঃ, কুমিল্লা এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের; বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এ্যান্ড প্রোডাকশন কোং লিঃ (বাপেক্স) এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের; তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোং লিঃ, ঢাকা এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের; মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোং লিঃ, পার্বতীপুর এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের; গ্যাস ট্রান্সমিসন কোং লিঃ, ঢাকা এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের, বড় পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোং লিঃ, পাবর্তীপুর, দিনাজপুর এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের, রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোং লিঃ, ঢাকা এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের, বাংলাদেশ তৈল গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা), ঢাকা এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের, সিলেট গ্যাস ফিল্ডস্ লিঃ, সিলেট এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের, জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিষ্ট্রিভিশিন সিস্টেম লিঃ, সিলেট এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের; কর্ণফুলী গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোং লিঃ এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের এবং পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোং লিঃ, সিরাজগঞ্জ এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব বিভিন্ন সময়ে নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ, যারা সরকার ঘোষিত বেতন স্কেল অনুযায়ী বেতন ভাতা গ্রহণ করেন, তাদেরকে বেতন স্কেল তথা প্রাপ্যতা বহির্ভূত বিভিন্ন ভাতা/ প্রান্তিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু এ সকল ভাতা/ আর্থিক সুবিধা প্রদানে প্রচলিত আর্থিক বিধি বিধান অনুসরণ করা হয়নি।
- প্রদত্ত ভাতাদি যেমন-প্রাপ্যতা বহির্ভূত ও প্রাপ্যতার অন্তর্ভুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে প্রাপ্য হার ও মূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত হার ও মূল্যে জুতা/ জুতার মূল্য প্রদান, কর্মকর্তাগণকে ধোলাই ভাতা ও পোষাক পরিচ্ছদ বাবদ নগদ অর্থ প্রদান, ফিক্সড ভাতা, ট্রান্সপোর্ট ভাতা, চা ভাতা, অপারেশন ভাতা, ফুয়েল ভাতা, ইউটিলিটি ভাতা, ডিপো ভাতা, প্রাপ্যতা বহির্ভূত যাতায়াত ও শিক্ষা ভাতা, অতিরিক্ত হারে বোনাস ও বাড়ীভাড়া ভাতা, মধ্যাহ্নভোজ (লাঞ্চ সাবসিডি) ভাতা, প্রতি বছর শ্রান্তি বিনোদন ভাতা, ছুটি ভোগ সহায়তা ভাতা, হার্ডশীপ ভাতা, কোম্পানীর খরচে বিদ্যুৎ বিল, সম্মানী ভাতা, গ্যাস/ জ্বালানী ভাতা, কর্মকর্তাগণকে বাংলো রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা, সুইপার ভাতা, ভৃত্যভাতা, চিকিৎসা ব্যয়ের নামে বিধি বহির্ভূত আর্থিক সুবিধা, খনি ভাতা, শ্রান্তি বিনোদনের জন্য বিমান টিকেটের মূল্য প্রদান, প্রাপ্যতা বহির্ভূত বকেয়া অধিকাল ভাতা ইত্যাদি বাবদ ৩৪,৫১,৪৭,৬০৮ টাকা ক্ষতি হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট **"ছ, ছ (১) - ছ (১৩)"** তে দেখানো হলো)।
- অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত বেতন স্কেলের আওতায় বেতন গ্রহণকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে বেতন স্কেলে উল্লেখ নেই এমন কোন আর্থিক সুবিধা প্রদান করতে হলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন নেয়ার বিধান থাকলেও এ সকল ভাতা/ আর্থিক সুবিধা প্রদানে অর্থ মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন নেয়া হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, কোম্পানী আইন-১৯৯৪ এর ৩ ও ৪ ধারার আলোকে কোম্পানী পরিচালনা পর্ষদকে পূর্ণ স্বায়ত্ব শাসন প্রদানের অনুমোদন দেয়া হয়। উক্ত ক্ষমতাবলে কোম্পানীর পরিচালক মন্ডলী অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত বাৎসরিক বাজেট বরাদ্দের আওতায় আলোচ্য আর্থিক সুবিধা প্রদানের অনুমোদন দিয়েছেন বিধায় উহা অনিয়মিত পরিশোধ হিসেবে গণ্য করা যায় না।
- মধ্যপাড়া কোল মাইনিং কোং জবাবে জানায় যে, অনুমোদিত পিপি এবং পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ছুটি ভোগ সহায়তা ভাতা এবং প্রতি বছর চিত্তবিনোদন ভাতাসহ অন্যান্য ভাতাদি প্রদান করা হয়েছে।
- মধ্যপাড়া কঠিন শিলা প্রকল্প, জবাবে জানান যে, খনির কাজ অত্যন্ত জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ বিধায় বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে খনি ভাতাসহ অন্যান্য ভাতা প্রদান করা হয়েছে। বাপেক্স জবাবে জানায় যে, অনিবার্য কারণ বশতঃ কোম্পানীর স্বার্থে পরিচালনা পর্ষদের ক্ষমতাবলে অধিকাল ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

- কর্ণফুলী গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোং লিঃ জবাবে জানায় যে, প্রতিষ্ঠান, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও সিবিএ এর সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তির আলোকে ছুটি ভোগ সহায়তা ভাতাসহ অন্যান্য ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- প্রতিষ্ঠানসমূহের জবাব প্রচলিত আর্থিক বিধি বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ায় গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠাসমূহ কোম্পানী আইনে পরিচালিত হলেও এগুলো সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান। তাই এ সকল প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে কোন বিশেষ সুবিধাদি প্রদান করতে হলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন নেয়া প্রয়োজন । তাছাড়া ৫ম জাতীয় সংসদের পিএ কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক এ সকল প্রতিষ্ঠানে সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত পে-কমিশন/মজুরী বোর্ডের সুপারিশ বহির্ভূত কোন আর্থিক সুবিধা প্রদানের সুযোগ নেই এবং জাতীয় বেতন স্কেলের বাইরে যে কোন আর্থিক সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন থাকা প্রয়োজন। ৭ম জাতীয় সংসদের পিএ কমিটি ও অন্য কোন সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত ৫ম সংসদের পিএ কমিটির উক্ত সিদ্ধান্ত বহাল রেখেছে। ৯ম জাতীয় সংসদের পিএ কমিটিও ৫ম ও ৭ম সংসাদের পিএ কমিটির ন্যায় মনে করে যে, বিপিসি ও পেট্রোবাংলা'র অধীনস্থ তেল ও গ্যাস সেক্টরের কোম্পানীসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে বিধি বহির্ভূত অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা প্রদানের বিষয়ে উত্থাপিত অডিট আপত্তিসমূহ যথাযথ। তাছাড়া জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিঃ কর্তৃক প্রদত্ত হার্ডশীপ ভাতা বাতিল করা হলে কর্মচারীদের পক্ষ থেকে আদালতে মামলা করা হয়। চূড়ান্ত রায়ে মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট সরকারের পক্ষে সিদ্ধান্ত প্রদান করে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং জবাব না পাওয়ার ক্ষেত্রে তাগিদপত্র দেয়া হয়। মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবের অনুরূপ জবাব প্রদান করা হয়। জবাব গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৫-০৭-২০১২খ্রিঃ, ১৯-০৯-২০১২ খ্রিঃ, ০১-১০-২০১২ খ্রিঃ, ১৮-১০-২০১২ খ্রিঃ এবং ০৭-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়।
- মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে গ্যাস ট্রান্সমিসন কোং লি: হতে ১৭-০৭-২০১২ খ্রি: তারিখে , কেজিডিসিএল হতে ২৯-১১-২০১২ খ্রি: তারিখে, রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোং লি: হতে ১৪-১১-২০১২ খ্রি: তারিখে, ১৬-১০-২০১২ খ্রি: তারিখে বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস হতে, ১৩-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ , ৬-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে বাখরাবাদ গ্যাস সিস্টেম লিঃ , ২৩-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোং লিঃ , ১২-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এ্যান্ড প্রোডাকশন কোং লিঃ , ২২-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোং লিঃ , ১৪-১১-১২ খ্রিঃ তারিখে জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোং লিঃ এর জবাব পাওয়া যায়। সকল ক্ষেত্রেই পিএ কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে মর্মে জানানো হয়। অদ্যাবধি প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে নিরীক্ষা কার্যালয়কে জানানো হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- জাতীয় সংসদের পিএ কমিটির নির্দেশনা প্রতিপালনপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ (ভাতা ও আর্থিক সুবিধা) গ্রহণকারী ব্যক্তিগণের নিকট হতে আদায় এবং প্রাপ্যতা বহির্ভূত ভাতাদি প্রদানের পূর্বে অর্থ মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করা অন্যথায় ভাতাদি প্রদান বন্ধ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ- ১১।

শিরোনাম ঃ গ্যাস সংযোগ বন্ধ থাকার পরও গ্যাস সংযোগ প্রদানকারী বিপণন বিভাগের হিসাবের চেয়ে সিডিউল অনুযায়ী অবৈধভাবে ১২,৮৬০টি চুলায় গ্যাস সংযোগ প্রদান এবং সিডিউল ও রাজস্ব বিভাগের হিসাব অনুযায়ী অবৈধভাবে গ্যাস সংযোগ প্রদান।

বিবরণ ঃ

তিতাস গ্যাস টি এ্যান্ড ডি কোং লিঃ, কাওরান বাজার, ঢাকা এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব ২২-০১-২০১২ খ্রিঃ হতে ২৬-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে মেট্রো বিক্রয়/ রাজস্ব বিভাগ-৬, (জোন-১২ ও ১৩) মিরপুর এর এমআইএস প্রতিবেদন ও সিডিউল যাচাইয়ে পরিলক্ষিত হয় যে,

- গ্যাস সংযোগ বন্ধ থাকার পরও গ্যাস সংযোগ প্রদানকারী বিপণন বিভাগের হিসাবের চেয়ে সিডিউল অনুযায়ী অবৈধভাবে ১২,৮৬০টি চুলায় গ্যাস সংযোগ প্রদান এবং সিডিউল ও রাজস্ব বিভাগের হিসাব অনুযায়ীও চুলায় অবৈধভাবে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।
- বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ১৩-০৭-২০১০ খ্রিঃ তারিখের স্বারক নং-জ্বাখসবি/উঃ-২/গ্যাস-৯/২০০৯-৮০২ অনুযায়ী উক্ত তারিখ থেকে সকল আবাসিক গ্যাস সংযোগ বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, মেট্রো ঢাকা বিপণন বিভাগের জুন/২০১১ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী উক্ত বিভাগে একক চুলা ৩৬,৯৬২টি এবং ডাবল চুলা ১,৩৩,২০০টি মোট চুলা ছিল ১,৭০,১৬২টি। কিন্তু ২০১০-২০১১ অর্থবছরের সিডিউল অনুযায়ী একক চুলা ১৭,০০৩টি এবং ডাবল চুলা ১,৬৬,০১৯টি মোট চুলা দেখা যায় ১,৮৩,০২২টি। ফলে গ্যাস সংযোগ বন্ধ থাকা ও বিপণন বিভাগের হিসাবের চেয়ে সিডিউল অনুযায়ী অবৈধভাবে (১,৮৩,০২২-১,৭০,১৬২) বা ১২,৮৬০টি চুলায় আবাসিক গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।
- সিডিউল যাচাইয়ে দেখা যায় যে, ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের একক চুলা ১৬,১৮৫টি এবং ডাবল চুলা ১,৫৯,২০৮টি মোট চুলা ছিল ১,৭৫,৩৯৩টি। ২০১০-২০১১ অর্থবছরের সিডিউল অনুযায়ী একক চুলা ১৭,০০৩টি এবং ডাবল চুলা ১,৬৬,০১৯টি মোট চুলা ১,৮৩,০২২টি। ফলে সিডিউল অনুযায়ীও দেখা যায় অবৈধভাবে (১,৮৩,০২২-১,৭৫,৩৯৩) বা ৭,৬২৯টি চুলায় আবাসিক গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।
- রাজস্ব বিভাগের এমআইএস প্রতিবেদন অনুযায়ী জুন/২০১০ মাসে একক চুলা ২০,১৪০টি এবং ডাবল চুলা ১,৪৩,৮১৪টি এবং মোট চুলা ছিল ১,৬৩,৯৫৪টি । জুন/২০১১ এর এমআইএস প্রতিবেদন অনুযায়ী একক চুলা ২০,০৯০টি এবং ডাবল চুলা ১,৪৩,৯৭৬টি মোট চুলা ছিল ১,৬৪,০৬৬টি। ফলে সংযোগ বন্ধ থাকার নির্দেশ সত্ত্বেও অবৈধভাবে আবাসিক চুলা বৃদ্ধি পেয়েছে (১,৬৪,০৬৬-১,৬৩,৯৫৪টি) বা ১১২টি।
- বিপণন বিভাগ ও রাজস্ব বিভাগের এমআইএস প্রতিবেদনে একক চুলা ও ডাবল চুলার সংখ্যার কোন মিল নেই। এতে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত দুই বিভাগের কাজের মধ্যে আন্তঃসমন্বয় নেই। তাছাড়া তিতাসের একটি বিভাগের মাত্র ০২টি জোনে অবৈধ সংযোগের এ চিত্র থেকে সহজেই অনুমান করা যাচ্ছে সারাদেশে কী বিপুল পরিমাণে অবৈধ সংযোগ দেয়া হয়েছে। তিতাসের এক শ্রেনীর অসৎ কর্মকর্তা/কর্মচারী এই অবৈধ সংযোগের সাথে জড়িত। অসৎ কর্মকর্তা/ কর্মচারীগনের সরকারী সিদ্ধান্তের পরিপন্থী এই অবৈধ কার্যকলাপের ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার বিষয়টি রহস্যজনক।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানায় যে, মিরপুর বিক্রয় বিভাগের রিপোর্ট হতে রাজস্ব বিভাগের সিডিউলে চুলা বেশী দেখানোর কারণসমূহ নিম্নরূপ-

  ক) ২০০৬ সালে সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশেষ সুযোগে অবৈধ চুলা ব্যবহারকারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে নিয়মিত করার সময় রাজস্ব বিভাগ হতে যে সকল গ্রাহকের চুলা নিয়মিতকরণ করা হয়েছে তার তথ্য বিক্রয় বিভাগের সংযোগ বিবরণীতে (এমআইএস রিপোর্টে) উল্লেখ না থাকায় রাজস্ব বিভাগের সিডিউলে সরঞ্জাম বেশী হিসাবভুক্ত করা হয়েছে যার কয়েকটি নমুনা এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

  খ) পূর্বে বিক্রয় বিভাগ হতে গ্যাস সংযোগ প্রদান করার পর নো-বার্ণার উল্লেখকৃত পাকঘরসমূহের চুলা সংযোগের বিষয়ে গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে রাজস্ব বিভাগ কর্তৃক নিয়মিত করার কারণে বিক্রয় বিভাগের এমআইএস হতে রাজস্ব বিভাগের সিডিউলে সরঞ্জাম বেশী হয়ে যায়।

গ) গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে একই পাকঘর ১(এক) ডাবল চুলার অধিক চুলা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে রাজস্ব বিভাগ হতে অনুমোদন দেয়া হত। যা বিক্রয় বিভাগের এমআইএস রিপোর্টে উল্লেখ থাকে না। সে কারণে বিক্রয় বিভাগের এমআইএস থেকে বিক্রয় বিভাগের সিডিউলে সরঞ্জাম এর পার্থক্য হয়।

ঘ) বিক্রয় বিভাগের বিগত ৪ (চার) বছরের এমআইএস প্রতিবেদন ও রাজস্ব বিভাগের উক্ত সময়ের সিডিউল পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, উপরে উল্লিখিত বিষয় সমূহের কারণে প্রথম হতে জুন, ২০০৮ পর্যন্ত সরঞ্জাম পার্থক্য ছিল ৫,৯৯৯টি, জুন, ২০০৯ পর্যন্ত পার্থক্য ছিল (৫,৯৯৯+১,৯৪২) বা ৭,৯৪১টি, জুন, ২০১০ পর্যন্ত পার্থক্য ছিল (৭,৯৪১+৫,৫৯১) বা ১৩,৫৩২, জুন, ২০১১ পর্যন্ত সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও সরঞ্জামাদি স্থায়ী বন্ধ করার কারণে পার্থক্য (১৩,৫৩২-৬৭২) বা ১২,৮৬০টি।

ঙ) ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের সিডিউল হতে ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের সিডিউলের ৭,৬২৯টি চুলা হিসাবভুক্ত করার বিষয়ে বিক্রয় বিভাগ হতে বিলম্বে প্রাপ্ত সংযোগ রিপোর্ট ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে এন্ট্রি করা হয়েছে।

চ) রাজস্ব বিভাগের জুন, ২০১০ এমআইএস রিপোর্ট অপেক্ষা জুন,২০১১ এমআইএস রিপোর্টে ১১২টি আবাসিক চুলা বৃদ্ধির বিষয়ে দেখা যায় ০১-০৭-২০১০ হতে ১৩-০৭-২০১০ (সংযোগ বন্ধের তারিখ) খ্রিঃ পর্যন্ত চুলাসমূহ এন্ট্রি করা হয়েছে বিধায় উক্ত চুলা হিসাবভুক্ত করা হয়েছে।

- অতএব, অডিট আপত্তিতে উল্লিখিত গ্যাস সংযোগ বন্ধ থাকার পরও গ্যাস সংযোগ প্রদানকারী বিপণন বিভাগের হিসাবের চেয়ে রাজস্ব বিভাগের সিডিউল অনুযায়ী অবৈধভাবে ১২,৮৬০টি চুলায় গ্যাস সংযোগ প্রদান আপত্তিটি সঠিক নয় বিধায় আপত্তিটি নিষ্পত্তি বলে গণ্য করার জন্য অনুরোধ করা হল।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জুলাই, ২০১০ মাসের ২৮০টি পাকঘরে গ্যাস সংযোগ প্রদানের তারিখভিত্তিক কোন প্রমাণক জবাবের সাথে প্রেরণ করা হয়নি। তাছাড়া অবৈধ গ্যাস সংযোগের বিষয়টি এখন সারাদেশে সর্বজনবিদিত।
- অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৩-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। কোন জবাব পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৭-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ২৩-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয়েছে যে সরকারিভাবে ২১-০৭-২০০৯ খ্রিঃ থেকে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকা সত্ত্বেও অতিরিক্ত আবাসিক গ্যাস সংযোগের ব্যাখ্যাসহ পুনঃজবাব দেয়ার জন্য কোম্পানীকে বলা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের মন্তব্যের আলোকে গ্যাস সংযোগ বন্ধ থাকার পরও গ্যাস সংযোগ প্রদানকারী বিপণন বিভাগের হিসাবের চেয়ে সিডিউল অনুযায়ী অবৈধভাবে ১২,৮৬০টি চুলায় গ্যাস সংযোগ প্রদান এবং সিডিউল ও রাজস্ব বিভাগের হিসাব অনুযায়ী ও চুলায় অবৈধভাবে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে জড়িতদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহনপূর্বক প্রমাণক প্রেরণের জন্য ১৯-০৬-২০১৩ খ্রঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- গ্যাস সংযোগ সরকারিভাবে বন্ধ থাকার পরও অতিরিক্ত আবাসিক গ্যাস সংযোগ প্রদানের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং আপত্তির আলোকে সারাদেশের অবৈধ গ্যাস সংযোগের বিষয়টি তদন্ত পূর্বক যথাযথ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২।

শিরোনাম ঃ প্রদত্ত জামানতের অতিরিক্ত গ্যাস বিল বকেয়া থাকা সত্ত্বেও সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করায় গ্যাস বিপণন নীতিমালা লঙ্ঘন এবং গ্যাস বিল অনাদায়জনিত ক্ষতি ৫১,৮৭,৪৪,৫০৫ টাকা ।

বিবরণঃ

কর্ণফুলী গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ, ষোলশহর, চট্টগ্রাম এর ২০১০-১১ অর্থ বছরের হিসাব ১৫-০৪-২০১২ খ্রিঃ থেকে ২৮-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে গ্রাহক নথি, খেলাপী গ্রাহক তালিকা এবং জামানত নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- প্রদত্ত জামানতের অতিরিক্ত গ্যাস বিল বকেয়া থাকা সত্ত্বেও সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করায় গ্যাস বিপণন নীতিমালা লংঘিত হয়েছে এবং গ্যাস বিল বকেয়া আদায় না করায় বর্ণিত অর্থের ক্ষতি হয়েছে । (বিস্তারিত পরিশিষ্ট **" জ "** এ দেয়া হলো)।
- গ্যাস বিপণন নীতিমালা ২০০৪ এর ৩.৫.২ নং অনুচ্ছেদে শিল্প গ্রাহকের ক্ষেত্রে মাসিক অনুমোদিত লোডের ভিত্তিতে নির্মিত ০৩ (তিন) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ নিরাপত্তা জামানত হিসাবে প্রতিষ্ঠানের তহবিলে জমা রাখার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ গ্যাস বিল ০৩ (তিন) মাসের বেশী বকেয়া হতে পারবে না।
- উক্ত নীতিমালার অনুঃ নং ৮.০০ এর (ক)(১) এ বিল ইস্যুর তারিখ হতে পরবর্তী ৪৫ দিনের মধ্যে গ্যাস বিল পরিশোধ ও অন্যান্য পাওনা পরিশোধ না করলে ১৫ দিনের রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে নোটিশ প্রদানপূর্বক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হবে মর্মে উল্লেখ রয়েছে।
- কিন্তু পরিশিষ্টে উল্লিখিত শিল্প গ্রাহকদের সর্বোচ্চ ৮৫ মাস পর্যন্ত গ্যাস বিল বকেয়া হওয়া সত্ত্বেও এবং জামানত এর অতিরিক্ত গ্যাস বিল বকেয়া হওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়নি। ফলে উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ হয়ে গেলে বকেয়া গ্যাস বিলের বিপুল পরিমাণ টাকা আদায় করা সম্ভব হবে না বিধায় প্রতিষ্ঠানের বিপুল পরিমাণ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানায় যে, অনাদায়ী গ্যাস বিল বাবদ উল্লিখিত টাকা আদায়ের চেষ্টা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- গ্যাস বিপণন নীতিমালা লংঘন করে বিপুল পরিমাণ গ্যাস বিল দীর্ঘদিন যাবৎ বকেয়া রাখার ব্যপারে জবাবে কোন ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৩-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। কোন জবাব পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৮-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও সন্তোষজনক কোন জবাব পাওয়া যায়নি। ২৯-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। প্রতিষ্ঠানের জবাবে জানানো হয় যে, গ্যাস বিপণন নীতিমালা অনুযায়ী লে-অফ সময়কালীন ন্যূনতম বিল প্রত্যাহারযোগ্য। এ বিষয়ে কেজিডিসিএল কর্তৃপক্ষ একটি কমিটি গঠন করেছে। কমিটির মতামত এবং কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের আলোকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মন্ত্রণালয় বকেয়া আদায়ের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছে। জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। মন্ত্রণালয় নির্দেশনা মোতাবেক বকেয়া আদায়ের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বকেয়া অর্থ সত্ত্বর আদায়ের ব্যবস্থা করা এবং ভবিষ্যতে বকেয়া গ্যাস বিল জামানতের অতিরিক্ত হওয়ার পূর্বেই গ্যাস বিপণন নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহনের বিষয়টি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩।

শিরোনাম ঃ ওয়ার্ক ওভার কাজ সম্পাদনের জন্য অনিয়মিতভাবে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে সম্মানী ভাতা বাবদ ৩,৫৮,২৯,৬৫৯ টাকা পরিশোধ।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এ্যান্ড প্রোডাকশন কোং লিঃ (বাপেক্স) প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব ১৫-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ০৮-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে ব্যাংক ও বিল ভাউচার, বোর্ড সভার কার্য- বিবরণী ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- অনিয়মিতভাবে অত্র প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে ০৬ (ছয়) টি প্রকল্পের ওয়ার্ক ওভার কাজ সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন হারে সম্মানী ভাতা বাবদ বর্ণিত অর্থ অনিয়মিতভাবে প্রদান করা হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট **" ঝ "** এ দেয়া হলো)।
- বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ১১-১২-১৯৯৪ খ্রিঃ তারিখে স্মারক নং বিজ্বাখস প্র অপা- ১ বিওজিএমসি-১৫/৯৩/২৮২ মোতাবেক তৈল, গ্যাস আবিষ্কার বাপেক্স এর স্বাভাবিক কার্যক্রম বিধায় এ ধরনের কাজ সম্পাদনের জন্য সম্মানী/ বোনাস প্রদান করা যায় না। তাছাড়া এ ধরনের আর্থিক সুবিধা প্রদানের ক্ষমতা সরকার তথা অর্থ মন্ত্রণালয়ের। উক্ত আদেশ অমান্য করে তিতাস গ্যাস, বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ড ও সিলেট গ্যাস ফিল্ডের ৪ টি প্রকল্পের ওয়ার্কওভার কাজ সম্পাদনের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে সম্মানী ভাতা বাবদ ৩,৪১,৬৬,৪৯৬ প্রদান করা হয়েছে।
- তাছাড়া তিতাস-১৪ কূপের ওয়ার্ক ওভার কাজ ১২-০৬-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে শুরু করে ১৪-০৭-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে সম্পন্ন করা হয় এবং বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ড কোম্পানী এর নিকট প্রাপ্ত ২০,৭০,৩৭,৯৫০ টাকা হতে ব্যয় ৬,৪৫,০০,৬১৭ বাদে ১৪,২৫,৩৭,৩৩৩ টাকা লাভ অর্জিত হয়। ৩১-১২-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে ২৭০ নং পর্ষদ সভার ২০৯৪ নং সিদ্ধান্তে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে ১৫ দিনের মূল বেতন সম্মানী বোনাস প্রদান অনুমোদিত হওয়ায় ২০০৯-১০ অর্থ বছরে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে যথাক্রমে ৩২,২৮,৫৩৭ টাকা ও ৩৩,৯৮,৩৭৬ টাকা মোট ৬৬,২৬,৯১৩ টাকা পরিশোধ করা হয়েছিল। তিতাস-১৪ নং কুপটির গ্যাস উৎপাদন সম্পূর্ণ বিজিএফসিএল এর নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছে। এরপরও পুনরায় ২০১০-১১ অর্থ বছরে তিতাস-১৪ নং কুপ ওয়ার্ক ওভার কাজ সম্পাদনের জন্য ২টি ভাউচারের মাধ্যমে ঢাকা-১ ও ঢাকা-২ এর কর্মচারীগণকে পুনরায় ১৬,৬৩,১৬৩ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। এভাবে ০৬টি প্রকল্পে ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে মোট (৩,৪১,৬৬,৪৯৬+১৬,৬৩,১৬৩) বা ৩,৫৮,২৯,৬৫৯ টাকা সম্মানীভাতা প্রদানের মাধ্যমে সরকারি অর্থের ক্ষতি সাধন করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানায় যে, বাপেক্স এর পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ওয়ার্ক ওভার কাজ সম্পাদনের জন্য সম্মানী ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব যথাযথ নয়। কারণ প্রশাসনিক মন্ত্রনালয়ের ১১-০২-১৯৯৪ খ্রিঃ তারিখের স্মারক অনুযায়ী ওয়ার্ক ওভার কাজ প্রাতিষ্ঠানিক স্বাভাবিক কার্যক্রমের আওতাভূক্ত বিধায় উক্ত কাজ সম্পাদনের জন্য সম্মানী ভাতা প্রদানের অবকাশ নেই। অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৩-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। কোন জবাব পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৭-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ১২-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয়েছে যে বোর্ড সভার সিদ্ধান্তে সম্মানীভাতা প্রদান করা হয়েছে। জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। বিদ্যুৎ,জ্বালানী ও খণিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ১১/১২/১৯৯৪ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-বিজ্বাখস/প্র/অপা-১/বিওজিএমসি-১৫/৯৩/২৮২ মোতাবেক তৈল,গ্যাস আবিষ্কার বাপেক্স এর স্বাভাবিক কার্যক্রম বিধায় এ ধরনের কাজ সম্পাদনের জন্য সম্মানী/বোনাস প্রদান করা যায় না। তাছাড়া এ ধরনের

আর্থিক সুবিধা প্রদানের ক্ষমতা সরকার তথা অর্থ মন্ত্রণালয়ের। উক্ত আদেশ অমান্য করে বাপেক্স কর্তৃক সম্মানী ভাতা প্রদান করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অনিয়মিতভাবে পরিশোধিত অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করা এবং ভবিষ্যতে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন ব্যতীত এ ধরনের কোন ভাতা প্রদান না করার বিষয়টি নিশ্চিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪।

শিরোনাম ঃ সংগৃহীত লভ্যাংশ সরকারী কোষাগারে জমা না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৩৪৪,১৫,৭৮,২৪০ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা), ঢাকা এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব ২২-০১-২০১২ খ্রিঃ হতে ০৫-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে প্রাক্কলিত বাজেটের ভিত্তিতে সংস্থার উপর ধার্যকৃত লভ্যাংশ কোম্পানী ভিত্তিক বন্টন সংক্রান্ত নথি ও বাজেটের ধার্যকৃত লভ্যাংশ/মুনাফা সরকারী কোষাগারে জমাদানের সমর্থনে ট্রেজারী চালান এবং সংস্থার চূড়ান্ত হিসাব পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- সংগৃহীত লভ্যাংশ সরকারী কোষাগারে জমা না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৩৪৪,১৫,৭৮,২৪০ টাকা।
- বিস্তারিত নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের ২৫-০৬-২০০৯ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং- অম/অবি/এনবিআর-২/৪(১৬)/২০০৮-৬৮ অনুযায়ী পেট্রোবাংলা কর্তৃক ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরে সরকারী কোষাগারে লভ্যাংশ বাবদ ২৭৫ কোটি টাকা জমা দেয়ার সরকারী সিদ্ধান্ত ছিল । কিন্তু এর বিপরীতে তিতাস গ্যাস কর্তৃক শেয়ার ইস্যু করায় পাবলিক শেয়ার বাদে সরকারী অংশের শেয়ার বাবদ লভ্যাংশ ১৪৯,৫৩,৭১,২৪০ টাকা এবং অন্যান্য কোম্পানী কর্তৃক ১৯৪,৬২,০৭,০০০ টাকাসহ সর্বমোট ৩৪৪,১৫,৭৮,২৪০ টাকা সংস্থা কর্তৃক গ্রহণ করা হলেও উক্ত অর্থ অদ্যাবধি সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়নি (মার্চ/২০১১ পর্যন্ত)।
- ২০০৮, ২০০৯, ২০১০ ও ২০১১ সালের ৩০ শে জুন তারিখে সমাপ্ত চূড়ান্ত হিসাবে দেখা যায়, ক্যাশ ও ব্যাংক ব্যালেন্সে যথাক্রমে ২৬৮ কোটি, ৭৩৬ কোটি, ১৫৩৮ কোটি ও ৭০৫ কোটি টাকা জমা ছিল।
- ২০০৮, ২০০৯, ২০১০ ও ২০১১ সালের ৩০শে জুন তারিখে সমাপ্ত চূড়ান্ত হিসাবে অপ্রত্যাশিত খাতে যথাক্রমে ৫৮ কোটি, ৫৯ কোটি, ৩২২ কোটি ও ৮৭১ কোটি টাকা জমা ছিল।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানায় যে, ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরে লভ্যাংশ বাবদ প্রাপ্ত ৩৪৪.১৫ কোটি টাকা আই ও সি সমূহের গ্যাস বিল পরিশোধে ব্যবহার করা হয়েছে। যার জন্য ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরে লভ্যাংশের অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা সম্ভব হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- ক্যাশ ও ব্যাংক ব্যালেন্স এবং অপ্রত্যাশিত খাতে প্রচুর পরিমাণ অর্থ জমা পড়ে থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে সরকারী রাজস্ব সরকারী কোষাগারে জমা না দেয়ায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।
- অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৩-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। কোন জবাব পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৯-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও সন্তোষজনক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বিভিন্ন কোম্পানী হতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ সরকারী কোষাগারে জমা না দেয়ার জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক অবিলম্বে সরকারী কোষাগারে জমা করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫।

শিরোনাম ঃ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা আপত্তির অর্থ কর্তন না করে Provisional Payment অব্যাহত রাখায় সংস্থার ক্ষতি ৩৭০,১৯,০৩,১৭০ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা), ঢাকা এর ২০১০-১১ অর্থ বছরের হিসাব ২২-০১-২০১২ খ্রিঃ হতে ০৫-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে সান্টোস/কেয়ার্ন এনার্জি সাংগু ফিল্ড লিঃ এর গ্যাস সেলস ইনভয়েস পরিশোধের নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা আপত্তির অর্থ কর্তন না করে Provisional Payment অব্যাহত রাখায় সংস্থার ক্ষতি ৪৩,৫৫১,৮০২ মার্কিন ডলার এর সমপরিমাণ ৩৭০,১৯,০৩,১৭০ টাকা (১ ডলার =৮৫টাকা হিসাবে)।
- বিস্তারিত নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, ডিসেম্বর/২০১১ মাস পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা আপত্তিকৃত অর্থ যথাক্রমে ১৯৯৬ খ্রিঃ হতে ২০০০ খ্রিঃ পর্যন্ত অনিষ্পন্ন ১,১৪৪,১২৭ মার্কিন ডলার; ২০০১ খ্রিঃ হতে ২০০৪ খ্রিঃ পর্যন্ত ১৯,৫৩৩,৫৫৬ মার্কিন ডলার এবং ২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত ২২,৮৭৪,১১৯ মার্কিন ডলার অর্থাৎ সর্বমোট ৪৩,৫৫১,৮০২ মার্কিন ডলার এর সমপরিমাণ ৩৭০,১৯,০৩,১৭০ টাকার আপত্তি অনিষ্পন্ন অবস্থায় পড়ে আছে।
- অথচ Cost Recovery এর বিপরীতে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্যাস ইনভয়েস Provisional Payment হিসাবে পরিশোধ করা হচ্ছে। উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক সাংগু গ্যাস ফিল্ড লিঃ এর গ্যাস ইনভয়েস Provisional Payment হিসাবে পরিশোধ অব্যাহত রাখা হয়েছে।
- ডিসেম্বর/২০১১ মাসের গ্যাস সেলস ইনভয়েসের হিসাব অনুযায়ী সান্টোস স্থানীয় ও বৈদেশিক মুদ্রায় মোট ৫৭৮,০৬৩.৮৭ মার্কিন ডলার এর সমপরিমাণ বাংলাদেশী ৪,৯১,৩৫,৪২৯ টাকা প্রাপ্য এবং তা পরিশোধ করা হয়েছে।
- আপত্তিকৃত টাকা কর্তন না করে গ্যাস ইনভয়েস Provisional Payment হিসাবে পরিশোধ অব্যাহত রাখা হয়েছে। ফলে Provisional Payment হিসাবে পরিশোধের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানায় যে, আপত্তিকৃত ৪৩,৫৫১,৮০২.০০ মার্কিন ডলার যেহেতু সম্পূর্ণ Santos মেনে নেবে না সেহেতু ১০০% আদায়যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে উত্থাপিত আপত্তির যে অংশ Santos মেনে নেবে সে অংশ Provisional Payment হিসাবে অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধের বিষয়টি একই সাথে সমন্বিত হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- Santos ও পেট্রোবাংলা পারস্পরিক আলোচনা না করে অর্থাৎ আপত্তির অর্থ কর্তন না করে Provisional Payment অব্যাহত রেখে প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি করা হচ্ছে।
- অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৩-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। কোন জবাব পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৯-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও সন্তোষজনক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬।

শিরোনাম ঃ Profit গ্যাস ও কনডেনসেট এর বিক্রয়লব্ধ অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করা হয়নি ২৫৬৫,৭১,৮৬,২৮৬ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) ঢাকা এর ২০১০-১১ অর্থ বছরের হিসাব ২২-০১-২০১২ খ্রিঃ হতে ০৫-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে গ্যাস ও কনডেনসেট বিক্রয় সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র, চূড়ান্ত হিসাব বিবরণী ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- Profit গ্যাস ও কনডেনসেট বিক্রয়লব্ধ অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা না করায় বর্ণিত ক্ষতি হয়েছে।
- মাটির নীচের প্রাপ্ত সম্পদ রাষ্ট্রীয় সম্পদ। সে অনুযায়ী এবং আইওসি'র সাথে চুক্তি মোতাবেক মোট উত্তোলিত গ্যাস ও কনডেনসেট এর আইওসি'র অংশ বাদে Profit গ্যাস ও কনডেনসেট রাষ্ট্রীয় সম্পদ। সুতরাং Profit অংশের বিক্রয় মূল্য, রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমাযোগ্য।
- আইওসি অংশের গ্যাস ও কনডেনসেট এর ক্রয় মূল্য ৪৮৪০,১৬,৬৮,৭৬৭ টাকা। উক্ত গ্যাস ও কনডেনসেট বিক্রয় করে এবং পিডিএফ (Price Deficit Fund) সাধারণ ও সুদ বাবদ প্রাপ্ত হয় (২২,৯৫,০৪,৬৮,৩৮৩+ ৮৩০,০২,৫৪,৫১৫+ ৯২,০৮,২৬,৫৬১) বা ৩২,১৭,১৫,৪৯,৪৫৯ টাকা। সুতরাং ঘাটতি থাকে (৪৮৪০,১৬,৬৮,৭৬৭-৩২১৭,১৫,৪৯,৪৫৯) বা ১৬২৩,০১,১৯,৩০৮ টাকা।
- কিন্তু ঘাটতি খাতে (PDF=Price Deficit Fund) বিগত বছরের সঞ্চিতি ছিল ৫৩৫৯,৯৬,৯৯,৫৫০ টাকা। অতএব ঘাটতি সমন্বয় করে এখাতে সঞ্চিতি থাকবে (৫৩৫৯,৯৬,৯৯,৫৫০-১৬২৩,০১,১৯,৩০৮) বা ৩৭৩৬,৯৫,৮০,২৪২ টাকা।
- আইওসি'র গ্যাস ও কনডেনসেট ক্রয়জনিত ঘাটতি খাতে (পিডিএফ) পর্যাপ্ত (অর্থাৎ ৩৭৩৬,৯৫,৮০,২৪২ টাকা) থাকার পরও এখানে পুনরায় সঞ্চিতি বৃদ্ধির প্রয়োজন নেই মর্মে প্রতীয়মান হয়। ফলে এ বছরে Profit গ্যাস ও কনডেনসেট এর বিক্রয় বাবদ প্রাপ্ত (২১৮১,১০,৬৪,৪১৭+৩৮৪,৬১,২১,৮৬৯) বা ২৫৬৫,৭১,৮৬,২৮৬ টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করা সমীচীন ছিল।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, পেট্রোবাংলা গ্যাস ক্রয় করে কম মূল্যে বিতরণ কোম্পানীর নিকট বিক্রয় করে থাকে। তাই বিক্রয় ঘাটতি হয়। পেট্রোবাংলা ও সংশ্লিষ্ট গ্যাস উত্তোলনকারী সংস্থা/কোম্পানীর সহিত সম্পাদিত PSC= Production Sharing Contract এর ১৮.৩ ধারা (Contractor shall be subject to the People's Republic of Bangladesh income tax laws in force from time to time, including the provisions of such laws pertaining to the computation of tax, filing of returns, the assessment of tax and the keeping for review by authorized persons of books and records. Petrobangla's share of petroleum from the contract Area determined under Article 13 includes an amount equal in value to all of the People's Republic of Bangladesh income taxes of Contractor under this contract.) মোতাবেক ট্যাক্স প্রদান করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব যথাযথ নয়। কেননা ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে গ্যাস ক্রয়ে ঘাটতি ছিল মাত্র ১৬২৩,০১,১৯,৩০৮ টাকা। অপরদিকে ঘাটতি পূরণ খাতে সঞ্চিতি থেকে উক্ত অর্থ পরিশোধের পরও সঞ্চিতি থাকে ৩৭৩৬,৯৫,৮০,২৪২ টাকা। সুতরাং Profit অংশের বিক্রয়লব্ধ অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা না করার কোন কারণ থাকতে পারে না। তাই Profit গ্যাস ও কনডেনসেট এর বিক্রয়লব্ধ অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করা প্রয়োজন।
- অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৩-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। কোন জবাব পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৯-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- আপত্তিকৃত অর্থ অবিলম্বে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

৬—

অনুচ্ছেদ- ১৭।

শিরোনাম ঃ গ্যাস সংযোগ বন্ধ থাকার পরও মাত্রাতিরিক্ত বলভাল্ব ও ইনসুলেটিং জয়েন্ট ক্রয় করায় প্রতিষ্ঠানের ৩,২৮,১২,৫০০ টাকা মূলধন আটক ।

বিবরণ ঃ

বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ, চাঁপাপুর, কুমিল্লা এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব ১৫-০৪-২০১২খ্রিঃ হতে ১১-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে স্থানীয় ক্রয় রেজিস্টার, ক্রয় নথি, বিল ভাউচার, চুক্তিপত্র, সরবরাহকারী নিয়োগ সংক্রান্ত কাগজপত্র এবং এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজ পত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে ,

- গ্যাস সংযোগ বন্ধ থাকার পরও মাত্রাতিরিক্ত বলভাল্ব ও ইনসুলেটিং জয়েন্ট ক্রয় করায় প্রতিষ্ঠানের ৩,২৮,১২,৫০০ টাকা মূলধন আটক রয়েছে।
- বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, আবাসিক ও বাণিজ্যিক গ্যাস সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে রাইজার উত্তোলনে ব্যবহৃত ২টি যন্ত্রাংশ ৩/4" এনপিটি (এফ) মন্বেরক বলভাল্ব ও এনপিটি (এম/এফ) ইনসুলেটিং জয়েন্ট ক্রয়ের জন্য বিসিক সাব কন্ট্রাক্টিং ইউনিটের আওতাভুক্ত গ্রেড-১ ক্যাটাগরির প্রতিষ্ঠান মেসার্স শওকত ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস, মগবাজার, ঢাকা এর সাথে ০৯-০৮-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে বিজিএসএল এর ক্রয় সংক্রান্ত টেন্ডার কমিটি আলোচনার প্রেক্ষিতে ২০-০৮-২০০৯খ্রিঃ তারিখে ডিপিএম (পরিকল্পনা) উক্ত বছরে ২০০০০ সেট বলভাল্ব ও ইনসুলেটিং জয়েন্ট এর প্রয়োজনীয়তা উল্লেখপূর্বক জরুরী ভিত্তিতে এগুলো ক্রয়ের উপর জোর দিয়ে নোট উপস্থাপন করেন। ২৪-০৩-২০১০ খ্রিঃ তারিখে বোর্ডের ৪২৩ তম সভায় ২৫০০০ সেট বলভাল্ব ও ইনসুলেটিং জয়েন্ট ক্রয়ের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ০৬-০৫-২০১০ খ্রিঃ তারিখের ক্রয়াদেশ নং-বিজি/এইচও/এলপিও/২০০৯/১০/৫৫/৬৯১ এর মাধ্যমে প্রতি কিস্তিতে ৩১২৫ সেট হিসেবে ৮টি কিস্তিতে ২৫০০০ সেট ক্রয়ের সিদ্ধান্ত হয়।
- সে অনুযায়ী ০৭-০৮-২০১০ খ্রিঃ হতে ০৯-০৫-২০১১ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ০৮ (আট) কিস্তিতে ২৫০০০ সেট বলভাল্ব ও ইনসুলেটিং জয়েন্ট সরবরাহ নেয়া হয় এবং যথাসময়ে বিল পরিশোধ করা হয়।
- এদিকে বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২১-০৭-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে পত্র নং-৬৪১ এর মাধ্যমে ইতোমধ্যে প্রতিশ্রুতি ব্যতীত নতুন এলাকায় নতুনভাবে গ্যাস সংযোগ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়া হয় এবং উক্ত নির্দেশ গ্যাস কোম্পানীগুলো কর্তৃক যথাযথভাবে পালিত না হওয়ায় পুনরায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক পত্র নং- জ্বাখসবি/উঃ/গ্যাস-৯/২০০৯-৮০২ তারিখ-১৩-০৭-২০১০ এর মাধ্যমে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত সকল আবাসিক গ্যাস সংযোগ প্রদান বন্ধ রাখার জন্য আদেশ দেয়া হয়।
- গ্যাস সংযোগ বন্ধের সর্বশেষ আদেশদানের পূর্বে অর্থাৎ ১৩-০৭-২০১০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মাত্র ১টি কিস্তিতে ৩১২৫ সেট বলভাল্ব ও ইনসুলেটর জয়েন্ট সরবরাহ নেয়া হয়েছিল । অপরদিকে ০১-০৭-২০১০ খ্রিঃ তারিখে বাখরাবাদ ভাগ হয়ে চট্টগ্রাম আলাদা ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী হওয়ায় যন্ত্রাংশগুলো প্রয়োজনীতা আরও কমে যাওয়ার বিষয়টিও বিবেচনা করা হয়নি।
- উপরন্ত মন্ত্রণালয়ের ১ম নির্দেশের পর ক্রয় কার্যক্রম শুরু করে চূড়ান্ত নির্দেশের মধ্যে ১টি কিস্তি সরবরাহ নিয়ে বাকী ৬টি কিস্তির মালামাল সরবরাহ না নিলে (২৫০০০-৩১২৫×১৫০০) বা ৩,২৮,১২,৫০০ টাকা আটক হতো না।
- তাছাড়া বিজিএসএল এর নিজস্ব চাহিদা ও ফর্মা অনুযায়ী যন্ত্রাংশ ২টি তৈরীর ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হতে দরপত্র আহ্বান না করে ২০04 সালের তথ্যের ভিত্তিতে সামগ্রিক ক্রয় প্রক্রিয়া গ্রহণপূর্বক একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে মালামাল ক্রয়ের বিষয়টি প্রচলিত আর্থিক বিধি ও ক্রয় প্রক্রিয়ার চরম লংঘন।
- এ জাতীয় যন্ত্রাংশের জন্য বাংলাদেশ শিল্প ও কারিগরী সহায়তা কেন্দ্র (বিআইটিএসি) এর শরনাপন্ন হওয়া যেত। যা যন্ত্রাংশ তৈরীর একটি নির্ভরযোগ্য সরকারী প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের তৈরী মালামাল গুণগত মানের দিক থেকে অতীব স্বীকৃত একটি প্রতিষ্ঠান।
- গ্যাস সংযোগ পুনরায় চালুর ক্ষেত্রে কোন সুনির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত না থাকায় এ ধরনের আর্থিক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া এবং বিপুল পরিমাণ টাকা আটক রাখার ব্যাপারটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, ১৩-০৭-২০১০ খ্রিঃ তারিখে গ্যাস সংযোগ বন্ধ হওয়ার পর ২৭-১২-২০১০ খ্রিঃ তারিখে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ বন্ধ রাখার অনুরোধ করা হলে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান তা গ্রহণ না করে সম্পূর্ণ মালামাল প্রস্তুত আছে বলে জানায়। এ ছাড়া ০৮-৩-২০১১ খ্রিঃ তারিখের টেন্ডার কমিটি-১ এর সভায় সরবরাহকারীর বক্তব্যের সঠিকতা যাচাই সংক্রান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হলে মালামাল সরবরাহ স্থগিত রাখার বিষয়টি বাস্তবায়নে আইনগত জটিলতা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনার আশংকা করে ১৫-০৪-২০১১ খ্রিঃ তারিখের পত্রে সরবরাহকারীকে সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্য বলা হয়। সরকারী নিষেধাজ্ঞা প্রদানের পূর্বে চাহিদা পত্রের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় অর্থ জমা প্রদানকারী গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে, তাৎক্ষণিকভাবে এই মালামালের প্রয়োজন হবে বলেও জানানো হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- গ্যাস সংযোগ বন্ধের আদেশদানের দীর্ঘ ৫(পাঁচ) মাস পর সরবরাহকারীকে সরবরাহ বন্ধের অনুরোধ করা এবং এরও ৪ মাস পর টেন্ডার কমিটি-১ এর নিকট সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের বক্তব্যের সঠিকতা যাচাই প্রতিবেদন পেশ করা কোন ভাবেই যৌক্তিক নয়। তাছাড়া সংযোগ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর তাৎক্ষণিকভাবে এত মালামালের প্রয়োজন বিষয়টিও যুক্তিযুক্ত নয়। এতে ইচ্ছাকৃতভাবে কালক্ষেপন করার মাধ্যমে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে সুযোগ করে দেয়ার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।
- অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৩-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। কোন জবাব পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৭-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ০৬-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয়েছে যে কোম্পানির চলমান গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ রক্ষণাবেক্ষণ জনিত প্রয়োজন এবং সরকারি নিষেধাজ্ঞা প্রদানের পূর্বে প্রয়োজনীয় জামানত জমাদানকারী গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হলে তাৎক্ষনিকভাব সংযোগ প্রদান করতে হবে বিধায় আলোচ্য বলভাল্ব ও ইনসুলেটিং জয়েন্ট ক্রয় করা আবশ্যক ছিল বিবেচনায় আপত্তিটি নিষ্পত্তি হিসাবে গণ্য করার জন্য বলা হয়েছে। জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ গ্যাস সংযোগ বন্ধের আদেশ দানের দীর্ঘ ৫(পাঁচ) মাস পর সরবরাহকারীকে সরবরাহ বন্ধের অনুরোধ করার বিষয়টি যুক্তিযুক্ত নয়। এতে ইচ্ছাকৃতভাবে কালক্ষেপণ করার মাধ্যমে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে সুযোগ করে দেয়ার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রতিষ্ঠানের অর্থ আটকের ব্যাপারে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক ।

অনুচ্ছেদ- ১৮।

শিরোনাম ঃ গ্যাস বিপণন নীতিমালা- ২০০৪ অনুযায়ী কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করা এবং ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়ন করতে ব্যর্থ হওয়ায় ক্ষতি ২,৮২,৫১,১০২ টাকা।

বিবরণ ঃ

তিতাস গ্যাস টি এ্যান্ড ডি কোং লিঃ, কাওরান বাজার, ঢাকা এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব ২২-০১-২০১২ খ্রিঃ হতে ২৬-০৭-২০১২ খ্রি তারিখ পর্যন্ত সময় নিরীক্ষাকালে জোবিঅ (জোনাল বিক্রয় অফিস), সাভার এবং জোবিঅ, টঙ্গী, গাজীপুরের এর নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প/সিএনজি প্রতিষ্ঠানের নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- গ্যাস বিপণন নীতিমালা- ২০০৪ অনুযায়ী কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করা এবং ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়ন করতে ব্যর্থ হওয়ায় ক্ষতি ২,৮২,৫১,১০২ টাকা। বিস্তারিত পরিশিষ্ট **“ ঞ ”** এ দেয়া হলো।
- বকেয়া গ্যাস বিলের কারণে গ্যাস বিপণন নীতিমালা- ২০০৪ এর অনুচ্ছেদ নং-৮ এর উপধারা ৮.১ (ক) ও (খ) অনুযায়ী অস্থায়ীভাবে এবং ৮.২ অনুযায়ী স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। সংযোগ বিচ্ছিন্নের ৯০ দিনের মধ্যে পুন:সংযোগ গ্রহণ না করা হলে স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন করতে হবে এবং বকেয়া আদায়ের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নিম্নে বর্ণিত কেসগুলোতে বিধানগুলো যথাযথভাবে পরিপালন করা হয়নি।
- জোবিঅ (জোনাল বিক্রয় অফিস), সাভার এর নিয়ন্ত্রণাধীন মেসার্স খুলনা অক্সিজেন লি. (গ্রাহক সংকেত নং-৭৩৮০৩১১) এর গ্যাস বিল বকেয়া থাকায় ২১-০১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। সংযোগ বিচ্ছিন্নের পরবর্তী ৯০ দিন অর্থাৎ ২০-০৪-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে বিজি (ব্যাংক গ্যারান্টি) নগদায়নের জন্য লেখা আবশ্যক ছিল যা অনেক দেরীতে ২০-০৮-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে লেখা হয়েছে। গ্রাহক পুন:সংযোগ গ্রহণার্থে মহামান্য উচ্চ আদালতে রীট পিটিশন দায়ের করলে আদালতের নির্দেশে ২৪-১১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে পুন:সংযোগ প্রদান করা হয়। পুন:সংযোগ প্রদানের পর গ্রাহক চলতি বিল পরিশোধ করলেও পূর্বের বকেয়া ফেব্রুয়ারি/২০০৮ হতে জানুয়ারি/২০০৯ মাসের গ্যাস বিল পরিশোধ হতে বিরত থাকেন। কোম্পানীর বিশেষ টীম কর্তৃক ২০-০৪-২০১১ খ্রিঃ তারিখে গ্রাহকের আঙ্গিনা পরিদর্শনকালে গ্রাহকের অনুমোদিত স্থাপনাসমূহের অতিরিক্ত অননুমোদিত ৭০ ঘনমিটার ক্ষমতা সম্পন্ন একটি কম্প্রেসারে গ্যাস ব্যবহারের কারণে উক্ত তারিখে গ্রাহকের সংযোগ পুনরায় বিচ্ছিন্ন করা হয়। গ্রাহকের নগদ জামানত ৫,২৪,০৪০ টাকা বকেয়া গ্যাস বিলের সাথে সমন্বয় করা হয়েছে। গ্রাহকের জামানতের ব্যাংক গ্যারান্টি মাত্র ১০,৪৮,১০০ টাকা থাকায় উক্ত টাকা দ্বারা বকেয়া ১,৬২,৬৭,২০০ টাকার ক্ষতি পূরণ করা সম্ভব হয়নি।
- জোবিঅ (জোনাল বিক্রয় অফিস), সাভার এর নিয়ন্ত্রণাধীন মেস্যার্স ট্রান্সমিলেনিয়াম কোং লি. (গ্রাহক সংকেত নং-৭৩৮০৫৬৩/৮৩৮০৫৬৩) এর গ্যাস বিল বকেয়ার কারণে ০৮-০২-২০১০ খ্রিঃ তারিখে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। গ্রাহক কর্তৃক মিটারে অবৈধ হস্তক্ষেপ করায় অতিরিক্ত বিল, জরিমানা, মিটারের মূল্য, বকেয়া গ্যাস বিল এবং সংযোগ বিচ্ছিন্ন চার্জসহ মোট ৫৮,৯৫,১৮৬ টাকা (গ্রাহকের নগদ জামানত সমন্বয়ের পরও) বকেয়া রয়েছে। গ্রাহকের জামানতের ব্যাংক গ্যারান্টি ৩৬,৩৯,৮০০ টাকা অদ্যাবধি নগদায়ন করা হয়নি।
- জাবিঅ (জোনাল বিক্রয় অফিস), সাভার এর নিয়ন্ত্রণাধীন মেসার্স জিনিয়াস ফ্যাশন্স লিঃ (গ্রাহক সংকেত নং-৩৩৮০২৪২) এর ২৭,৯০,৯৪০ টাকা বকেয়ার জন্য ১৩-০৫-২০১০ খ্রিঃ তারিখে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। পুন:সংযোগ গ্রহণ না করায় নগদ জামানত ৬,২৪,৫৪০ টাকা সমন্বয়ের পর বকেয়া গ্যাস বিল, সমন্বয়কৃত বিলের বিপরীতে আরোপিত সুদ, বকেয়া বিলের উপর ৩১-০৭-২০১১ খ্রিঃ পর্যন্ত আরোপযোগ্য সুদ, সংযোগ বিচ্ছিন্ন ফি এবং রাইজার কিলিং ফিসহ মোট ২৫,৭৯,৭১০ টাকা পাওনা রয়েছে। গ্রাহকের জামানতের ব্যাংক গ্যারান্টি রয়েছে ১২,০৯,০৮০ টাকা।
- জোবিঅ (জোনাল বিক্রয় অফিস), টঙ্গী, গাজীপুরের আওতাধীন মেসার্স মাসাহা নিটিং এ্যান্ড ডাইং লিঃ এর ২০,৫৮,৮৬৩ টাকা বকেয়া গ্যাস বিলের জন্য ২৯-০১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে গ্যাস সংযোগটি বিচ্ছিন্ন করা হয়। গ্রাহক কর্তৃক অবৈধ গ্যাস ব্যবহারের কারণে কোম্পানী কর্তৃক গঠিত কমিটির ধার্যকৃত অতিরিক্ত বিল ও জরিমানা বাবদ গ্রাহকের নিকট মোট

৩৫,০৯,০০৬ টাকা অনাদায়ী রয়েছে যা গ্রাহক অদ্যাবধি পরিশোধ করেননি এবং পুনঃসংযোগ গ্রহণ করেননি। নগদ জামানত ৭,৫৬,৮৫৮ টাকা বকেয়া পাওনার সঙ্গে সমন্বয় করা হয়েছে। গ্রাহকের জামানতের ব্যাংক গ্যারান্টি বাবদ ১৫,১৬,৭১৬.৮৮ টাকা জমা আছে যা নগদায়নের জন্য ০৪-০৮-২০১১ খ্রিঃ তারিখে, ০৮-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে এবং ২৮-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আবিলি (আন্তঃ বিভাগীয় লিপি) প্রেরণ করা হয়েছে। সংযোগ বিচ্ছিন্নের পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়নের জন্য লেখার বিধান থাকলেও তা পরিপালন না করে ২ বছর ৩ মাস পরে লেখা হয়েছে।

- উপর্যুক্ত কেসগুলো পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গ্যাস বিপণন নীতিমালা- ২০০৪ অনুযায়ী গ্যাস বিল ৩ মাস বকেয়া থাকার পর সংযোগ বিচ্ছিন্ন করলে জামানতের অতিরিক্ত গ্যাস বিল বকেয়া হতো না। সংযোগ বিচ্ছিন্নের পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়নের জন্য পত্র লেখার বিধান থাকলেও তা পরিপালন করা হয়নি । ফলে ক্ষতির ঝুঁকি বেড়েছে। জামানত অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণ অর্থ বকেয়া থাকায় প্রতীয়মান হয়, যথাসময়ে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়নি। জামানত অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ বকেয়া থাকায়, ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়নে ব্যর্থ হওয়ায় এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মামলা দায়ের না করায় সর্বমোট বকেয়া (১,৬২,৬৭,২০০+৫৮,৯৫,১৮৬+২৫,৭৯,৭১০+৩৫,০৯,০০৬) = ২,৮২,৫১,১০২ টাকা আদায়ের ব্যাপারে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, মেসার্স খুলনা অক্সিজেন লিঃ এর নগদ জামানত সমন্বয়ের পর প্রতিষ্ঠানের নিকট বকেয়া বিলের পরিমাণ ১,২১,৯৭,৪৮৯ টাকা। উক্ত টাকাসহ এপ্রিল/২০১২ পর্যন্ত বকেয়া, অতিরিক্ত বিল, জরিমানা, আরোপযোগ্য সুদ, সংযোগ বিচ্ছিন্ন ফি, রাইজার কিলিং বাবদ মোট ১,৬২,৬৭,২০০.২২ টাকা আদায়ের লক্ষ্যে মামলা দায়েরের জন্য নথি লিগ্যাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। জামানত খাতে জমাকৃত ব্যাংক গ্যারান্টি হিসাব বিভাগের মাধ্যমে নগদীকরণের বিষয় প্রক্রিয়াধীন।
- মেসার্স ট্রান্সমিলিয়াম কোং লিঃ এর ব্যাপারে আদালত ২০ লক্ষ টাকা আদায় করে পুন:সংযোগের আদেশ প্রদান করে। আদালতের আদেশ অনুযায়ী গ্রাহক কর্তৃক উক্ত টাকা জমা দেয়ার পর ০৬-০৩-২০১১ খ্রিঃ তারিখে পুনঃসংযোগ প্রদান করা হয়। অবশিষ্ট টাকা আদায়ের বিষয়ে আদালতের কোন আদেশ পাওয়া যায়নি। মামলা চলমান। গ্রাহক চলতি বিল পরিশোধ করছে।
- মেসার্স জিনিয়াস ফ্যাশন লি. এর জামানত খাতে ব্যাংক গ্যারান্টি নগদীকরণের জন্য হিসাব বিভাগকে আবিলি (আন্তঃ বিভাগীয় লিপি) দ্বারা অবহিত করা হয়েছে। উক্ত ব্যাংক গ্যারান্টি নগদীকরণের জন্য ব্যাংককে পত্র প্রদান করা হয়েছে। বকেয়া বিল আরোপিত ও আরোপযোগ্য সারচার্জ, সংযোগ ফি ও রাইজার কিলিং বাবদ অনাদায়ী টাকা আদায়ের লক্ষ্যে মামলা দায়ের জন্য নথি লিগ্যাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- মেসার্স মাসাহা নিটিং এ্যান্ড ডাইং লিঃ এর নগদ জামানত বকেয়ার সাথে সমন্বয় করে অবশিষ্ট বকেয়া ৩৫,০৯,০০৬ টাকা জমাকৃত ব্যাংক গ্যারান্টি ১৫,১৬,৭১৭ টাকার সাথে সমন্বয়ের লক্ষ্যে গত ০৪-০৮-২০১১খ্রিঃ তারিখে উক্ত বিজি নগদায়নের জন্য হিসাব বিভাগে আবিলি (আন্তঃ বিভাগীয় লিপি) প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি হিসাব বিভাগে উক্ত বিজি নগদায়ন করা হয়নি। সম্প্রতি ১৪-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে গ্রাহক অতিরিক্ত বিল ও জরিমানা মওকুফ করে পুন:সংযোগের আবেদন করেছেন।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- গ্যাস বিপণন নীতিমালা- ২০০৪এর বিধান লংঘনের ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করা হলেও জবাবে সে বিষয়ে কিছু উল্লেখ না করে গতানুগতিক ও দায়ছাড়া জবাব প্রদান করায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৩-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। কোন জবাব পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৭-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ২৩-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয়েছে যে অবশিষ্ট অর্থ

আদায় এবং রিট মামলার রায়ের আলোকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে পুনঃজবাব প্রদানের জন্য কোম্পানীকে বলা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের মন্তব্যের আলোকে জানানো হয় যে গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী,২০০৪ অনুযায়ী গ্যাস বিল ৩ মাস বকেয়া থাকার পর সংযোগ বিচ্ছিন্ন করলে জামানতের অতিরিক্ত গ্যাস বিল বকেয়া হতো না। সংযোগ বিচ্ছিন্নের পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়নের জন্য পত্র লিখার বিধান থাকলেও তা পরিপালন করা হয়নি। জামানত অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমান অর্থ বকেয়া থাকায় প্রতীয়মান হয়, যথাসময়ে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়নি। জামানত অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ বকেয়া থাকায়, ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়ণ ব্যর্থ হওয়ায় এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মামলা দায়ের না করায় সর্বমোট বকেয়া টাকা আদায়ের ব্যাপারে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে প্রমাণক প্রেরণের জন্য ১৯/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়।অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত অর্থ অবিলম্বে আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ভবিষ্যতে গ্যাস বিপণন নীতিমালা-২০০৪ যথাযথভাবে পরিপালন নিশ্চিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ১৯।

শিরোনাম ঃ গ্যাস বিপণন নীতিমালা-২০০৪ ও বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত লংঘন করে শতভাগ নিরাপত্তা জামানত বাবদ শতভাগ ব্যাংক গ্যারান্টি গ্রহণ ব্যতিরেকে সিএনজি ফিলিং স্টেশনে গ্যাস সংযোগ প্রদান এবং সময়মত বিল পরিশোধ না করা সত্ত্বেও সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করায় ক্ষতি ২,০৪,৯৬,৮০৮ টাকা।

বিবরণ ঃ

তিতাস গ্যাস টি এ্যান্ড ডি কোং লিঃ, কাওরান বাজার, ঢাকা এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব ২২-০১-২০১২ খ্রিঃ হতে ২৬-০৭-২০১২ খ্রি তারিখ পর্যন্ত সময় নিরীক্ষাকালে মেট্রো বিক্রয়/ রাজস্ব বিভাগ-১ (জোন-১ ও ২ টিকাটুলী) এর আওতাধীন মেসার্স সিফাত সিএনজি ফিলিং স্টেশন কোং লি.(গ্রাহক সংকেত নং-৭০৯০০০৯ ও ৮০৯০০০৩) এর নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- গ্যাস বিপণন নীতিমালা-২০০৪ ও বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত লংঘন করে শতভাগ নিরাপত্তা জামানত বাবদ শতভাগ ব্যাংক গ্যারান্টি গ্রহণ ব্যতিরেকে সিএনজি ফিলিং স্টেশনে গ্যাস সংযোগ প্রদান এবং সময়মত বিল পরিশোধ না করা সত্ত্বেও সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করায় ক্ষতি ২,০৪,৯৬,৮০৮ টাকা।
- গ্যাস বিপণন নীতিমালা-২০০৪ এর অনুচ্ছেদ নং-৩ এর উপঅনুচ্ছেদ নং-৩.১.২(ঙ) অনুযায়ী নিরাপত্তা জামানত জমাদানের রশিদ প্রাপ্তির পরবর্তী ৩(তিন) কার্যদিবসের মধ্যে নক্সা অনুমোদনপূর্বক গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ প্রদানের নিমিত্তে বিতরণ ও সার্ভিস লাইনের মালামালের চাহিদা ও প্রাক্কলন প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ শাখা কর্তৃক গ্রাহককে চাহিদাপত্র প্রদান করতে হবে এবং ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত পেট্রোবাংলা পরিচালনা বোর্ডের সভায় মাসিক অনুমোদিত লোডের ভিত্তিতে ২ মাসের (ভাড়াকৃত হলে ৩ মাসের) বিলের সমপরিমাণ অর্থ জামানত হিসাবে গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। জামানতের মোট টাকার 1/4 অংশ নগদ ও ৩/4 অংশ ব্যাংক গ্যারান্টি হিসাবে জমা দিতে হবে। পরবর্তীতে তিতাস গ্যাসের ৫৮৮ তম বোর্ড সভায় জমাকৃত নগদ জামানতের পরিবর্তে কোম্পানীর প্রাপ্য জামানত বাবদ সমুদয় অর্থ ব্যাংক গ্যারান্টি আকারে জমাদানের পর গ্রাহকের জমাকৃত নগদ জামানতের অর্থ গ্রাহকের নিকট পাওনা গ্যাস বিলের সঙ্গে সমন্বয়পূর্বক অতিরিক্ত পাওনা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
- কিন্তু উক্ত গ্রাহকের নথি বিস্তারিত যাচাইয়ে দেখা যায়, কম্প্রেসার রান এবং জেনারেটর রানে জামানত নগদ ১৯,৭৬,০২৫ টাকা এবং জামানত বাবদ ব্যাংক গ্যারান্টি ৫৯,২৮,০৭৫ টাকা মোট ৭৯,০৪,১০০ টাকার মধ্যে নগদ জামানত বাবদ ১৯,৭৬,০২৫ টাকা জমাদান সত্ত্বেও ব্যাংক গ্যারান্টি ৩(তিন) মাসের মধ্যে পরিশোধের শর্তে ১৮-০৮-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে যা উল্লিখিত নীতিমালা ও বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের পরিপন্থী। উক্ত সময়ের মধ্যে উক্ত গ্রাহক ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদানে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও (অদ্যাবধি) গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়নি। এখানে উল্লেখ্য যে, গ্রাহক শুধু নগদ জামানতের ১৯,৭৬,০২৫ টাকা ব্যাংক গ্যারান্টি আকারে ১৫-১২-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে জমা দিয়েছেন। ফলে ব্যাংক গ্যারান্টি বাবদ ৫৯,২৮,০৭৫ টাকা জমা প্রদান না করায় সংস্থার উল্লিখিত ক্ষতি হয়েছে। শতভাগ নিরাপত্তা জামানত ব্যাংক গ্যারান্টি আকারে জমা প্রদানের পূর্বেই সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।
- গ্যাস বিপণন নীতিমালা-২০০৪ এর উপঅনুচ্ছেদ নং-৮.১.ক ও ক(১) অনুযায়ী বিল ইস্যুর তারিখ হতে পরবর্তী ৪৫ দিনের মধ্যে গ্যাস বিল পরিশোধ ও অন্যান্য পাওনা পরিশোধ না করলে ১৫ দিনের রেজিস্টার ডাকযোগে নোটিশ প্রদানপূর্বক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে। উক্ত নিয়মাবলীর উপঅনুচ্ছেদ নং-৮.১ক(২) অনুযাযী কোম্পানীর চাহিদাপত্র অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাকী জামানত বা অতিরিক্ত জামানত প্রদানে গ্রাহক ব্যর্থ হলে ৩০ দিনের রেজিস্টার ডাকযোগে নোটিশ প্রদানে লাইন বিচ্ছিন্ন করা হবে।
- উক্ত গ্রাহকের (গ্রাহক সংকেত নং-৭০৯০০০০০৮) এর বিপরীতে ডিসেম্বর/২০১১ হতে মে/২০১২ পর্যন্ত বকেয়া গ্যাস বিলের পরিমাণ ৩,০২,২৮,৭০৩ টাকা। কিন্তু ০২০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত পরিশোধিত গ্যাস বিলের পরিমাণ ১,৬৩,৪১,৫৭০ টাকা। মার্চ/২০১২ মাসের গ্যাস বিল বাবদ ৫৯,৪৬,১৩৭ টাকার বিল ১০-০৪-২০১২খ্রিঃ তারিখে ইস্যু করা হয় এবং বিল পরিশোধের শেষ তারিখ ছিল ১৯-০৪-২০১২খ্রিঃ । কিন্তু ০২-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখে ২০,০০,০০০ টাকা পরিশোধ করা হয়। উক্ত নিয়ম অনুযায়ী ৪৫ দিন ০৩-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখে উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও ১৫ দিনের রেজিস্টার ডাকযোগে নোটিশ প্রদানপূর্বক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়নি।
- একই গ্রাহকের (গ্রাহক সংকেত নং-৮০৯০০০০০৩) এর বিপরীতে ফেব্রুয়ারী/২০১২ হতে মে/২০১২ পর্যন্ত ৬,৮১,৬০০ টাকা অনাদায়ী রয়েছে এবং আদায়ের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ফলে উক্ত গ্রাহকের নিকট উভয়

রানে (দুটি গ্রাহক সংকেত নম্বরে) মোট (৩,০২,২৮,৭০৩-১,৬৩,৪১,৫৭০+৬,৮১,৬০০) বা ১,৪৫,৬৮,৭৩৩ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।

- ব্যাংক গ্যারান্টি না থাকায় গ্রাহক বকেয়া পরিশোধ না করলে কোম্পানী বিপুল পরিমাণ ক্ষতির সম্মুখীন হবে এবং ক্ষতি পুরণের কোন সুযোগ থাকবে না। ফলে মোট ক্ষতি দাঁড়ায় (৫৯,২৮,০৭৫+১,৪৫,৬৮,৭৩৩) বা ২,০৪,৯৬,৮০৮ টাকা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, গ্রাহক ১৯,৭৬,০২৫ টাকার ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করেন। আদায়যোগ্য জামানত ৭৯,০৪,১০০ টাকার মধ্যে অবশিষ্ট ব্যাংক গ্যারান্টি এবং গ্যাস বিল অপরিশোধিত থাকায় ১৮-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- গ্যাস বিপণন নীতিমালা- ২০০৪ ও বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত লংঘন করে ব্যাংক গ্যারান্টি গ্রহণ ব্যতিরেকে সিএনজি ফিলিং স্টেশনে গ্যাস সংযোগ প্রদান এবং সময়মত বিল পরিশোধ না করা সত্ত্বেও সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করার ব্যাপারে জবাবে কিছুই উল্লেখ না করায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।
- অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৩-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। কোন জবাব পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৭-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ২৩-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়।জবাবে জানানো হয়েছে যে জড়িত অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে দ্রুত মামলা দায়েরের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কোম্পানীকে বলা হয়েছে।মন্ত্রণালয়ের মন্তব্যের আলোকে জানানো হয় যে গ্যাস বিপণন নীতিমালা-২০০৪ ও বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত লংঘন করে ব্যাংক গ্যারান্টি গ্রহন ব্যতিরেকে সিএনজি ফিলিং স্টেশনে গ্যাস সংযোগ প্রদান এবং সময়মত বিল পরিশোধ না করা সত্ত্বেও সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করায় কোম্পানী বিপুল পরিমান ক্ষতির সম্মুখীন হবে। সুতরাং আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক প্রমাণক প্রেরণের জন্য ১৯-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়।অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত অর্থ অবিলম্বে আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ভবিষ্যতে গ্যাস বিপণন নীতিমালা-২০০৪ যথাযথভাবে পরিপালন নিশ্চিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ২০।

শিরোনাম ঃ গ্যাস বিপণন নীতিমালা-২০০৪ অনুযায়ী যথাযথ ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় সংস্থার ক্ষতি ১,৫৩,০৯,৭২২ টাকা।

বিবরণ ঃ

তিতাস গ্যাস টি এ্যান্ড ডি কোং লিঃ, কাওরান বাজার, ঢাকা এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব ২২-০১-২০১২ খ্রিঃ হতে ২৬-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময় নিরীক্ষাকালে গ্রাহকের নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- গ্যাস বিপণন নীতিমালা- ২০০৪ অনুযায়ী যথাযথ ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় সংস্থার বর্ণিত ক্ষতি হয়েছে। জোবিঅ (জোনাল বিক্রয় অফিস), মানিকগঞ্জ এর মেসার্স খাজা সিএনজি এ্যান্ড রিফুয়েলিং ফিলিং স্টেশন গ্রাহক সংকেত নং- (৭৫৫৫০৮১/ ৮৫৫৫০৮১) কর্তৃক কম্প্রেসার রানের মিটার তথা আরএমএস এ অবৈধ হস্তক্ষেপের কারণে ০৯-০৬-২০১০ খ্রিঃ তারিখে ভিজিল্যান্স বিভাগ পরিচালিত বিশেষ টীম কর্তৃক গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার সময় পর্যন্ত কম্প্রেসার রানের বকেয়া গ্যাস বিল (ডিসেম্বর/২০০৯ হতে জুন/২০১০ পর্যন্ত) ২৪,৬৯,৮২৫ টাকা এপ্রিল/২০১০ মাসের বিলের উপর আরোপিত সুদ ৬,৬৬৫ টাকা, নগদ জামানতের সমন্বয়কৃত টাকার ওপর আরোপিত সুদ ১,৯৭,৬৮৯ টাকা, সংযোগ বিচ্ছিন্নকালীন জেনারেটর রানের বকেয়া গ্যাস বিল (ডিসেম্বর/২০০৯ হতে জুন/২০১০ পর্যন্ত) ২,১৮,৪৫৯ টাকা, ১ম মিটার বিকল থাকাকালীন ধার্যকৃত গড় বিল (সাময়িক) ১৮,০১,৮০০ টাকা, ২য় মিটারে অবৈধ হস্তক্ষেপের কারণে ধার্যকৃত অতিরিক্ত বিল ৪১,১৯,৩০৩ টাকা, ২য় মিটারে অবৈধ হস্তক্ষেপের কারণে ধার্যকৃত জরিমানা ২০,৫৯,৬৫২ টাকা, ২য় মিটার নষ্ট করায় মিটারের মূল্য বাবদ ২,৫৬,৭৬০ টাকা, উভয় রানের সংযোগ বিচ্ছিন্ন ফি বাবদ ৫০০০ টাকা, উভয় রানের স্থায়ী সংযোগ বিচ্ছিন্ন ফি বাবদ ১৪,৩৪০ টাকা মোট ১,১১,৪৮,৮৯৩ টাকা অনাদায়ী রয়েছে, যা গ্রাহককে ০৩-০৪-২০১২খ্রিঃ তারিখে লিখিত পত্র থেকে দেখা যায়। উক্ত টাকা আদায়ের কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। পরবর্তীতে ১৭-০৪-২০১২ খিঃ তারিখের টোকা আনুচ্ছেদ- ৮৯ ও ৯০ হতে দেখা নগদ জামানত সমন্বয়ের পরও উক্ত দুটি মিটারে গ্রাহকের নিকট ১,১১,৫৪,৫৫৪ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।
- তাছাড়া ৩য় মিটারে অবৈধ হস্তক্ষেপের জন্য সাময়িক ভিত্তিতে অতিরিক্ত বিল বাবদ ২৭,৭০,১১২ টাকা ও জরিমানা বাবদ ১৩,৮৫,০৫৬ টাকা মোট ৪১,৫৫,১৬৮ টাকা আদায়যোগ্য। অর্থাৎ ০৩টি মিটারে সর্বমোট অনাদায়ী ১,৫৩,০৯,৭২২ টাকা। বিষয়টি পর্যালোচনায় দেখা যায় সংশ্লিষ্ট গ্রাহক বহুপূর্ব হতেই অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহার করছিল। কর্তৃপক্ষের যথাযথ তদারকির অভাবে তা সময়মত উদঘাটন করা যায়নি। ১ম ও ৩য় মিটারে অবৈধ হস্তক্ষপের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তদন্তকমিটি গঠন অনুমোদিত হলেও অদ্যাবধি তদন্ত কমটির TOR প্রস্তাব তথা নথি অগ্রায়ন হয়নি।
- নথির নোটাংশ- ৩৯ এ মহাব্যবস্থাপক, আবিডি (আঞ্চলিক বিক্রয় ডিভিশন), গাজীপুর উল্লেখ করেছেন যে, ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নির্দেশ ছিল সিএনজি গ্রাহকের ১ মাসের বেশী বিল বাকী থাকবে না। সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের ডিসেম্বর/২০০৯ হতে জুন/২০১০ পর্যন্ত গ্যাস বিল বকেয়া রয়েছে। উক্ত নির্দেশনা মোতাবেক জানুয়ারী/২০১০ মাসেই গ্যাস বিল বকেয়া থাকার কারণে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা উচিত। কিন্তু তা না করায় উক্ত ক্ষতি হয়েছে। গ্রাহকের বিজি (ব্যাংক গ্যারান্টি) বাবদ ৩৭,২৪,২২৫ টাকা জমা আছে বিধায় অদ্যাবধি তা নগদায়ন করা হয়নি।
- জামানত অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণ অর্থ বকেয়া থাকায় প্রতীয়মান হয় যথাসময়ে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়নি। বিজি (ব্যাংক গ্যারান্টি) অতিরিক্ত অর্থ বকেয়া থাকায়, বিজি নগদায়নে ব্যর্থ হওয়ায়, অবৈধ গ্যাস ব্যবহারের বিষয়ে যথাযথ তদারকি না থাকায় এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মামলা দায়ের না করায় উল্লিখিত অর্থ আদায়ের ব্যাপারে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, আপত্তিকৃত ১,৫৩,০৯,৭৭২ টাকা হতে বিজি নগদায়ন বাবদ ৩৭,২৪,২২৫.০০ টাকা সমন্বয় করা হয়েছে। মিটারে অবৈধ হস্তক্ষেপের বিষয়ে অতিরিক্ত বিল, জরিমানা এবং মিটারের মূল্য ধার্য্যের প্রশাসনিক অনুমোদন ও আইনগত ব্যবস্থার জন্য নথি প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- গ্যাস বিপণন নীতিমালা-২০০৪ এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নির্দেশ অনুযায়ী ০১ মাসের বিল বকেয়া হওয়ার পরই সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করার বিষয়ে জবাবে কিছুই উল্লেখ না করায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৩-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। কোন জবাব পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৭-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ২৩-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয়েছে যে নিরীক্ষা আপত্তির আলোকে পূর্ণাঙ্গ পুনঃজবাব প্রদানের জন্য কোম্পানীকে বলা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের মন্তব্যের আলোকে জানানো হয় যে কোম্পানি কর্তৃক গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী, ২০০৪ অনুযায়ী কার্যকরী পদক্ষপ গ্রহণ করা হয়নি। তাছাড়া জামানত অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণ অর্থ বকেয়া থাকায় প্রতীয়মান হয় যথাসময়ে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়নি। বিজি (ব্যাংক গ্যারান্টি) অতিরিক্ত অর্থ বকেয়া থাকা, বিজি নগদায়নে ব্যর্থ হওয়া, অবৈধ গ্যাস ব্যবহারের বিষয়ে যথাযথ তদারকি না থাকা এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মামলা দায়ের না করায় উল্লিখিত অর্থ আদায়ের ব্যাপারে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। সুতরাং দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে প্রমাণক প্রেরণের জন্য ১৯-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত অর্থ অবিলম্বে আদায় করা এবং অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ভবিষ্যতে গ্যাস বিপণন নীতিমালা-২০০৪ যথাযথভাবে পরিপালন নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ- ২১।

শিরোনাম ঃ সিএনজি ফিলিং স্টেশন স্থাপনের ছাড়পত্র না থাকা সত্ত্বেও সিএনজি স্টেশন স্থাপনের অনুমতি প্রদান এবং গ্যাস বিপণন নীতিমালা- ২০০৪ লংঘন এবং ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়ন করতে ব্যর্থ হওয়ায় ক্ষতি ১,৩০,১৮,১৮৩ টাকা।

বিবরণ ঃ

তিতাস গ্যাস টি এ্যান্ড ডি কোং লিঃ, কাওরান বাজার, ঢাকা এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব ২২-০১-২০১২ খ্রিঃ হতে ২৬-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময় নিরীক্ষাকালে জোবিঅ (জোনাল বিক্রয় অফিস), ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ এর নিয়ন্ত্রণাধীন সিকদার ফিলিং এ্যান্ড সার্ভিসেস (গ্রাহক সংকেত নং-৭০৬০০০৪) এর নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- সিএনজি ফিলিং স্টেশন স্থাপনের ছাড়পত্র না থাকা সত্ত্বেও সিএনজি স্টেশন স্থাপনের অনুমতি প্রদান এবং গ্যাস বিপণন নীতিমালা- ২০০৪ লংঘন এবং ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়ন করতে ব্যর্থ হওয়ায় ক্ষতি ১,৩০,১৮,১৮৩ টাকা।
- বাংলাদেশ গ্যাস আইন- ২০১০ এর অধ্যায়-৪ ধারা নং-৮(ক) এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন-২০০৩ মোতাবেক সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন এর ব্যবস্থা শুরু এবং পরিচালনা করতে BERC (Bangladesh Energy Regulatory Commision) এর নিকট হতে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে। গ্যাস বিপণন নীতিমালা- ২০০৪ এর অনুচ্ছেদ নং-৩.১ এর উপঅনুচ্ছেদ নং-৩.১.২(ঞ) এবং ৩.১.৫ মোতাবেক সিএনজি ফিলিং স্টেশন স্থাপনের পূর্বে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করতে হবে।
- গ্যাস বিল বকেয়ার জন্য গ্যাস বিপণন নীতিমালা- ২০০৪ এর অনুচ্ছেদ নং-৮ এর উপঅনুচ্ছেদ নং-৮.১(ক) ও (খ) অনুযায়ী অস্থায়ীভাবে এবং ৮.২ অনুযায়ী স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নকরণ করতে হবে এবং সংযোগ বিচ্ছিন্নের ৯০ দিনের মধ্যে পুনঃসংযোগ গ্রহণ না করা হলে স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন করতে হবে এবং বকেয়া আদায়ের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- নিরীক্ষাকালে নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, BERC এর লাইসেন্স, বিস্ফোরক পরিদপ্তর ও পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র না থাকা সত্ত্বেও সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে, যা বিধি সম্মত নয়।
- আলোচ্য সিএনজি ফিলিং স্টেশনে ২৪-০২-২০১০ খ্রিঃ তারিখে গ্যাস কমিশনিং করা হয়। জুন/২০১০ হতে ডিসেম্বর/২০১০ পর্যন্ত মোট সাত মাসের গ্যাস বিল বকেয়া থাকায় ২০-১২-২০১০ খ্রিঃ তারিখে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। গত ১৮-১০-২০১১ খ্রিঃ তারিখে গ্রাহক মোট বকেয়ার ৫১% তাৎক্ষণিক পরিশোধ ও সংশোধিত জামানতের ব্যাংক গ্যারান্টি বাবদ ৮৪,৮১,৮০০ টাকা পুনঃসংযোগ পরবর্তী ১ মাসের মধ্যে পরিশোধের শর্তে গ্যাস পুনঃসংযোগ প্রদান করা হয়। কিন্তু অঙ্গীকার মোতাবেক বকেয়ার কিস্তিও জামানত পরিশোধ না করায় পুনরায় ০৭-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। কিন্তু অঙ্গীকারের শর্ত ১৭-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখে উত্তীর্ণ হলেও তারও ১ মাস পর গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। বর্তমানে গ্রাহকের নিকট গ্যাস বিল খাতে বকেয়া ৪৫,৩৬,৩৮৩ টাকা (সুদ ব্যতীত) ও জামানত বাবদ ব্যাংক গ্যারান্টি খাতে ৮৪,৮১,৮০০ টাকাসহ মোট ১,৩০,১৮,১৮৩ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।
- গ্রাহকের বিজি নং-০৩/৬ তারিখ ৩১-০৯-২০০৬ খ্রিঃ টাকা ১২,৫০,০০০ টাকা এবং বিজি নং-২২/০৪, তারিখ ২৬-১১-২০০৮ খ্রিঃ টাকা ১৫,৮৭,১০০ টাকা মোট ব্যাংক গ্যারান্টি ২৮,৩৭,১০০ টাকার জন্য তিনবার আন্তঃ বিভাগীয় লিপি (আবিলি) প্রেরণ করা হয়েছে। জোনাল বিক্রয় অফিস (জোবিঅ), ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ হতে অদ্যাবধি ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়ন করা হয়নি। জামানত অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণ অর্থ বকেয়া থাকায় প্রতীয়মান হয় যথাসময়ে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়নি। ব্যাংক গ্যারান্টি অতিরিক্ত অর্থ বকেয়া থাকা, ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়নে ব্যর্থ হওয়ায় এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মামলা দায়ের না করায় উল্লিখিত অর্থ আদায়ের ব্যাপারে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, সিএনজি ফিলিং স্টেশন স্থাপনের জন্য অনুমতি প্রদানের দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিঃ এর অনুমতিপত্র নং-০৬.০৩.০৯ (অংশ-৬২৪) ৩৬০ তারিখ ০১-০২-২০০৩ অনুযায়ী সংযোগ দেয়া হয়েছে। ব্যাংক গ্যারান্টি নগদীকরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে । গ্রাহকের নিকট গ্যাস বিল খাতের বকেয়ার পরিমাণ ৩২,৬৬,১৭০ টাকা। ব্যাংক গ্যারান্টি নগদীকরণপূর্বক অবশিষ্ট বকেয়া আদায়ের জন্য অর্থ মামলা দায়েরের জন্য ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৩-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। কোন জবাব পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৭-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ২৩/০১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয়েছে যে নিরীক্ষা আপত্তিতে উল্লিখিত বিইআরসি এর লাইসেন্স বিস্ফোরক পরিদপ্তর ও পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ব্যতিরেকে সিএনজি স্টেশনে গ্যাস সংযোগের বিষয়ে ব্যাখ্যাসহ পুনঃজবাব প্রদানের জন্য কোম্পানীকে বলা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের মন্তব্যের আলোকে জানানো হয় যে BERC এর লাইসেন্স, বিস্ফোরক পরিদপ্তর ও পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র না থাকা সত্ত্বেও সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে যা বিধি সম্মত নয়। এছাড়া গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী , ২০০৪ অনুযায়ী কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ না করা এবং ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়ন করতে ব্যর্থ হওয়ায় আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। সুতরাং আপত্তি অনুযায়ী কার্যকরী পদক্ষপ গ্রহণ করে আপত্তিকৃত টাকা আদায়পূর্বক প্রমাণক প্রেরণের জন্য ১৯/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত অর্থ অবিলম্বে আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ভবিষ্যতে গ্যাস বিপণন নীতিমালা-২০০৪ যথাযথভাবে পরিপালন নিশ্চিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ২২।

শিরোনাম ঃ গ্যাস বিপণন নীতিমালা-২০০৪ লংঘনপূর্বক ব্যাংক গ্যারান্টি ব্যতীত শিল্পে গ্যাস সংযোগ প্রদান করায় ক্ষতি ১,৬৯,৭৪,৫৯১ টাকা।

বিবরণ ঃ

তিতাস গ্যাস টি এ্যান্ড ডি কোং লিঃ, কাওরান বাজার, ঢাকা এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব ২২-০১-২০১২ খ্রিঃ হতে ২৬-০৭-২০১২ খ্রি তারিখ পর্যন্ত সময় নিরীক্ষাকালে জোবিঅ (জোনাল বিক্রয় অফিস), সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ এর নিয়ন্ত্রণাধীন মেসার্স জিলানী মার্বেল এন্টারপ্রাইজ (গ্রাহক সংকেত নং-৩৩৭০৩০৫) এর শিল্প প্রতিষ্ঠানের নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- গ্যাস বিপণন নীতিমালা-২০০৪ লংঘনপূর্বক ব্যাংক গ্যারান্টি ব্যতীত শিল্পে গ্যাস সংযোগ প্রদান করায় ক্ষতি ১,৬৯,৭৪,৫৯১ টাকা।
- গ্যাস বিপণন নীতিমালা- ২০০৪ এর অনুচ্ছেদ নং-৩.৫ এর উপ অনুচ্ছেদ নং-৩.৫.২ অনুযায়ী গ্রাহকের জন্য প্রযোজ্য চালনা ধাঁচ অনুসারে মাসিক অনুমোদিত লোডের ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের সমপরিমাণ বিল বর্ণিত (মাসিক অনুমোদিত লোড×গ্যাস ট্যারিফ রেইট (টাকা /ঘ.মি.) ×৩ মাস) সূত্র অনুযায়ী হিসাব করে নিরাপত্তা জামানত হিসেবে প্রযোজ্য। উক্ত জামানতের এক তৃতীয়াংশ নগদ ডিডি/পে-অর্ডারের মাধ্যমে এবং বাকী দুই-তৃতীয়াংশ তফশিলী ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য গ্রহণযোগ্য ব্যাংক গ্যারান্টি অথবা লিয়েনে এফডিআর/ সঞ্চয়পত্র/ সেভিংস সার্টিফিকেট/ অন্য কোন প্রকার গ্রহণযোগ্য বন্ডের মাধ্যমে জমা করতে হবে। গ্যাসের ট্যারিফ যে তারিখ হতে বৃদ্ধি পাবে সে তারিখের পরবর্তী ৪৫ দিনের মধ্যে নূতন হারে জামানত পুনঃ নির্ধারণকরতঃ সর্বোচ্চ ৬ মাসের মধ্যে সমান ২কিস্তিতে আদায় করতে হবে।
- বকেয়া গ্যাস বিলের কারণে গ্যাস বিপণন নীতিমালা- ২০০৪ এর অনুচ্ছেদ নং-৮ এর উপধারা ৮.১ (ক) ও (খ) অনুযায়ী অস্থায়ীভাবে এবং ৮.২ অনুযায়ী স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। সংযোগ বিচ্ছিন্নের ৯০ দিনের মধ্যে পুনঃসংযোগ গ্রহণ না করা হলে স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন করতে হবে এবং বকেয়া আদায়ের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- নিরীক্ষায় দেখা যায়, মেসার্স জিলানী মার্বেল এন্টারপ্রাইজ (গ্রাহক সংকেত নং-৩৩৭০৩০৫) নগদ জামানত ১,৫৭,৯০০ টাকা ডিডি/পে-অর্ডারে জমা দিলেও ব্যাংক গ্যারান্টি বাবদ ৩,১৫,৮০০ টাকার তফশিলী ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত ৫(পাঁচ) বছরের জন্য গ্রহণযোগ্য ব্যাংক গ্যারান্টি ব্যতীত ২৯-১০-২০০৩ খ্রিঃ তারিখে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয় যা সম্পূর্ণ বিধিবহির্ভূত।
- অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহারের কারণে গ্রাহকের বিরুদ্ধে প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে বিভিন্ন পরিদর্শনে প্রাপ্ত অনিয়মের প্রেক্ষিতে মিটারে (নং-০১৩৮৯৯৬) অবৈধ হস্তক্ষেপের কারণে অতিরিক্ত বিল ১২,৬৬,৪৪৫ টাকা, জরিমানা ৬,৩৩,২২২ টাকা,ভারসাম্য জামানতের নগদ অংশ ৩,৬৩,৮৩০ টাকা, ব্যাংক গ্যারান্টি ১০,৪৭,৪৬০ টাকা, লোড বৃদ্ধি ফি ২,৫০০ টাকা নির্ধারণ করে গ্রাহককে পত্র প্রদান করা হলে গ্রাহক কোম্পানীর বিরুদ্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমা ৯৬/৪, ৮৮/৫ দায়ের করেন। গ্রাহক কর্তৃক দায়েরকৃত মোকদ্দমা নং-৮৮/৫ এ গ্রাহক ০৪-১০-২০০৫ খ্রিঃ তারিখে গ্যাস বিচ্ছিন্নের উপর মহামান্য আদালত থেকে স্থিতাবস্থা লাভ করে। গত ১৮-০৭-২০০৬ খ্রিঃ তারিখে উহা খারিজ হয়। ১০-০৫-২০০৬ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শনে গ্রাহকের আরএমএস এ প্রাপ্ত অনিয়মের প্রেক্ষিতে মিটারে (নং-০১৩৮৯৪৯) অবৈধ হস্তক্ষেপের কারণে অতিরিক্ত বিল ৩,২৫,৯৪১ টাকা ও জরিমানা ১,৬২,৯৭০ টাকা ধার্য করা হয়। লোডের বৈধতা চ্যালেঞ্জ সংক্রান্ত দেওয়ানী মোকদ্দমা ৯৬/০৪ পরবর্তীতে যুগ্ম জেলা জজ ১ম আদালত হতে অতিরিক্ত জেলা জজ আদালতে বদলী হয়ে দেওয়ানী মোকদ্দমা ৪৬/৫ হিসাবে স্থাপিত হয়। উক্ত মোকদ্দমায় গ্রাহকের পক্ষে রায় হলে আপীল মোকদ্দমা হাইকোর্টে দায়ের করা হয় যা বিচারাধীন।
- দেওয়ানী মোকদ্দমাটি খারিজ হওয়ায় গ্রাহকের সংযোগ বিচ্ছিন্নের উপর কোন নিষেধাজ্ঞা না থাকা সত্ত্বেও গ্রাহকের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়নি। উক্ত গ্রাহকের বিপরীতে বার বার অবৈধ গ্যাস ব্যবহার সংক্রান্ত অনিয়ম পাওয়া গিয়েছে।
- গ্রাহকের নিকট গ্যাস বিল বকেয়ার পরিমাণ ডিসেম্বর/২০১০ পর্যন্ত মোট ১,১১,৩১,৯৪০ টাকা এবং সুদ ০৪-০১-২০১১ খ্রিঃ পর্যন্ত ১৩,৪৯,৭৪৮ টাকা থাকায় ২৩-১২-২০১০ খ্রিঃ তারিখে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়।
- গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী-২০০৪ এর অনুচ্ছেদ নং-৮.১(ক)১ অনুযায়ী বিল ইস্যুর তারিখ হতে পরবর্তী ৪৫ দিনের গ্যাস বিল পরিশোধ ও অন্যান্য পাওনা পরিশোধ না করলে ১৫ দিনের রেজিস্টার ডাকযোগে নোটিশ প্রদানপূর্বক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে এবং ৮(খ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অবৈধ হস্তক্ষেপ ও অবৈধ গ্যাস ব্যবহারের কারণে বিনা নোটিশে সংযোগ বিচ্ছিন্নের কথা। মে/২০০৮ মাসের বিল পরিশোধের শেষ তারিখ ছিল ২৯-০৬-২০০৮ খ্রিঃ। কিন্তু ১২-০৮-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে ৪৫ দিন সময় উত্তীর্ণ হয় এবং পরিশোধ না করলে ১৫ দিনের রেজিস্টার ডাকযোগে নোটিশ

প্রদানের তারিখ ছিল ২৭-০৮-২০০৮ খ্রিঃ। কিন্তু উক্ত নোটিশ প্রদানপূর্বক উক্ত তারিখে সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করে দীর্ঘদিন পর ২৩-১২-২০১০ খ্রিঃ তারিখে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে এবং লিগাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগ কর্তৃক ০৫-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখে গ্যাস বিল বকেয়া ১,০৯,৭৪,০৪০ টাকা, অতিরিক্ত বিল ২৭,১৪,০৫২ টাকা, জরিমানা বাবদ ১৩,৫৭,০২৬ টাকা, সংযোগ বিচ্ছিন্ন ফি বাবদ ৫,০০০ টাকা এবং সুদ বাবদ ৩১-০৩-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ১৯,২৪,৪৭৩ টাকাসহ মোট ১,৬৯,৭৪,৫৯১ টাকা পরিশোধের চূড়ান্ত নোটিশ প্রদান করা হয়।

- ফলে ব্যাংক গ্যারান্টি ব্যতীত শিল্পে গ্যাস সংযোগ প্রদান করায় এবং গ্যাস বিল বকেয়াসহ বিভিন্ন কারণ থাকার পরও যথাসময়ে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করায় উক্ত ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, মামলার অজুহাতে গ্রাহক জামানতের ব্যাংক গ্যারান্টি পরিশোধে বিরত থাকে। আদালতের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হলে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ২৩-১২-২০১০ খ্রিঃ তারিখে গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। বকেয়া আদায়ের প্রয়োজনে অর্থ মামলা দায়েরের জন্য লিগ্যাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগে তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়েছে। গ্রাহকের মূল নথি লিগ্যাল এ্যাফের্য়াস বিভাগে আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- ব্যাংক গ্যারান্টি ব্যতীত শিল্পে গ্যাস সংযোগ প্রদান করে গ্যাস বিপণন নীতিমালা- ২০০৪ লঙ্ঘনের ব্যাপারে জবাবে কিছুই উল্লেখ না করায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।
- অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৩-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। কোন জবাব পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৮ দিনের মধ্যে জবাব প্রদানের জন্য ১৮-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ২৩-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয়েছে যে দ্রুত মামলা নিষ্পত্তিসহ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক পুনঃজবাব প্রদানের জন্য কোম্পানীকে বলা হয়েছে।মন্ত্রণালয়ের মন্তব্যের আলোকে জানানো হয় যে মেসার্স জিলানী মার্বেল এন্টারপ্রাইজ (গ্রাহক সংকেত নং-৩৩৭০৩০৫) নগদ জামানত ১,৫৭,৯০০ টাকা ডিডি/পে-অর্ডারে জমা দিলেও ব্যাংক গ্যারান্টি বাবদ ৩,১৫,৮০০ টাকার তফশিলী ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য গ্রহণযোগ্য ব্যাংক গ্যারান্টি ব্যতীত ২৯-১০-২০০৩ খ্রিঃ তারিখে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয় যা সম্পূর্ণ বিধিবহির্ভূত। ব্যাংক গ্যারান্টি ব্যতীত শিল্পে গ্যাস সংযোগ প্রদান এবং গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী-২০০৪ অনুযায়ী কার্যকরী পদক্ষপ গ্রহণ না করায় উক্ত ক্ষতি সাধিত হয়েছে সুতরাং বকেয়া অর্থ আদায়পূর্বক অনিয়মের জন্য দায়ী ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক প্রমাণক নিরীক্ষা কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য ১৯/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত অর্থ অবিলম্বে আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ভবিষ্যতে গ্যাস বিপণন নীতিমালা-২০০৪ যথাযথভাবে পরিপালন নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ-২৩।

শিরোনাম ঃ সরকারি স্বার্থ বিবেচনা না করে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে চুক্তির শর্ত পরিবর্তন করায় ক্ষতি ৯৯,৮৪,৬০০ টাকা।

বিবরণ ঃ

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস্ লিঃ, চিকনাগুল, সিলেট এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব ১৫-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ১৮-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে কনডেনসেট বিক্রয় সংক্রান্ত চুক্তি পত্র ও আনুষঙ্গিক রেকর্ড পত্রাদি হতে দেখা যায় যে,

- সরকারি স্বার্থ বিবেচনা না করে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে চুক্তির শর্ত পরিবর্তন করায় ক্ষতি ৯৯,৮৪,৬০০ টাকা। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট **" ট "** তে দেখানো হলো)।
- নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, সিলেট গ্যাস ফিল্ডস কর্তৃপক্ষ গ্যাস থেকে উপজাত হিসাবে প্রাপ্ত কনডেনসেট বিক্রয়ের লক্ষ্যে সুপার রিফাইনারী (প্রাঃ) লিঃ, চট্টগ্রাম এর সাথে ০২-০২-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে ০৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদী একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। চুক্তির আর্টিক্যাল-৬ এর ধারা ২ মোতাবেক ক্রেতা প্রতি লিটার কনডেনসেট ক্রয়ের বিপরীতে বিক্রেতা কে ১ টাকা রয়্যালটি হিসাবে প্রদান করবে এবং ধারা-৩ মোতাবেক সরকার কর্তৃক নির্ধারিত এসডি, ভ্যাট ইত্যাদি পরিশোধ করবে ।
- পরবর্তীতে ক্রেতার {সুপার রিফাইনারী (প্রাঃ) লিঃ} আবেদনের প্রেক্ষিতে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস কর্তৃপক্ষ (বিক্রেতা) চুক্তির অ্যার্টিক্যাল -৬ এর ২ ধারা পরিবর্তন করে "রয়্যালটির" স্থলে প্রিমিয়াম শব্দটি প্রতিস্থাপন করে।
- আয়কর অধ্যাদেশ-১৯৮৪ এর সেকশন ৫২ এ(২) মোতাবেক "রয়্যালটির" উপর ১০% হারে উৎসে কর প্রযোজ্য। ফলে ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে সুপার রিফাইনারী (প্রাঃ) লিঃ সহ আরো ০২ টি প্রতিষ্ঠানের কাছে মোট ৯,৯৮,৪৬,০০০ লিটার কনডেনসেট বিক্রয় করে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস কর্তৃপক্ষের রয়্যালটির হিসেবে প্রাপ্ত ৯,৯৮,৪৬,০০০ টাকার উপর সরকার ১০% হিসেবে (৯,৯৮,৪৬০০০ X ১০%) বা ৯৯,৮৪,৬০০ টাকা উৎসে কর প্রাপ্য ছিল। কিন্তু চুক্তির শর্ত পরিবর্তন করে রয়্যালটির স্থলে প্রিমিয়াম শব্দটি প্রতিস্থাপন করায় এবং প্রিমিয়ামের উপর উৎসে কর প্রযোজ্য না হওয়ায় সরকার উক্ত অর্থ প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়েছে। ফলে সরকারের সমপরিমাণ রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানায় যে, সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ এর উৎপাদিত এবং আইওসির ফিল্ড হতে প্রাপ্ত কনডেনসেট মেসার্স সুপার রিফাইনারী (প্রাঃ) লিঃ, একুয়া মিনারেল টারপেনটাইন এবং চৌধুরী রিফাইনারী এর নিকট বিক্রয় করা হয়ে থাকে। উক্ত বিক্রয়ের উপর প্রতি লিটারে ১(এক) টাকা প্রিমিয়াম পাওয়া যায়। ফলে নিরীক্ষাদল রয়্যালটি উল্লেখ করে কাল্পনিক ক্ষতির উল্লেখ করেছেন। যা বাস্তবসম্মত নয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- মূল চুক্তিতে রয়্যালটি শব্দটি ছিল। পরবর্তীতে রয়্যালটি শব্দটির স্থলে প্রিমিয়াম শব্দটি প্রতিস্থাপন করায় সরকার উৎসে আয়কর প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ফলে উল্লিখিত ক্ষতি হয়েছে। কাজেই আপত্তি সঠিক হিসেবে বিবেচিত।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৩-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। কোন জবাব পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৮ দিনের মধ্যে জবাব প্রদানের জন্য ১৮-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ১৩-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয়েছে যে নিরীক্ষা আপত্তির আলোকে প্রাসংগিক পুনঃজবাব প্রেরণের জন্য কোম্পানিকে বলা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কোম্পানীর জবাব অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- চুক্তি সংশোধন করে প্রিমিয়াম শব্দটির স্থলে রয়্যালটি শব্দটি পুনঃস্থাপন করার বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ক্ষতির টাকা আদায় করা এবং চুক্তি পুনঃ সংশোধন করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪।

শিরোনাম ঃ বিধিবহির্ভূতভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে জামানত প্রদান এবং অনিয়মিতভাবে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে চিকিৎসা বিল পরিশোধ করায় ক্ষতি ৫৯,২০,৬৮৯ টাকা ।

বিবরণ ঃ

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ, কাওরান বাজার, ঢাকা এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব ২২-০১-২০১২ খ্রিঃ হতে ২৬-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের চিকিৎসা বিল ও ভাউচার এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র হতে পরিলক্ষিত হয় যে,

- বিধিবহির্ভূতভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে জামানত প্রদান এবং অনিয়মিতভাবে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে চিকিৎসা বিল পরিশোধ করায় ক্ষতি ৫৯,২০,৬৮৯ টাকা ।
- চুক্তি মোতাবেক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে জামানত হিসাবে বিধিবহির্ভূতভাবে ১০,০০,০০০ টাকা জমা রাখায় এবং অনিয়মিতভাবে ১৫১ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে চিকিৎসা বিল বাবদ ৪৯,২০,৬৮৯ টাকা পরিশোধ করায় প্রতিষ্ঠানের উল্লিখিত ক্ষতি হয়েছে।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও তিতাস গ্যাস টি এ্যান্ড ডি কোং লিঃ এর কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং তাদের পোষ্যদের চিকিৎসা সংক্রান্ত চুক্তিপত্র মোতাবেক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিৎসা ও বিবিধ প্রয়োজনে ১০,০০,০০০ টাকা জামানত রাখার শর্ত থাকায় তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ উক্ত মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে জামানত বাবদ উক্ত অর্থ জমা রাখেন যা তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষের ০৮-০১-২০০৩ খ্রিঃ তারিখের ৩/০৩ নং আদেশের পরিপন্থী। উক্ত আদেশ মোতাবেক এ ধরনের চিকিৎসা সুবিধা বন্ধ রাখার নির্দেশ রয়েছে।
- এছাড়া জাতীয় বেতন স্কেল-২০০৯ মোতাবেক প্রত্যেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী মাসিক ৭০০ টাকা হারে চিকিৎসা ভাতা গ্রহণ করা সত্ত্বেও তিতাস গ্যাস কোম্পানী লিঃ কর্তৃক আলোচ্য অর্থ বছরে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের অপারেশন, বেড ভাড়া, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং অর্থোপেডিক চিকিৎসা খরচ বাবদ ৪৯,২০,৬৮৯ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।
- উল্লেখ্য, মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট এর আপিল বিভাগের ০৭-০১-২০০৩ খ্রিঃ তারিখে প্রদত্ত রায় মোতাবেক তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষের ০৮-০১-২০০৩ খ্রিঃ তারিখে দপ্তর আদেশ নং-৩/০৩ এর মাধ্যমে প্রচলিত চিকিৎসা সুবিধা বন্ধের আদেশ থাকা সত্ত্বেও তা বহাল রাখা হয়েছে। তাছাড়া মাসিক বেতনের সাথে চিকিৎসা ভাতা বাবদ ৭০০ টাকা প্রদানের পরও এবং তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানায় যে, ০৭-০১-২০০৩ খ্রিঃ তারিখের মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট এর প্রদত্ত রায়ের প্রেক্ষিতে এবং দপ্তরাদেশ নং-৩/০৩ মোতাবেক ০৮-০১-২০০৩ খ্রিঃ তারিখ হতে প্রচলিত চিকিৎসা সুবিধা বন্ধ করা হয়। পরবর্তীতে মন্ত্রি পরিষদ বিভাগের কমিটি বিষয়ক আদেশ মোতাবেক এবং ২৩-১০-২০০৫ খ্রিঃ তারিখের ৫১৬তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে পুনরায় উক্ত সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক বাতিলকৃত সুবিধা মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ বা কোম্পানীর পরিচালনা বোর্ডের প্রদান করার এখতিয়ার নেই বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৩-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। কোন জবাব পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৭-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ২৩-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয়েছে যে কোম্পানীর জবাবের আলোকে নিস্পত্তির সুপারিশ করার কথা বলেছে। মন্ত্রণালয়ের মন্তব্যের আলোকে জানানো হয় যে জাতীয় বেতন স্কেল-২০০৯ মোতাবেক প্রত্যেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী মাসিক ৭০০ টাকা হারে চিকিৎসা ভাতা প্রাপ্যতা সত্ত্বেও তিতাস গ্যাস কোম্পানী লিঃ কর্তৃক আলোচ্য অর্থ বছরে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের অপারেশন, বেডভাড়া, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং অর্থোপেডিক চিকিৎসা খরচ বাবদ ৫৯,২০,৬৮৯ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। সুতরাং চিকিৎসা খরচ বাবদ পরিশোধিত

অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে আদায়পূর্বক প্রমাণক প্রেরণের জন্য ১৯-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- চিকিৎসা বিল বাবদ পরিশোধিত অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে আদায় করা এবং বিধিবহির্ভূতভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে জামানতকৃত অর্থ অবিলম্বে ফেরৎ আনা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ- ২৫।

শিরোনাম ঃ সরেজমিন যাচাইয়ে স্টোরে বিভিন্ন সাইজের টেপ ও পাইপ কম/ ঘাটতি হওয়ায় সংস্থার ক্ষতি ৪৩,৮৪,৫৯৯ টাকা।

বিবরণ ঃ

তিতাস গ্যাস টি এ্যান্ড ডি কোং লিঃ,কাওরান বাজার, ঢাকা এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব ২২-০১-২০১২ খ্রিঃ হতে ২৬-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে কোম্পানীর ভান্ডারে রক্ষিত মালামালের সরেজমিন যাচাই প্রতিবেদন, বিনকার্ড, মালামালের প্রাপ্তি স্বীকারপত্র এবং স্টোর একাউন্টস পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- সরেজমিন যাচাইয়ে স্টোরে বিভিন্ন সাইজের টেপ ও পাইপ কম/ঘাটতি হওয়ায় সংস্থার ক্ষতি ৪৩,৮৪,৫৯৯ টাকা। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট " ঠ " এ দেখানো হলো)।
- বিস্তারিত নিরীক্ষায় ভান্ডারে/স্টোরে রক্ষিত মালামালের সরেজমিন যাচাই প্রতিবেদন, বিনকার্ড, মালামালের প্রাপ্তি স্বীকারপত্র এবং স্টোর একাউন্টস যাচাইয়ে স্টোরে বিভিন্ন সাইজের কালো ও সাদা টেপ মোট ৮৬৬.৮৯ রোল কম/ঘাটতি হওয়ায় সংস্থার ২৬,০১,৭৬১ টাকা ক্ষতি হয়েছে। ঘাটতির কারণ সম্বলিত কোন তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।
- তাছাড়া সরেজমিন যাচাই প্রতিবেদন, পাইপ প্রাপ্তি রেজিস্টার এবং স্টোর একাউন্টস যাচাইয়ে স্টোরে বিভিন্ন সাইজের ১৩৬৬.২০ মিটার পাইপ কম/ ঘাটতি হওয়ায় সংস্থার ১৭,৮২,৮৩৮ টাকা ক্ষতি হয়েছে। এক্ষেত্রেও ঘাটতির কারণ সম্বলিত কোন তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।
- ফলে প্রতিষ্ঠানের মোট ক্ষতি (২৬,০১,৭৬১+১৭,৮২,৮৩৮) বা ৪৩,৮৪,৫৯৯ টাকা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, (ক) টেপের হিসাব ও প্রকৃত মজুদের এই গরমিল বহু পূর্বের। তদানীন্তন ব্যবস্থাপক (ভান্ডার) জানান চুরি হওয়া টেপসহ চোর ধরা হয়েছিল। চুরি করা টেপগুলো ভান্ডারে ফেরত দেয়া হয়েছিল। সে সময় কি পরিমাণ টেপ চুরি হয়েছিল এবং কি পরিমাণ ফেরত পাওয়া গিয়েছিল, পূর্বে সে বিষয়ে নিশ্চিতকরণের জন্য টেপের প্রকৃত মজুদ অবস্থা গণনা করা হয়নি। গণনা করা হলে প্রকৃত ঘাটতি পরিলক্ষিত হতো। তাছাড়া ২" টেপের Crisis period এ ৪" টেপ কেটে ২" টেপ বানিয়ে তৎকালীন সময়ে ভান্ডার থেকে সরবরাহ করা হয়। যার ফলে টেপের হিসাবে ৬৯৮.৬৫ রোলের গরমিল বা কম মজুদ পাওয়া যায়। (খ) ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের আলোচ্য নিরীক্ষাকালে ২",৬",৮" এবং ১০" ব্যাসের এমএস পাইপ কম মজুদ পরিলক্ষিত হয়। উক্ত সাইজের পাইপসমূহ পরবর্তীতে গণনা করে রেজিস্টার অনুযায়ী সঠিক মজুদ পাওয়া যায় এবং মিলকরণ করা হয়। ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের নিরীক্ষাকালে বর্ণিত ব্যাসের পাইপসমূহ বিভিন্ন স্ট্যাকে থাকায় গণনায় এবং হিসাবে কম/বেশী পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তীতে পুনঃ গণনা করে রেজিস্টারের ব্যালেন্সের সাথে মিলকরণ করা হয়েছে। বর্তমানেও উল্লিখিত ব্যাসের পাইপের মজুদ সঠিক আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ গরমিলের বিষয়টি পূর্বের হলে যথাযথ তদন্তপূর্বক বিষয়টি সমাধান করা হয়নি। তাছাড়া ৪" টেপকে ২" বানিয়ে ইস্যু করলে স্টোরে টেপের পরিমাণ কম না হয়ে বেশী হওয়ার কথা। আপত্তির পাইপের অংশের জবাবের সাথে কোন প্রমাণক উপস্থাপন করা হয়নি।
- অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৩-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। কোন জবাব পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৭-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ২৩-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয়েছে যে (ক) জবাবের আলোকে নিষ্পত্তির সুপারিশ করার কথা বলেছে। (খ) তদন্ত কমিটির সুপারিশের আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক পুনঃ জবাব প্রদানের জন্য কোম্পানীকে বলা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের মন্তব্যের আলোকে জানানো হয় যে গড়মিলের বিষয়টি পূর্বের হলেও যথাযথ তদন্তপূর্বক এর সমাধান করা হয়নি বরং ৪ ইঞ্চি টেপকে ২ ইঞ্চি বানিয়ে তৎকালীন সময়ে ভান্ডার থেকে সরবরাহ করা হয়। যার ফলে টেপের হিসাবে ৬৯৮.৬৫রোলের গরমিল বা কম মজুদ পাওয়া যায়। সুতরাং বিস্তারিত তদন্তপূর্বক স্টোরে বিভিন্ন সাইজের টেপের/পাইপের সঠিকতা যাচাই/নির্ণয় করা এবং ঘাটতির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ক্ষতির

টাকা আদায় করে প্রমাণক প্রেরণের জন্য ১৯-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বিস্তারিত তদন্তপূর্বক স্টোরে বিভিন্ন সাইজের টেপের/ পাইপের সঠিকতা যাচাই/ নির্ণয় করা এবং ঘাটতির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ক্ষতির টাকা আদায় করা প্রয়োজন।

তৃতীয় অধ্যায়

(চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্যসমূহ)

অনুচ্ছেদ- ০১।

শিরোনাম ঃ গ্যাস ট্রান্সমিসন কোম্পানী লিঃ (জিটিসিএল), ঢাকা এর ২০১০-১১ অর্থ বছরের হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য ।

বিবরণ ঃ

গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিঃ (জিটিসিএল), ঢাকা এর ২০১০-১১ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য বহিঃ নিরীক্ষক (সিএ ফার্ম) কে ১৪/১২/২০১০ খ্রিঃ তারিখে নিয়োগ দেয়া হয়। বহিঃ নিরীক্ষক কর্তৃক ২০/১০/২০১১ খ্রিঃ তারিখে মতামতসহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয় । প্রতিষ্ঠানটির ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় ২০১০-২০১১ অর্থবছরের হিসাব ১৭/১২/২০১১ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত হয় । উক্ত চূড়ান্ত হিসাব মূল্যায়নের পর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষা মন্তব্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহকৃত আর্থিক পর্যালোচনা হতে প্রতিষ্ঠানটির গ্যাস সঞ্চালন সংক্রান্ত একটি পরিসংখ্যান **পরিশিষ্ট-১/১** এ দেখানো হলো। বর্ণিত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় গ্যাস সঞ্চালন ক্ষমতা একই থাকলেও গ্যাস সঞ্চালন লক্ষ্যমাত্রা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় সামান্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত গ্যাস সঞ্চালন হয়েছে লক্ষমাত্রার ৯৯.৬০%। অর্থাৎ পূর্ববর্তী বছরে লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা প্রকৃত সঞ্চালন বৃদ্ধি পেলেও চলতি বছরে তা হ্রাস পেয়েছে। ক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সঠিক মাত্রায় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতঃ তা পূর্ণমাত্রায় অর্জনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

২) আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির Profit & Loss Account পর্যালোচনা করে ব্যবসায়িক কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান **পরিশিষ্ট-১/২** এ দেখানো হলো। বর্ণিত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের তুলনায় ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে গ্যাস সঞ্চালন আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ২.৪৫% পাশাপাশি গ্যাস সঞ্চালন পরিব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ২.৫১%। তবে আয়ের তুলনায় ব্যয় কম হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটির স্থূল লাভ হয়। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় আলোচ্য বছরে প্রশাসনিক ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় এবং বিবিধ আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রতিষ্ঠানটি নিট লাভ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৮.৫৩% বৃদ্ধি পায়। ফলে পুঞ্জিভূত লাভের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়ে ৩০-৬-২০১১ তারিখে ১৩৯২১৯.৮৮ লক্ষ টাকায় দাঁড়িয়েছে। প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যয়সহ সম্ভাব্য সবক্ষেত্রে ব্যয় নিয়ন্ত্রক পূর্বক লাভের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৩) প্রতিষ্ঠানটির ৩০/৬/২০১১ খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রের চলতি সম্পদ অংশে (নোট-১৫) অগ্রিম, জমা ও পূর্ব পরিশোধ খাতে ১২৪,৯৭,৯২,১৪৫ টাকা অনাদায়ী/অসমন্বিত দেখানো হয়েছে। এর মধ্যে ক্রয়, বোনাস প্রকল্পে লিজ ফাইন্যান্সিং বেতন, টিএ, ডিএ অগ্রিম রয়েছে। বছরভিত্তিক বিশ্লেষণ প্রদান পূর্বক সমুদয় অনাদায়ী টাকা সত্বর আদায়/সমন্বয়ের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

৪) প্রতিষ্ঠানটির ৩০/৬/২০১১ খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রে চলতি সম্পদ অংশে (নোট-১৪) ইনভেন্টরী খাতে ৩০,১১,১৮,৮৮২ টাকা দেখানো হয়েছে। এর মধ্যে ৪৮,৩৪,০৯০ টাকা Goods in transit খাতে প্রদর্শিত হয়েছে। পথিমধ্যে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রদর্শনের কারণ উল্লেখসহ সমুদয় অনাদায়ী টাকা সত্বর আদায়/সমন্বয়ের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

৫) প্রতিষ্ঠানটির ৩০/৬/২০১১ খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রে (নোট-১৮ ও ১৯) গ্রুপ কোম্পানীর নিকট প্রাপ্য হিসাবে গ্যাস এবং কনডেনসেট সঞ্চালন ও চলতি হিসাব খাতে যথাক্রমে ২২০,৯২,১২,৫৩২ টাকা ও ৬,০৪,৯৬,[illegible]৭৪ টাকা দেখানো হয়েছে। গ্যাস এবং কনডেনসেট সঞ্চালন বাবদ জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ এর হুইলিং চার্জ বাবদ প্রাপ্য ৪১,২৭,২৬,৩২৪ টাকার মধ্যে এমএসটিই প্লান্টে গ্যাস সঞ্চালন বাবদ হুইলিং চার্জ ২৬,৯৬,১৯,০০০ টাকার যে Dispute রয়েছে তা সবার জন্য যে পদ্ধতিতে আদায় করা হয় সে পদ্ধতিতে আদায় হওয়া প্রয়োজন। অন্যদিকে তিনটি কোম্পানীকে কনডেনসেট ডেলিভারী বাবদ পেট্রোবাংলার সাথে ১৩,০৬,৭২,০০০ টাকা dispute রয়েছে। প্রজেক্ট ইনপ্লিমেনটেশন ইউনিট (PIU) এর Dissolution Accounts অনুযায়ী প্রাপ্য হিসাবের সমুদয় টাকা সত্বর আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৬) প্রতিষ্ঠানটির ৩০/৬/২০১১ খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রে (নোট -১৬) কর্মচারীদের নিকট আদায়যোগ্য ৫০,০৯,০২৬ টাকা দেখানো হয়েছে। এর মধ্যে বহুদিনের অর্থাৎ ১৯৯৫-৯৬ হতে ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের পাওনা টাকাও রয়েছে। বছরভিত্তিক বিশ্লেষণ প্রদান পূর্বক সমুদয় অনাদায়ী টাকা আদায়/সমন্বয় করা প্রয়োজন।

৭) জিটিসিএল এর ১৯৯৩-১৯৯৫ অর্থ বছর হতে ২০০৯-২০১০ অর্থ বছর পর্যন্ত ২৪৯টি অডিট আপত্তি এবং জিটিসিএল এর আওতায় বাস্তবায়িত ৬টি প্রকল্পের ১৯৯৩-১৯৯৮ হতে ২০০৩-২০০৫ অর্থ বছর পর্যন্ত ৭৪টি অডিট আপত্তিসহ মোট ৩২৩টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ২০৬টি অনুচ্ছেদ মীমাংসা করা হয়েছে। অবশিষ্ট অমীমাংসিত অনুচ্ছেদ ১১৭টি। বিস্তারিত বিবরণ **পরিশিষ্ট-১/৩** এ দেয়া হলো।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

সঠিকভাবে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, গ্যাস সঞ্চালন আয় বৃদ্ধি, গ্যাস সঞ্চালন পরিব্যয় হ্রাস ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণপূর্বক প্রতিষ্ঠানটির আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতাসমূহ পরিহার করে একটি সফল ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে উপরে বর্ণিত নিরীক্ষা মন্তব্যসমূহের আলোকে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ০২।

শিরোনাম ঃ তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোং লিঃ,ঢাকা এর ২০১০-১১ অর্থ বছরের হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য।

বিবরণ ঃ

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোং লিঃ, ঢাকা এর ২০১০-১১ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য বহিঃ নিরীক্ষক (সিএ ফার্ম)-কে ৩০/১২/২০১০ খ্রিঃ তারিখে নিয়োগ দেয়া হয়। বহিঃ নিরীক্ষক কর্তৃক ৩১/১০/২০১১ খ্রিঃ তারিখে মতামতসহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় ২০১০-২০১১ অর্থবছরের হিসাব ২৭/১১/২০১১ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত হয়। উক্ত চূড়ান্ত হিসাব মূল্যায়নের পর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষা মন্তব্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১) আলোচ্য সময়ে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোং লিঃ ঢাকা এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের গ্যাস সংযোগের তুলনামূলক পরিসংখ্যান **পরিশিষ্ট-২/১** এ দেয়া হলো। বর্ণিত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় যে, আবাসিক গ্যাস সংযোগের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রকৃত গ্যাস সংযোগ কম এবং শিল্প খাতে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে মাত্র ১.৩৪%। এছাড়া ২০০৯-১০ অর্থ বছরের বিদ্যুৎ খাতে ও ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে বাণিজ্যিক, বিদ্যুৎ ও সি এন জি খাতে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ না করার কারণ ব্যাখ্যাসহ গ্যাস সংযোগের সঠিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ পূর্বক তা অর্জনে প্রচেষ্টা গ্রহণ করা আবশ্যক।

২) কোম্পানির ব্যবসায়িক কার্যক্রমের তুলনামূলক পরিসংখ্যান **(পরিশিষ্ট-২/২)** এ দেখা যায় ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের বিক্রয় বৃদ্ধি পেলেও বিক্রয় পরিব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৩.৯৭% এবং প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ২৫.০৬%। নিট লাভ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৮.৫৭%। বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও বিক্রয় পরিব্যয় তুলনামূলক বেশী হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যয়সহ সম্ভাব্য সর্বক্ষেত্রে ব্যয় নিয়ন্ত্রণপূর্বক প্রতিষ্ঠানটিকে লাভজনক পর্যায়ে উন্নীত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

৩) স্থিতিপত্রের নোট -১৮ অনুযায়ী ৩০/০৬/২০১১ তারিখে বিবিধ দেনাদার খাতের পাওনা টাকার মধ্যে কু- ঋণ ও সন্দেহজনক খাতে ৪৩৪০৯.২৫ লক্ষ টাকা প্রভিশন বাদে ১৫২৫৩৫.০৩ লক্ষ টাকা অনাদায়ী দেখানো হয়েছে। অতি সত্বর সমুদয় অনাদায়ী টাকা আদায়/সমন্বয়ের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন ।

৪) Bad Debts অংশে ২০০৯-১০ আর্থিক সালে মোট টাকার উপর ৩% প্রভিশন করা হয়েছে। উক্ত টাকা আদায় করা হয়ে থাকলে হিসাবভুক্ত হয়েছে কিনা উহার প্রমানক ও তালিকা এবং ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে অনাদায়ী টাকার হালনাগাদ অবস্থা জানানোসহ ব্যাখ্যা প্রদান আবশ্যক।

৫) স্থিতিপত্রের Currents Assests অংশে নোট -১৭ অনুযায়ী ৩০/০৬/২০১১ তারিখে অগ্রিম, জমা ও পূর্ব পরিশোধ খাতে ২৪১৯.৫৭ লক্ষ টাকা অনাদায়ী/অসমন্বয়িত প্রদর্শিত হয়েছে। উল্লিখিত সমুদয় টাকার বছরভিত্তিক বিশ্লেষণ প্রদানসহ নিরাপত্তা জমা ব্যতীত সমুদয় অনাদায়ী টাকা সত্বর আদায়/সমন্বয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

৬) Store in Transit খাতে কোন কোন অবস্থায় মালামাল রয়েছে জানানো আবশ্যক।

৭) Workers profit participation fund এর অর্থ সংরক্ষণ ও বিতরণ সংক্রান্ত প্রমাণক তথ্যাদি প্রেরণ করা আবশ্যক। উল্লেখ্য যে, সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মচারীদের প্রকৃত শ্রমিক হিসাবে গন্য ব্যক্তির তালিকা এবং প্রদেয় অর্থের উপযুক্ত প্রমানক প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল।

৮) Inventories খাতে অপ্রচলিত/ধীরগতি সম্পন্ন মালামালের পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত পূর্বক এবং বাৎসরিক পরিদর্শন প্রতিবেদন সংযোজন আবশ্যক।

৯) ১৯৭২-১৯৭৫ অর্থ বছর হতে ২০০৯-২০১০ অর্থ বছর পর্যন্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের মোট ১২৮৬ টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ৮৫৪ টি অনুচ্ছেদ মীমাংসা করা হয়েছে। অবশিষ্ট অমীমাংসিত অনুচ্ছেদ ৪৩২ টি। বিস্তারিত বিবরণ **পরিশিষ্ট-২/৩** এ দেখানো হলো।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

সঠিকভাবে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, গ্যাস সঞ্চালন আয় বৃদ্ধি, গ্যাস সঞ্চালন পরিব্যয় হ্রাস ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণপূর্বক প্রতিষ্ঠানটির আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতাসমূহ পরিহার করে একটি সফল ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে উপরে বর্ণিত নিরীক্ষা মন্তব্যসমূহের আলোকে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ০৩।

শিরোনাম ঃ বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড, বি-বাড়িয়া এর ২০১০-১১ অর্থ বছরের হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড, বি-বাড়িয়া এর ২০১০-১১ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য বহিঃ নিরীক্ষক (সিএ ফার্ম)-কে ১২/১০/২০১০ খ্রিঃ তারিখে নিয়োগ দেয়া হয়। বহিঃ নিরীক্ষক কর্তৃক ০৮/০১/২০১২ খ্রিঃ তারিখে মতামতসহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয় । প্রতিষ্ঠানটির ৫৬তম বার্ষিক সাধারণ সভায় ২০১০-২০১১ অর্থবছরের হিসাব ২৬/০১/২০১২ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত হয়। উক্ত চূড়ান্ত হিসাব মূল্যায়নের পর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষা মন্তব্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১) আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহকৃত আর্থিক পর্যালোচনা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন সংক্রান্ত তুলনামূলক পরিসংখ্যান **পরিশিষ্ট-৩/১** এ দেয়া হলো। বর্ণিত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় যে, পূর্ববর্তী অর্থবছরের তূলনায় ২০১০-২০১১ অর্থবছরে এম,এস (লিটার) এবং এইচ এস ডি (লিটার) এর প্রকৃত উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া কনডেনসেট (লিটার) এর উৎপাদন ক্ষমতা ও লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হচ্ছে না। কনডেনসেট (লিটার) এর উৎপাদন ক্ষমতা ও লক্ষ্যমাত্রা ধার্য না করার কারণ এবং এম এস (লিটার) ও এইচ এস ডি (লিটার) কম উৎপাদন হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা ও নতুন গ্যাস ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণসহ সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে পুরাতন কূপের সংস্কার করতঃ উৎপাদনক্ষম কূপ সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করা আবশ্যক।

২) সিএ ফার্ম কর্তৃক প্রণীত Income Statement পর্যালোচনা করে আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসায়িক কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান **পরিশিষ্ট-৩/২** এ দেখানো হলো। বর্ণিত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের তুলনায় ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে বিক্রয় এবং বিক্রয় পরিব্যয় হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ৫.৭১% ও ৬.৮৮%। ফলে ২০০৯-১০ অর্থ বছরের তুলনায় ২০১০-১১ অর্থ বছরে স্থূল লাভ ও নিট লাভের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ১৪.৯২% ও ১১.০৫%। বিক্রয় বৃদ্ধি, বিক্রয় পরিব্যয় এবং প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যয় হ্রাস করতঃ প্রতিষ্ঠানটিকে লাভজনক পর্যায়ে উন্নীত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৩) প্রতিষ্ঠানটির ৩০/০৬/২০১১ খ্রিঃ তারিখে প্রণীত স্থিতিপত্রের নোট-১৬ হতে Inventories of Store & Other Materials খাতে ২৪৭৪.০১ লক্ষ টাকার মালামাল দেখানো হয়েছে। উক্ত খাতাধীন General store and Spares উপখাতে বিপুল পরিমাণ মালামাল থাকা সত্বেও নতুনভাবে মালামাল ক্রয় করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনের অতিরিক্ত মালামাল ক্রয়ের সাবধানতা অবলম্বনপূর্বক মজুদকৃত মালামালের মধ্যে ধীরগতি সম্পন্ন, অপ্রচলিত ও খুচরা যন্ত্রাংশ অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে রাখার কারণ উল্লেখপূর্বক এ জাতীয় মালামালের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুতসহ উহা সরবরাহ করার জন্য এবং অপ্রয়োজনীয় মালামাল হিসাবমুক্ত (Write off) করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৪) প্রতিষ্ঠানটির ৩০/০৬/২০১১ খ্রিঃ তারিখে প্রণীত স্থিতিপত্রের নোট-১৭ হতে অগ্রিম, জমা ও পূর্ব পরিশোধ খাতে ২০৬০.৭৭ লক্ষ টাকা অনাদায়ী/অসমন্বিত দেখানো হয়েছে। যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বেশি। তন্মধ্যে ৩১/০৫/২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ২০৩৯.৯৬ লক্ষ টাকা আদায়/সমন্বয় হয়েছে। বছরভিত্তিক বিশ্লেষণ প্রদানপূর্বক সমুদয় অনাদায়ী টাকা সত্বর আদায়/সমন্বয় এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

৫) প্রণীত ৩০/০৬/২০১১ তারিখের স্থিতিপত্রের নোট-১৯ এ ব্যবসায়ী দেনাদার খাতে ১০০৪২.২২ লক্ষ টাকা অনাদায়ী/অসমন্বিত প্রদর্শিত হয়েছে। বছরভিত্তিক বিশ্লেষণ প্রদানপূর্বক সমুদয় অনাদায়ী টাকা আদায়/সমন্বয় এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৬) ১৯৮২-১৯৮৩ অর্থবছর হতে ২০০৮-২০১০ অর্থবছর পর্যন্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের মোট ৪৮৪টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ২৩৭টি অনুচ্ছেদ মীমাংসা করা হয়েছে। অবশিষ্ট অমীমাংসিত অনুচ্ছেদ ২৪৭টি। বিস্তারিতবিবরণ **পরিশিষ্ট-৩/৩** তে দেখানো হলো।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

প্রতিষ্ঠানটির আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতাসমূহ পরিহার করে বিক্রয় পরিব্যয় হ্রাস ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণ এবং বিবিধ আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি সফল ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে উপরে বর্ণিত নিরীক্ষা মন্তব্যসমূহের আলোকে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ০৪।

শিরোনাম ঃ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এ্যান্ড প্রোডাকশন কোং লিঃ (বাপেক্স), ঢাকা এর ২০১০-১১ অর্থ বছরের হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন কোং লিঃ (বাপেক্স), ঢাকা এর ২০০৭-২০০৮ অর্থবছর হতে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত হিসাব নিরীক্ষার জন্য বহিঃ নিরীক্ষক (সিএ ফার্ম)-কে যথাক্রমে ৩১/১২/২০০৭ খ্রিঃ, ০১/১২/২০০৮ খ্রিঃ, ৩১/১২/২০০৯ খ্রিঃ এবং ২৭/০২/২০১১ খ্রিঃ তারিখে নিয়োগ দেয়া হয়। বহিঃ নিরীক্ষক কর্তৃক ২০০৭-২০০৮, ২০০৮-২০০৯, ২০০৯-২০১০, ২০১০-২০১১ অর্থবছরের হিসাব যথাক্রমে ২৩/০৯/২০০৮, ০৭/১০/২০০৯, ২১/১১/২০১০ এবং ২৮/১১/২০১১ খ্রিঃ তারিখে মতামতসহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির ১৯তম, ২০তম, ২১তম, ২২তম বার্ষিক সাধারণ সভায় ২০০৭-২০০৮ (১০/১১/২০০৮), ২০০৮-২০০৯ (১২/১১/২০০৯), ২০০৯-২০১০ (০৬/১২/২০১০), ২০১০-২০০১ (১৫/১২/২০১১) অর্থবছরের হিসাব অনুমোদিত হয়। উক্ত চূড়ান্ত হিসাব মূল্যায়নের পর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষা মন্তব্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১) আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির ৩০/০৬/২০১১ খ্রিঃ তারিখ এর Income Statement থেকে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসায়িক কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান **পরিশিষ্ট-৪/১** এ দেখানো হলো। বর্ণিত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায়, ২০০৬-২০০৭ অর্থবছরের তুলনায় ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে পরিচালনা আয় হ্রাস পেলেও ২০০৭-২০০৮ অর্থবছর হতে ২০০৯-২০১০ অর্থবছর পর্যন্ত পরিচালনা আয় বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ২০০৯-১০ অর্থবছরের তুলনায় ২০১০-২০১১ অর্থবছরে পরিচালনা আয় পুনরায় হ্রাস পেয়েছে। পাশাপাশি বিবিধ আয় খাতে ২০০৬-০৭ অর্থবছর হতে ২০০৮-০৯ অর্থবছর পর্যন্ত আয় হ্রাস পেয়েছে কিন্তু ২০০৮-০৯ অর্থবছর হতে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিসংখ্যান হতে আরও দেখা যায় যে, ২০০৬-০৭ অর্থবছরের তুলনায় ২০০৭-০৮, ২০০৮-০৯ ও ২০০৯-১০ অর্থবছরে নিট লাভ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেলেও ২০০৯-১০ অর্থবছরে তুলনায় ২০১০-১১ অর্থবছরে নিট লাভ ২৩৫.৬২ লক্ষ টাকা হ্রাস পেয়েছে। অপরদিকে প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যয় ২০০৬-০৭ অর্থবছর হতে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছে। পরিচালনা আয় ও বিবিধ আয় বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে এবং অন্যান্য ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করতঃ পুঞ্জীভূত ক্ষতি কমানোর প্রচেষ্টা গ্রহণ করা আব্যশক।

২) প্রতিষ্ঠানটির ৩০/০৬/২০১১ খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রের অগ্রিম, জমা ও পূর্ব পরিশোধ (নোট-১৫) খাতে ৬২৯৪.৭০ লক্ষ টাকা অসমন্বয়িত প্রদর্শিত হয়েছে। এই অর্থের মধ্যে অগ্রিম খাতে ৬১৪১.২০ লক্ষ টাকা ও জমা খাতে ১৫৩.৫০ লক্ষ টাকা প্রদর্শিত হয়েছে। বছরভিত্তিক বিশ্লেষণ প্রদানসহ নিরাপত্তা জমা ব্যতীত সমুদয় অসমন্বয়িত টাকা সমন্বয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

৩) প্রতিষ্ঠানটির ৩০/০৬/২০১১ খ্রিঃ তারিখের Balance Sheet (নোট-১৬) এ ব্যবসায়িক/ বিবিধ দেনাদার খাতে ১১৩৫২.৭৬ লক্ষ টাকা অনাদায়ী/অসমন্বিত দেখানো হয়েছে। তন্মধ্যে Operating (নোট-১৬) খাতে BGSI, BGFCL, PDB, Petrobangla, SGFL, KGDCL, TGTDCL ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের নিকট ৪৩৩২.০১ লক্ষ টাকা এবং বাপেক্স মার্জিন (নোট-১৬.০২) বাবদ ৭০২০.৭৫ লক্ষ টাকা অনাদায়ী/অসমন্বিত রয়েছে। উক্ত টাকা আদায়ের প্রমানক সংযোজনসহ সত্বর সমুদয় টাকা আদায় সমন্বয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

৪) প্রতিষ্ঠানটির ৩০/০৬/২০১১ খ্রিঃ তারিখের Balance Sheet (নোট-১৭) এ Other Receivable খাতে ৩৩৮৭.৩৩ লক্ষ টাকা অনাদায়ী/অসমন্বিত প্রদর্শিত হয়েছে। উক্ত টাকা আদায়ের প্রমানক সংযোজনসহ সত্বর সমুদয় টাকা আদায় সমন্বয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

৫) প্রতিষ্ঠানটির Balance Sheet এর Current Liabilities অংশে Trade Creditors and Accruals (নোট-২২) খাতাধীন Gas, Electricity বাবদ ২.৬৫ লক্ষ টাকা প্রদর্শিত হয়েছে। এই বকেয়ার প্রবণতা পূর্ব থেকেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যথাসময়ে বিল পরিশোধ না করা হলে সারচার্জ প্রদান করতে হয়। অর্জিত লভ্যাংশ হতে অন্যান্য বিল পরিশোধ করা হলেও উক্ত খাতে বিল পরিশোধ না করার কারণ ব্যাখ্যাসহ পূর্ববর্তী বছরের বিল পরিশোধের কপি সংযোজন আবশ্যক।

৬) আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির ৩০/০৬/২০১১ খ্রিঃ তারিখের প্রণীত Balance Sheet এর Current Assets খাতের Inventories of Stores and Others Materials (নোট-১৪) উপখাতে ৫৩৬১১.৫৩ লক্ষ টাকায় মালামাল উত্তীর্ণ হয়েছে। বিগত বছরে বিভিন্ন Item wise মালামাল মজুদ থাকা সত্বেও বর্তমান বছরে উহা Item wise বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যাসহ প্রয়োজনের অতিরিক্ত মালামাল ক্রয়ের সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক। এছাড়া Store in Transit উপখাতে ২৫৫৮৬.৭২ লক্ষ টাকা প্রদর্শিত হয়েছে। উক্ত মালামাল কোথায় কোন অবস্থায় আছে তার বিবরণ প্রদানপূর্বক এবং মজুদকৃত মালামালের বছরভিত্তিক তালিকা প্রস্তুতসহ এর অনুকূলে Store Verification Certificate সংযোজনসহ অপ্রয়োজনীয় মালামাল হিসাব বর্হিভুক্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

৭) প্রতিষ্ঠানটির ৩০/০৬/২০১১ খ্রিঃ তারিখের প্রণীত Management Report এর অনুচ্ছেদ-4 হতে দেখা যায়, রেজিষ্টারে স্থায়ী সম্পত্তির অবস্থান, আইডেনটিফিকেশন নাম্বার, প্রয়োজনীয় তথ্যের কাগজপত্র ইত্যাদি প্রদর্শন করা হয়নি। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সম্পদের কোন বীমা করা হয়নি। ফলশ্রুতিতে অনাকাংখিত ক্ষতি এড়ানোর জন্য স্থায়ী সম্পদেও বীমা করা ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি রেজিষ্টারে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

৮) ১৯৮১-১৯৮২ অর্থবছর হতে ২০০৯-২০১০ অর্থবছর পর্যন্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের মোট ৫৮৬ টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ৩৬২ টি মীমাংসা করা হয়েছে। অবশিষ্ট ২২৪ টি অমীমাংসিত অনুচ্ছেদ মীমাংসাকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন বিস্তারিত বিবরণ **পরিশিষ্ট-৪/২** এ দেখানো হলো।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

প্রতিষ্ঠানটির আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতাসমূহ পরিহার করে বিক্রয় পরিব্যয় হ্রাস ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণ এবং বিবিধ আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি সফল ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে উপরে বর্ণিত নিরীক্ষা মন্তব্যসমূহের আলোকে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ০৫।

শিরোনাম ঃ রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোং লিঃ, ঢাকা এর ২০০৭-২০০৮ হতে ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য।

বিবরণ ঃ

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোং লিঃ, ঢাকা এর ২০০৭-২০০৮ অর্থবছর হতে ২০০৯-২০১০ অর্থবছর পর্যন্ত হিসাব নিরীক্ষার জন্য বহিঃ নিরীক্ষক (সিএ ফার্ম)-কে যথাক্রমে ২৬/১২/২০০৭ খ্রিঃ, ২৭/১১/২০০৮ খ্রিঃ, ১৭/১২/২০০৯ খ্রিঃ এবং ০৯/১২/২০১০ খ্রিঃ তারিখে নিয়োগ দেয়া হয়। বহিঃ নিরীক্ষক কর্তৃক ২০০৭-২০০৮, ২০০৮-২০০৯, ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের হিসাব ১১/১১/২০০৮, ২২/১১/২০০৯, ২৪/১০/২০১০ খ্রিঃ তারিখে মতামতসহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয় । প্রতিষ্ঠানটির ২১তম, ২২তম, ২৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় ২০০৭-২০০৮ (২২/১১/২০০৮), ২০০৮-২০০৯ (১২/১২/২০০৯) এবং ২০০৮-২০০৯ (০৪/১২/২০১০) অর্থবছরের হিসাব অনুমোদিত হয় । উক্ত চূড়ান্ত হিসাব মূল্যায়নের পর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষা মন্তব্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১) আলোচ্য সময়ে রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোং লিঃ, কাওরান বাজার, ঢাকা কর্তৃক সরবরাহকৃত উপাত্ত থেকে প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসায়িক কার্যক্রম সংক্রান্ত তুলনামূলক পরিসংখ্যান **পরিশিষ্ট-৫/১** এ দেখানো হল। উক্ত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় যে, ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরের তুলনায় ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। ফলে স্থূল লাভ ও নিট লাভের পরিমাণও কম হয়েছে। কাজেই গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধিসহ স্থূল ও নিট লাভের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

২) ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের স্থিতিপত্রে প্রতিষ্ঠানটির বিবিধ দেনাদার খাতে দেখা যায় যে, ৫২,৬৩,৭০,০২২/- টাকা অনাদায়ী রয়েছে। যথাসময়ে টাকা আদায়/সমন্বয় না করার কারণ অবহিতসহ বিবিধ দেনাদারের প্রাপ্য টাকা অতিসত্বর কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

৩) স্থিতিপত্রে ষ্টোর ইন ট্রানজিট খাতে ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে ১৭৪.৫৬ লক্ষ টাকার স্থলে ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে ৩৯৬.৪৫ লক্ষ টাকা দেখানো হয়েছে। বছরভিত্তিক বিশ্লেষণ/বিভাজনসহ উক্ত খাতের টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

৪) অগ্রিম, জমা ও পূর্ব পরিশোধ খাতে ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে ৬০৪৮.৪৭ লক্ষ টাকার স্থলে ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে ৭৩৭০.৯৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। উক্ত টাকা বৃদ্ধির কারণ ও আদায়/সমন্বয় না হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা আবশ্যক।

৫) স্থিতিপত্রে চলতি দায়খাতে Workers profit participation fund খাতে ৩৪৮.৪২ লক্ষ টাকা প্রদর্শিত রয়েছে। উক্ত টাকা কে বা কাকে প্রদান করা হয়েছে উহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান আবশ্যক।

৬) পূর্ববর্তী বছরসমূহে উত্থাপিত ২৪১টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ১৪৭টি অনুচ্ছেদ মীমাংসিত এবং ৯৪টি অনুচ্ছেদ অমীমাংসিত রয়েছে। **পরিশিষ্ট-৫/২** দ্রষ্টব্য। উক্ত অমীমাংসিত অনুচ্ছেদসমূহ মীমাংসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

প্রতিষ্ঠানটির আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতাসমূহ পরিহার করে বিক্রয় পরিব্যয় হ্রাস ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণ এবং বিবিধ আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি সফল ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে উপরে বর্ণিত নিরীক্ষা মন্তব্যসমূহের আলোকে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ০৬।

শিরোনাম ঃ রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোং লিঃ, ঢাকা এর ২০১০-১১ অর্থ বছরের হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য।

বিবরণ ঃ

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোং লিঃ, ঢাকা এর ২০১০-১১ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য বহিঃ নিরীক্ষক (সিএ ফার্ম)-কে ০৯/১২/২০১০ খ্রিঃ তারিখে নিয়োগ দেয়া হয়। বহিঃ নিরীক্ষক কর্তৃক ২৬/১১/২০১১ খ্রিঃ তারিখে মতামতসহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির ২৪তম বার্ষিক সাধারণ সভায় ২০১০-২০১১ অর্থবছরের হিসাব ০৩/১২/২০১১ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত হয় । উক্ত চূড়ান্ত হিসাব মূল্যায়নের পর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষা মন্তব্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১) আলোচ্য সময়ে রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোং লিঃ, জোয়ার সাহারা, খিলক্ষেত, ঢাকা, প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন সংক্রান্ত বাৎসরিক কার্যক্রমের তুলনামূলক পরিসংখ্যান **(পরিশিষ্ট-৬/১)** হতে দেখা যায় যে, প্রতি বছর গ্যাস ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা প্রকৃত ক্রয় বেশি। এছাড়া বার্ষিক সি এন জি রূপান্তরের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে প্রতি বছর প্রকৃত অর্জনও অনেক বেশি হয়েছে। ২০০৮-২০০৯ অর্থবছর হতে ২০১০-২০১১ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার যথাক্রমে ১০৮.৭০%, ১০৫.১৩%, ও ১৫৪.১৭% অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে সঠিকভাবে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়নি।

২) প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসায়িক কার্যক্রমের তুলনামূলক বিবরণী **(পরিশিষ্ট-৬/২)** এ দেখা যায় যে, ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের তুলনায় ২০১০-২০১১ অর্থবছরে গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও বিক্রয় পরিব্যয় তুলনামূলক বেশি হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থূল ও নিট লাভের পরিমাণ সন্তোষজনকভাবে বৃদ্ধি পায়নি।

৩) বিবিধ দেনাদার খাতে ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের সোহাগ সি এন জি রিফিলিং স্টেশন, পি ডব্লিউ ডি স্পোর্স ক্লাব সি এন জি স্টেশন এবং রহমান ফিলিং স্টেশন-এর অনুকূলে একই অংক (Figure) চলতি বছরে অগ্রায়ন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসহ উক্ত খাতে দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন অংকের টাকা অনাদায়ী থাকার কারণ বছরভিত্তিক বিশ্লেষণ পূর্বক যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে বিবিধ দেনাদার খাতের সমুদয় টাকা সত্বর আদায় করা আবশ্যক।

৪) অগ্রিম, জমা ও পূর্ব পরিশোধ খাতে ২০১০-২০১১ অর্থবছরে মোট ৫৬৭৬.৩০ লক্ষ টাকা প্রদর্শিত হয়েছে। উল্লেখিত সমুদয় টাকা আদায় বা সমন্বয় করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। উক্ত খাতে উৎসাহ বোনাসের বিপরীতে ৩০/০৬/২০১১ তারিখে ১০৭.৪৮ লক্ষ টাকা অগ্রিম প্রদর্শিত হয়েছে। বছরান্তে হিসাব সমাপনীর পূর্বেই লভ্যাংশ ঘোষণা না হওয়া সত্ত্বেও এ প্রক্রিয়ায় অগ্রিম প্রদানের স্বপক্ষে যথাযথ কর্তৃপক্ষের আদেশ প্রদান আবশ্যক।

৫) ২০১০-২০১১ অর্থবছরের স্থিতিপত্রে চলতি দায়খাতে মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল এ ৩৫৩.৬০ লক্ষ টাকা প্রদর্শিত হয়েছে। উক্ত টাকা কোন কোন ব্যক্তিকে প্রদান করা হয়েছে তার বিস্তারিত তথ্য অর্থাৎ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নাম, পদবী পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ উল্লেখ পূর্বক তালিকা প্রদান আবশ্যক।

৬) Inventories খাতে Closing Stock ৮৭৪.৩০ লক্ষ টাকার মালামাল প্রদর্শিত হয়েছে। Closing Stock এর মালামাল বিক্রয় এবং অন্যান্য ব্যবহার যোগ্য মালামাল দ্রুত ব্যবহার নিশ্চিত করে অপ্রয়োজনীয় মালামাল থাকলে তা হিসাব মুক্ত করা প্রয়োজন। তাছাড়া, ৩০/০৬/২০১১ তারিখে পথিমধ্যে ১৬২.২০ লক্ষ টাকার মালামাল দেখানো হয়েছে। উক্ত মালামালের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ সম্বলিত তথ্যাদি প্রদান করা আবশ্যক।

৭) Investment খাতের অধীন কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে হাউস বিল্ডিং লোন ১৩৮.২০ লক্ষ টাকা এবং মটর সাইকেল লোন ৩৭.৬৪ লক্ষ টাকা প্রদর্শিত হয়েছে। উক্ত টাকা ৬.৫০% সুদে মঞ্জুর হয়েছে মর্মে উল্লেখ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে ৬.৫০% হারে সুদ মঞ্জুরের সমর্থনে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন আবশ্যক।

৮) ২০০৯-২০১০ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট ২৬০ টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ১৫২টি মীমাংসিত হয়েছে এবং ১০৮টি অমীমাংসিত রয়েছে। অমীমাংসিত নিরীক্ষা আপত্তিসমূহ মীমাংসাকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। বিস্তারিত বিবরণ **পরিশিষ্ট-৬/৩** এ দেখানো হলো।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

প্রতিষ্ঠানটির আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতাসমূহ পরিহার করে বিক্রয় পরিব্যয় হ্রাস ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণ এবং বিবিধ আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি সফল ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে উপরে বর্ণিত নিরীক্ষা মন্তব্যসমূহের আলোকে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ০৭।

শিরোনাম ঃ সিলেট গ্যাসফিল্ডস্ লিঃ, চিকনাগুল, সিলেট এর ২০০৭-২০০৮ হতে ২০১০-২০১১অর্থ বছরের হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য।

বিবরণ ঃ

সিলেট গ্যাসফিল্ডস্ লিঃ, চিকনাগুল, সিলেট এর ২০০৭-২০০৮ অর্থবছর হতে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত হিসাব নিরীক্ষার জন্য বহিঃ নিরীক্ষক (সিএ ফার্ম)-কে যথাক্রমে ০৪/১২/২০০৭ খ্রিঃ, ০৩/০৯/২০০৮ খ্রিঃ, ১৯/১০/২০০৯ খ্রিঃ এবং ০৬/১০/২০১০ খ্রিঃ তারিখে নিয়োগ দেয়া হয়। বহিঃ নিরীক্ষক কর্তৃক ২০০৭-২০০৮ (১৮/০৭/২০০৮), ২০০৮-২০০৯ (২৩/০৭/২০০৯), ২০০৯-২০১০ (২৬/০৭/২০১০), ২০১০-২০১১ (০৬/০৯/২০১১) খ্রিঃ তারিখে মতামতসহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির ২৬তম, ২৭তম, ২৮তম, ২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভায় ২০০৭-২০০৮ (২৭/০৮/২০০৮), ২০০৮-২০০৯ (১২/১০/২০০৯), ২০০৯-২০১০ (০৩/১০/২০১০) এবং ২০১০-২০১১ (২৪/১০/২০১১) খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত হয় । উক্ত চূড়ান্ত হিসাব মূল্যায়নের পর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষা মন্তব্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১) আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির কূপ সংক্রান্ত তুলনামূলক বিবরণী **পরিশিষ্ট-৭/১** এ দেখানো হলো। উক্ত বিবরণী যাচাই করে দেখা যায় যে, খননকৃত কূপের সংখ্যা ২০০৭-০৮ অর্থবছরের তুলনায় ২০০৮-০৯ অর্থবছরে একটি কমেছে। ২০০৯-১০ এবং ২০১০-১১ অর্থবছরে একটি করে বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে ব্যবহৃত কূপের সংখ্যা ২০০৭-০৮ অর্থবছরের তুলনায় ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ২টি কমেছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে অপরিবর্তিত রয়েছে এবং ২০১০-১১ অর্থবছরে একটি কমেছে। এছাড়া পরিত্যক্ত কূপের সংখ্যা ২০০৭-০৮ অর্থবছরের তুলনায় ২০০৮-০৯ এবং ২০০৯-১০ অর্থবছরে একটি করে বৃদ্ধি এবং ২০১০-১১ অর্থবছরে ২টি বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে কূপ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহনের স্বপক্ষে অনুমোদিত পরিকল্পনা গ্রহণ না করার কারণ ব্যাখ্যা আবশ্যক।

২) আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন সংক্রান্ত তুলনামূলক বিবরণী **পরিশিষ্ট-৭/২** এ দেখানো হলো। উক্ত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় যে, ২০০৭-০৮ অর্থবছরের তুলনায় ২০০৮-০৯, ২০০৯-১০ এবং ২০১০-১১ অর্থবছরে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা গ্যাস এবং কনডেনসেট ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে বৃদ্ধির প্রবনতা লক্ষ্য করা গেলেও প্রকৃত উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় গ্যাস, এম এস এবং কনডেনসেট-এ বৃদ্ধি পেলেও কেরোসিন ও ডিজেলে কমেছে। ২০০৭-০৮ সালে উৎপাদন গ্যাস, এম এস, কেরোসিন এবং ডিজেলের সাথে কনডেনসেট-এর অনুপাত ছিল ১৮:৭২। ২০০৮-০৯ সালে অনুরূপ অনুপাত ১৭:৮০। ২০০৯-১০ সালে অনুরূপ অনুপাত ৮২:৬৭। ২০১০-১১ সালে অনুরূপ অনুপাত ৪২:৬১। উপরোল্লিখিত অনুপাতসমূহের বিরাট অংকের তারতম্যের কারণ ব্যাখ্যা আবশ্যক।

৩) আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসায়িক কার্যক্রমের তুলনামূলক বিবরণী **পরিশিষ্ট-৭/৩** এ দেখানো হলো। উক্ত বিবরণী যাচাই করে দেখা যায় যে, ২০০৭-০৮ অর্থবছরের তুলনায় ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বিক্রয় ৩০.৫৯%, ২০০৮-০৯ অর্থবছরের তুলনায় ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৫০.৫১% এবং ২০০৯-১০ অর্থবছরের তুলনায় ২০১০-১১ অর্থবছরে ৫০.৯৯% বৃদ্ধি পেয়েছে। উৎপাদন ও প্রশাসনিক ব্যয় ২০০৭-০৮ অর্থবছরের তুলনায় ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে ১.২৪% হ্রাস, ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরের তুলনায় ২০০৯-১০ অর্থবছরে ২৯৩.৭৩% ও ২০০৯-১০ অর্থবছরের তুলনায় ২০১০-১১ অর্থবছরে ৯৯.০১% বৃদ্ধি পেয়েছে। বিক্রয় ও অন্যান্য আয় বৃদ্ধি করে এবং উৎপাদন, প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যয় হ্রাস করে প্রতিষ্ঠানটিকে আরো লাভজনক পর্যায়ে উন্নীত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা আবশ্যক।

৪) প্রতিষ্ঠানটির ৩০/০৬/২০১১ খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রে (নোট-১৮) তে অগ্রিম, জমা ও পূর্ব পরিশোধ খাতে ১৩০.৪২ লক্ষ টাকা প্রদর্শিত হয়েছে। উক্ত টাকার মধ্যে Advances To Employees and suppliers উপখাতে ৪.৫১ লক্ষ টাকা অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। সমুদয় অনাদায়ী টাকা বছর ভিত্তিক বিশ্লেষণপূর্বক আদায়/সমন্বয় এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

৫) স্থিতিপত্রে Inventories খাতাধীন Stock In Transit উপখাতে পূর্বের ধারাবাহিকতায় ৩০/০৬/২০১১ তারিখে ৮৬৫.৯৩ লক্ষ টাকার মালামাল প্রদর্শিত হয়েছে। উক্ত মালামাল Stock হিসেবে অন্তর্ভুক্তি না হওয়ার কারণ ব্যাখ্যাসহ মালামাল সরবরাহকারীর নাম উল্লেখপূর্বক মালামালের বর্তমান অবস্থা অডিটকে জানানো প্রয়োজন।

৬) প্রতিষ্ঠানটির ৩০/০৬/২০১১ খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রে (নোট-১৯) এ বিবিধ দেনাদার খাতে ১৭১০১.৩৫ লক্ষ টাকা প্রদর্শিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে Balance Reconciliation সম্পন্ন করার কপি সংযোজনসহ বছর ভিত্তিক বিশ্লেষণসহ সমুদয় টাকা আদায়/সমন্বয় করা আবশ্যক।

৭) প্রতিষ্ঠানটির ৩০/০৬/২০১১ খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রে Current Liabilities খাতাধীন Workers Profit Participation Fund এ Net Profit Before Tax এর ওপর ২৮৪২.৮২ লক্ষ টাকা প্রদর্শিত হয়েছে। উক্ত টাকা যাদের অনুকূলে প্রদান করা হয়েছে তার তালিকা প্রদর্শনসহ Net Profit After Tax এর ওপর Workers Profit Participation Fund এ স্থানান্তরিত টাকা গণনা না করার স্বপক্ষে সরকারি আদেশ সংযোজন আবশ্যক।

৮) প্রতিষ্ঠানটির ১৯৭২-৭৫ অর্থবছর হতে ২০০৯-১০ অর্থবছর পর্যন্ত উত্থাপিত মোট নিরীক্ষা আপত্তির বিবরনী **পরিশিষ্ট-৭/4** এ দেখানো হল। উক্ত বিবরণী যাচাই করে দেখা যায় যে, প্রতিষ্ঠানটির অনুকূলে প্রদর্শিত মোট আপত্তির সংখ্যা ৭০৩টি, জড়িত টাকার পরিমাণ ৩০৯৯৪.০৯ লক্ষ । তন্মধ্যে মীমাংসিত অনুচ্ছেদ ৪৮৮টি, অমীমাংসিত অনুচ্ছেদ সংখ্যা ২১৫টি, জড়িত টাকা ৮৪৬৬.২৪ লক্ষ ।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

প্রতিষ্ঠানটির আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতাসমূহ পরিহার করে বিক্রয় পরিব্যয় হ্রাস ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণ এবং বিবিধ আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি সফল ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে উপরে বর্ণিত নিরীক্ষা মন্তব্যসমূহের আলোকে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত
মোঃ আফতাবুজ্জামান
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর,ঢাকা।

বাঃসঃমুঃ-২০১৪/১৫-৩২৩০কম/এ—৮০০ বই, ২০১৪।